বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

শিল্প মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

শিল্প মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

উপদেষ্টা

জনাব মুহঃ মাহবুবর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (গ্রেড-১)
চেয়ারম্যান, বিসিক

সম্পাদনায়

জনাব কাজী মাহবুবুর রশিদ (উপসচিব), পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি), বিসিক
জনাব লায়লা জেসমিন, উপমহাব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বিসিক
জনাব শাহরিয়ার পারভীন, উপব্যবস্থাপক, বিসিক
জনাব নাছিনা আকতার, উপব্যবস্থাপক, বিসিক
জনাব ফেরদৌস আরা বেগম, উপব্যবস্থাপক, বিসিক
জনাব মোহাঃ আরিফ উদ্দিন, উপব্যবস্থাপক, বিসিক

প্রচ্ছদ

জনাব মোঃ রমজান আলী
মাস্টার ক্রাফ্‌টসম্যান, নকশা কেন্দ্র, বিসিক

কম্পিউটার কম্পোজ

জনাব মোঃ আরিফুর রহমান
উচ্চমান সহকারী

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
মেয়র আনিসুল হক সড়ক, ৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা,
ঢাকা।

বিনম্র শ্রদ্ধা

স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর উদ্যোগে “বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২” প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সৃজনশীল প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শ্রম, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী থাকাকালীন একটি বিলের মাধ্যমে ‘ইপসিক’ তথা বর্তমান ‘বিসিক’ প্রতিষ্ঠা করেন। বিসিক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারিখাতের মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান। বিসিক সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে উন্নয়নমুখী ও জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে সারাদেশে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

বিসিকের বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে দেশে শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নতুন নতুন শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাগণ শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করছেন যার ফলে বেসরকারি খাতে শিল্পায়নে অংশগ্রহণ জোরদার হচ্ছে। বিসিক সারাদেশে উদ্যোক্তাদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান, লবণ ও মৌ-চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শিল্পায়নে প্রবৃদ্ধির পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। ফলে শিল্পখাত সুসংহত হচ্ছে এবং জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ইতোমধ্যে ৩৫ শতাংশ অতিক্রম করেছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বিসিক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে আমরা ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশকে উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তব রূপায়ণে সক্ষম হব বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যেখানে বিসিক হবে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। আমার বিশ্বাস, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২-এর মাধ্যমে গত এক বছরে বিসিক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা সম্যক ও সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন। একই সঙ্গে এটি জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারও নিশ্চিত করবে।

আমি বিসিকের উদ্যোগে প্রকাশিত “বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২” এর বহুল প্রচার কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি)

কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্যবহুল বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিসিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিক ১৯৬০ সাল হতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিল্পনগরী স্থাপন কার্যক্রম শুরু করে। শুরু হতে বর্তমান সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিসিক ৮০টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরীর বিভিন্ন শিল্প কারখানাসমূহে শীর্ষস্থানীয় ঔষধ, বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত খাদ্য পণ্য, হালকা প্রকৌশল পণ্য, করোনা প্রতিরোধমূলক পণ্যসহ জরুরি চিকিৎসায় ব্যবহৃত মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিসিক অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে বিসিক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্বমূলক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন শিল্পায়নের প্রসার ছাড়া সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা ও বিসিকের অধীন বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে বিসিক দেশব্যাপী মেলার আয়োজন, উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে বৃহৎ শিল্পের সাথে সাবকন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন করছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে গত ১৩ই জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখে বিসিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস উদ্বোধন করা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা আরও দ্রুত বিসিক থেকে সেবা পাবেন বলে আমি আশা করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশের মাধ্যমে বিসিকের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সবাই সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনবৃন্দ এ থেকে উপকৃত হবেন। আমার পক্ষ থেকে বিসিকের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১৩.০৩.২০২৩

(কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি)

জাকিয়া সুলতানা
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত বিসিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেগড়া একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জাতীয় অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। শিল্পনগরীসমূহে টেস্টিং ল্যাবের সংস্থান এবং বর্তমানে চালুকৃত ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রের পাশাপাশি ৬৪ জেলায় বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের লক্ষ্যে বিদেশি উদ্যোক্তাদের সরাসরি শিল্প কারখানা স্থাপনের সুবিধা সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী ডিজিটাল মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং এন্ড মোশন গ্রাফিক্স, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, Computer Numerical Control (CNC) মেশিন অপারেটিং কোর্সসমূহ চালু করার পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে টেকসই প্রযুক্তি নির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে ব্যবহৃত সকল ই-সেবা কার্যক্রম, ই-ফাইলিং, ওয়ান স্টপ সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিসিক কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রম সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। প্রকাশনাটির সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আমি বিসিকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

জাকিয়া সুলতানা

মুহঃ মাহবুবর রহমান
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

মুখবন্ধ

তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। বিসিক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিসিকের মাধ্যমে দেশে শিল্পায়নের প্রসারের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিসিক কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা অন্বেষণ, ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন, শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান, বৃহৎ শিল্পের সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের সংযোগ স্থাপন, শিল্পপণ্যের নকশা উন্নয়ন ও বিতরণ, উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারে মেলা আয়োজন, লবণ উৎপাদন ও ভোজ্য লবণে আয়োডিনযুক্ত কার্যক্রম তদারকিকরণ, মধু উৎপাদনের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনসহ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে দেশব্যাপী বিসিকের সকল জেলা কার্যালয়, ৮০টি শিল্পনগরী কার্যালয়, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৬টি মৌচাষে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, কক্সবাজার; নকশা কেন্দ্র, মতিঝিল; বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, মিরপুর এবং বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও বিসিক শিল্পের নিবন্ধন প্রদান, পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিল্প আই.আর.সি'র সুপারিশ প্রদান এবং কর, শুল্ক, কর অবকাশ মওকুফ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিসিক যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, উদ্যোক্তাদের আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির কারিগরি তথ্য সরবরাহ, শিল্প মালিকদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এই প্রতিবেদনটির মাধ্যমে উদ্যোক্তা, গবেষকসহ সকল অংশীজন বিসিকের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে মর্মে আশা প্রকাশ করছি। পরিশেষে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কাজে যে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী অবদান রেখেছেন, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মুহঃ মাহবুবর রহমান

সূচিপত্র

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায় : বিসিক পরিচিতি	১-৪
১.১	পটভূমি	৩
১.২	রূপকল্প	৩
১.৩	অভিলক্ষ্য	৩
১.৪	কর্মকৌশল	৩
১.৫	কার্যক্রম	৩
১.৫.১	উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম	৩
১.৫.২	নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	৪
১.৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	৪
	দ্বিতীয় অধ্যায় : সাংগঠনিক কাঠামো	৫-৮
২.১	জনবল	৭
২.২	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৭
	তৃতীয় অধ্যায় : বিসিকের কার্যক্রম পরিচিতি	৯-১৪
৩.১	বিসিকের কার্যক্রম	১১
৩.১.১	প্রযুক্তি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৩
৩.১.২	সাবকন্ট্রাক্টিং লিংকেজ পদ্ধতি	১৩
৩.১.৩	নকশা কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৪
৩.১.৪	বিপণন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৪
৩.১.৫	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৪
	চতুর্থ অধ্যায় : অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	১৫-২৪
৪.১	বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন ও উন্নয়ন কার্যক্রম	১৭
৪.২	বিসিক শিল্পনগরীর সুবিধাদি	১৭
৪.৩	বিসিক শিল্পনগরীসমূহের প্লট সংক্রান্ত তথ্য	১৮
৪.৪	জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান	২০
৪.৫	লবণ শিল্প	২০
৪.৫.১	লবণ উৎপাদন	২০
৪.৫.২	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রম	২১
৪.৬	মৌমাছি পালন কর্মসূচি	২৩
৪.৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন	২৪
৪.৮	দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন	২৪
৪.৯	কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও জিডিপিতে অবদান	২৪
৪.১০	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা	২৪

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পঞ্চম অধ্যায় : মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের প্রশিক্ষণ	২৫-২৮
৫.১	বিসিকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	২৭
৫.২	উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২৭
৫.৩	উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২৭
৫.৪	বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	২৮
	ষষ্ঠ অধ্যায় : উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২৯-৪২
৬.১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৩১
৬.২	এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির সারসংক্ষেপ	৩১
৬.৩	২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩৩
৬.৩.১	বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব	৩৩
৬.৩.২	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২	৩৩
৬.৩.৩	নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	৩৩
৬.৩.৪	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৩৩
৬.৪	চলমান ১০টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ	৩৪
৬.৪.১	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ	৩৪
৬.৪.২	Poverty Reduction Through Inclusive and Sustainable Market (PRISM)	৩৪
৬.৪.৩	বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল	৩৪
৬.৪.৪	বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৩৪
৬.৪.৫	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৩৫
৬.৪.৬	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম	৩৫
৬.৪.৭	বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ	৩৫
৬.৪.৮	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ	৩৫
৬.৪.৯	বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ	৩৬
৬.৪.১০	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও	৩৬
৬.৫	বিসিকের বাস্তবায়িত মনোটাইপ শিল্পনগরীসমূহ	৩৬
৬.৫.১	হোসিয়ারি শিল্পনগরী, পঞ্চবটি, নারায়ণগঞ্জ	৩৬
৬.৫.২	জামদানি শিল্পনগরী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ	৩৭
৬.৫.৩	চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা	৩৮
৬.৫.৪	এপিআই শিল্পপার্ক, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	৪০
৬.৫.৫	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৪১
৬.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ	৪১

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সপ্তম অধ্যায় : ঋণ সহায়তা কার্যক্রম	৪৩-৪৬
৭.১	বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ও ইউএনসিডিএফ ঋণ কর্মসূচি	৪৫
৭.২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ	৪৫
৭.৩	সরকার কর্তৃক বিসিকের অনুকূলে প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ	৪৫
৭.৪	বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি	৪৬
	অষ্টম অধ্যায় : মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ	৪৭-৫৫
৮.১	বিসিক কর্তৃক আয়োজিত মেলা	৪৯
৮.২	বিসিক কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন মেলা	৫২
৮.৩	বিসিক কর্তৃক মেলায় অংশগ্রহণ	৫৪
৮.৪	ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন ও পণ্য প্রদর্শনীর বিবরণ	৫৫
	নবম অধ্যায় : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ	৫৭-৬৬
	দশম অধ্যায় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন	৬৭-৭৬
	একাদশ অধ্যায় : টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক	৭৭-৮২
	দ্বাদশ অধ্যায় : সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	৮৩-৯৮
	ত্রয়োদশ অধ্যায় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৯৯-১০২
	চতুর্দশ অধ্যায় : কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বিসিকের অর্জনসমূহ	১০৩-১০৮
১৪.১	ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য	১০৫
১৪.২	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১০৫
১৪.৩	বিসিকের ইনোভেশন ও সুশাসন বিষয়ক কার্যক্রম	১০৬
১৪.৪	গবেষণা কার্যক্রম	১০৭
১৪.৫	বিভিন্ন তহবিল হতে অনুদান প্রদান	১০৭
১৪.৬	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিসিকের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	১০৭
	পঞ্চদশ অধ্যায় : বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	১০৯-১২২
১৫.১	পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা	১১১
১৫.২	বিসিকের মহাপরিকল্পনা (২০২১-৪১)	১১৬
১৫.৩	বিসিকের চ্যালেঞ্জসমূহ	১২১
১৫.৪	সুপারিশসমূহ	১২১
১৫.৫	উপসংহার	১২১
	ষোড়শ অধ্যায় : ফটোগ্যালারি	১২৩-১২৮
পরিশিষ্ট-ক	বিসিকের ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র অর্জন	১২৯-১৪৪
পরিশিষ্ট-খ	বিসিকের বাস্তবায়িত ৮০টি শিল্পনগরীর তালিকা	১৪৫

২১শে এপ্রিল ২০২২ তারিখে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ১৪ তলা বিসিক ভবন উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা
শেখ হাসিনা

বিসিক পরিচিতি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
BSCIC

প্রথম অধ্যায়

বিসিক পরিচিতি

১.১ পটভূমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী থাকাকালীন একটি বিলের মাধ্যমে 'ইপসিক' তথা বর্তমান 'বিসিক' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিক সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে উন্নয়নমুখী ও জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বিসিকের উদ্যোগে সারা দেশে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিল্প ক্ষেত্রে যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

১.২ রূপকল্প (Vision)

শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম শিল্পের বিকাশ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসন।

১.৪ কর্মকৌশল (Strategy)

- উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- পরিবেশবান্ধব শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী স্থাপন;
- দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- অবকাঠামো উন্নয়ন;
- আর্থিক, কারিগরি ও বিপণন সুবিধা প্রদান;
- উন্নত ও আধুনিক নকশা উদ্ভাবন;
- আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ;
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও
- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি।

১.৫ কার্যক্রম

বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলত দুধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে :

১.৫.১ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

- সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা অন্বেষণ ও সহায়তা প্রদান;
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ-পূর্ব ও বিনিয়োগ-উত্তর পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন;
- শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান;
- উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সাবকন্ট্রাক্টিং সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- শিল্পপণ্যের নকশা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;
- উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারে মেলার আয়োজন;
- লবণ উৎপাদন ও আয়োডিনযুক্তকরণ এবং
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌমাছি পালনে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

১.৫.২ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্পের নিবন্ধন প্রদান;
- কর, শুল্ক, কর অবকাশ ইত্যাদি মওকুফ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি/রপ্তানির সুপারিশ প্রদান;
- আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন শিল্পের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- সাবকন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন।

১.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিসিক চেয়ারম্যানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়।

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিসিকের এপিএ'তে অর্জিত নম্বর ৮৪.১৭, যেখানে কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের ৭০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৫৮.৯২ এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের ৩০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ২৫.২৫। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র
শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
বিসিক প্রধান কার্যালয়ের সাথে আঞ্চলিক কার্যালয় (সকল) ও
বিসিক প্রশিক্ষণ
টের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের
বার্ষিক কর্মসম
(এপিএ)

গত ২২শে জুন ২০২২ তারিখে বিসিক চেয়ারম্যানের সঙ্গে সকল আঞ্চলিক পরিচালক ও অধ্যক্ষ, বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়

সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাংগঠনিক কাঠামো

২.১ জনবল

উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতীত বিসিকের সামগ্রিক কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজস্ব বাজেটে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ২৪১৪ জন। তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৯৪১ জন এবং কর্মচারী ১৪৭৩ জন। বর্তমানে ৫৫৪জন কর্মকর্তা ও ১০৫৯জন কর্মচারীসহ মোট ১৬১৩জন কর্মরত আছেন। বিসিকের জনবলের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, বিভিন্ন প্রকার দেনা-পাওনা সম্পর্কিত প্রশাসনিক অনুমোদন, গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন, সংস্থাপন প্রতিবেদন, জনবলের ডাটাবেজকরণ ইত্যাদি কার্যাদি সচিব, বিসিকের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মীব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

ক্র.	বিবরণ	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	অনুমোদিত জনবল	৯৪১	১৪৭৩	২৪১৪
২.	বিদ্যমান জনবল	৫৫৪	১০৫৯	১৬১৩
৩.	শূন্যপদ	৩৮৭	৪১৪	৮০১

* মোট শূন্য পদ ৮০১টি। এর মধ্যে প্রকৃত পূরণযোগ্য শূন্যপদ ৫৭৫টি (৪২২টি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য ও ১৫৩টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য)

* অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ২২৬টি (১০% সংরক্ষণ হিসেবে ১৬৫টি ও অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ৬১টি)।

* ২০২১-২২ অর্থবছরে নিয়োগকৃত - ১২৩জন (কর্মকর্তা ৭৪জন ও কর্মচারী৪৯ জন)

* ২০২১-২২ অর্থবছরে পদোন্নতি প্রদানকৃত - ৩৪জন (কর্মকর্তা ৩৪জন)

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বিসিক সারাদেশে মোট ১৮৮টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে কার্যালয়সমূহের বিবরণ দেয়া হলো :

ক্র.	কার্যালয়ের নাম	সংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয়	১টি
২.	আঞ্চলিক (বিভাগীয়) কার্যালয়	৪টি
৩.	জেলা কার্যালয় (বিসিক জেলা কার্যালয়)	৬৪টি
৪.	শিল্পনগরী কার্যালয়	৮০টি
৫.	লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বিসিক, কক্সবাজার	১টি
৬.	বিসিক লবণ কেন্দ্র, কক্সবাজার	১২টি
৭.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান :	
	ক) বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা	১টি
	খ) নকশা কেন্দ্র	১টি
	গ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৫টি
	ঘ) মৌচাষে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬টি
	ঙ) সিআইডিপি (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি)	৩টি
	মোট	**১৮৮টি**

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

বিসিকের কার্যক্রম পরিচিতি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

তৃতীয় অধ্যায়

বিসিকের কার্যক্রম পরিচিতি

৩.১ বিসিকের কার্যক্রম

বিসিকের সকল পরিচালকের পরিচালনায় প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/শাখা, আঞ্চলিক পরিচালকগণের আওতাধীন সকল জেলা কার্যালয়, শিল্পনগরী ও অন্যান্য সকল কার্যালয় এবং বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দ্বারা শিল্প স্থাপনের জন্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা সহায়তা প্রদান করে। বিসিক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা সহায়তা প্রদান করে। বিসিক উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ হতে শুরু করে পণ্য বিপণন পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদান করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৩৭টি কার্যক্রমে ৮০% হতে ১০০%, ৭টি কার্যক্রমে ৫০% হতে ৭৯% এবং ১৪টি কার্যক্রমে ৫০%-এর নিচে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। নিম্নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অগ্রগতি দেয়া হলো :

ক্র.	কার্যক্রমের নাম			বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বছরের ক্রমপুঞ্জিত	
					অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
০১	০২			০৩	০৪	০৫
০১	শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ		মাঝারি শিল্প	৪৩২৮০	৪৬৬৮	১১%
			ক্ষুদ্র শিল্প	১৫৯৪০০	২৫৭৮০	১৬%
			কুটির শিল্প	২৫১৩২০	৫৭৮৫২	২০%
০২	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ		ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	৯৫৭৫	১০১৯২	১০০%
			দক্ষতা উন্নয়ন	৮১২২	৬৮৭১	৮৫%
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন (নতুন)		মাঝারি শিল্প	৪২	২৪	৫৭%
			ক্ষুদ্র শিল্প	৪৫৮	৪৯৮	১০০%
০৪	প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন		মাঝারি শিল্প	৬৮	৩৪	৫০%
			ক্ষুদ্র শিল্প	১,৮৮০	২২৫১	১০০%
			কুটির শিল্প	৫,৫৯০	৬০১২	১০০%
০৫	ঋণ-ব্যবস্থাকরণ/ সহায়তাকরণ	মাঝারি শিল্প	নতুন	৩৪	১৬	৪৭%
			বিদ্যমান	৩৪	১৪	৪১%
		ক্ষুদ্র শিল্প	নতুন	৮০০	১১৮৫	১০০%
			বিদ্যমান	৯৭০	১১৮৬	১০০%
		কুটির শিল্প	নতুন	২,২৮০	২৯৭৯	১০০%
			বিদ্যমান	২,৪৬০	২৯৯০	১০০%
০৬	উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে শিল্প স্থাপন		মাঝারি শিল্প	৫০	৩৭	৭৪%
			ক্ষুদ্র শিল্প	৯৫০	১০৮৬	১০০%
			কুটির শিল্প	১৭৮০	২১৩৬	১০০%
০৭	প্রকল্প নিবন্ধীকরণ		মাঝারি শিল্প	৪৫২৮০	৮৫	০.১৮%
			ক্ষুদ্র শিল্প	১৬৭৪০০	২০২১	১%
			কুটির শিল্প	২৬১৩২০	৫৮০৭	২%
০৮	ক) ঋণ বিতরণকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়ন তদারকিকরণ		ক্ষুদ্র শিল্প	১৮০০	২২৫৪	১০০%
			কুটির শিল্প	৫০২০	৬২০৮	১০০%
	খ) ঋণ আদায়ের জন্য শিল্প ইউনিট পরিদর্শন		ক্ষুদ্র শিল্প	৫৮০০	৬৩৪৭	১০০%
			কুটির শিল্প	১৫৫৪০	১৬১৯৭	১০০%
০৯	পণ্যের শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান		ইউনিট সংখ্যা	১১০	৪৫	৪১%
			আমদানি স্বত্ব (কোটি টাকায়)	৩০০.০০	২৩৪.০৬	৭৮%

ক্র.	কার্যক্রমের নাম			বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বছরের ক্রমপুঞ্জিত	
					অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
০১	০২			০৩	০৪	০৫
১০	নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ	উন্নয়ন		৫০০	৪৪০	৮৮%
		বিতরণ		২৫১০	২৩৪৫	৯৩%
১১	কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	সংগ্রহ		৬০	৬০	১০০%
		বিতরণ		১০৭০	১২২৭	১০০%
১২	সাব-সেক্টর স্টাডি প্রণয়ন ও প্রকাশ			৪৮	৪৫	৯৪%
১৩	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন/বিপণন সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন			৪১০	৪০৪	৯৯%
১৪	পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ম্যানুয়াল তৈরি			২	-	-
১৫	ক) মেলা আয়োজন/অনলাইন মেলা আয়োজন			৫০০	১০০	২০%
	খ) মেলায় অংশগ্রহণ (দেশে/বিদেশে)			১৩১	৬৪	৪৯%
১৬	বার্ষিক প্রতিবেদন/ নকশা ও বিপণন সংক্রান্ত পুস্তিকা/ প্রযুক্তি বার্তা প্রণয়ন ও প্রকাশ (সংখ্যা)			৯	৪	৪৪%
১৭	সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন			৮	৭	৮৮%
১৮	কোর্স মূল্যায়ন			২৫	২৫	১০০%
১৯	ক) সাবকন্ট্রাক্টিং ইউনিট তালিকাভুক্তিকরণ			৫০	৪১	৮২%
	খ) সাবকন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন			৬৫	৬০	৯২%
	গ) পণ্য সরবরাহের পরিমাণ (কোটি টাকায়)			১৫.০০	১৫.০০	১০০%
২০	ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন			৪	৪	১০০%
২১	লবণ উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)			১৫.৭৫	১৮.৩২	১০০%
২২	মধু উৎপাদন (মেট্রিক টন)			৭৫০৪.১০	১০৬৫৫.৫৫	১০০%
২৩	বিসিক কর্তৃক সরাসরি ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)			২৬০২.০০	২২৬৬.৫৩	৮৭%
২৪	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ			৪১০	২৫	৬%
২৫	কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি	মাঝারি শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	৪৪২০	২৭৩৯	৬২%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	৬২৫০	৪৫০২	৭২%
			মোট মাঝারি শিল্প	**১০৬৭০**	**৭২৪১**	**৬৮%**
		ক্ষুদ্র শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	২০০০০	২১১৩৭	১০০%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	১৪২৫০	১৭০০৪	১০০%
			মোট ক্ষুদ্র শিল্প	**৩৪২৫০**	**৩৮১৪১**	**১০০%**
		কুটির শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	৪৫৬০	১২৪১৭	১০০%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	৩৫৬০	৭৪৭৯	১০০%
			মোট কুটির শিল্প	**৮১২০**	**১৯৮৯৬**	**১০০%**
		মোট মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প		**৫৩০৪০**	**৬৫২৭৮**	**১০০%**

৩.১.১ প্রযুক্তি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০২১-২০২২ অর্থবছর		
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১.	কারিগরি তথ্য সংগ্রহ	৬০টি	৬০টি	১০০%
২.	কারিগরি তথ্য বিতরণ	১০৭০টি	১২২৭টি	১০০%
৩.	সাব-কন্ট্রাক্টিং ইউনিট তালিকাভুক্তিকরণ	৫০টি	৪১টি	৮২%
৪.	সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন	৬৫টি	৬০টি	৯২.৩%
৫.	পণ্য সরবরাহের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৫.০০	১৫.০০	১০০%

৩.১.২ সাবকন্ট্রাক্টিং লিংকেজ পদ্ধতি

বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় করে। এ সমস্ত যন্ত্রাংশ উন্মুক্ত দরপত্র ও সীমিত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট থেকে ক্রয় করা হয়। মধ্যস্বত্বভোগী সরবরাহকারীরা কার্যাদেশপ্রাপ্ত যন্ত্রাংশের অধিকাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে এবং স্বল্প পরিমাণ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করতেন। এ প্রেক্ষাপটে মধ্যস্বত্বভোগী নামের সরবরাহকারীকে পরিহার করে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্পের নিকট থেকে সীমিত দরপত্র ও সরাসরি দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে বিসিক একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে যা সাবকন্ট্রাক্টিং লিংকেজ কর্মসূচি হিসেবে এদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। উক্ত বিধিমালা শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ০১-১০-১৯৮৯ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

বিসিক জেলা কার্যালয়, যশোরে আয়োজিত সাবকন্ট্রাক্টিং সংযোগ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনার

৩.১.৩ নকশা কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০২১-২০২২ অর্থবছর			মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার	
১.	নকশা নমুনা উন্নয়ন	৪৪০টি	৪৪০টি	১০০%	-
২.	নকশা নমুনা বিতরণ	১৪০০টি	৮৩৫টি	৫৯.৬৪%	-
৩.	প্রশিক্ষণ	৯০২জন	৪১৫জন	৪৪%	-

৩.১.৪ বিপণন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০২১-২০২২ অর্থবছর			মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হার	
১.	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন/ বিপণন সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৬টি	১৬টি	১০০%	-
২.	মেলা আয়োজন/অনলাইন মেলা (দেশে)	৫০০টি	১০০টি	২০%	-
৩.	মেলায় অংশগ্রহণ (দেশে)	১৩১টি	৬৪টি	৪৯%	-
৪.	ক্রেতা বিক্রেতা সম্মিলন	৪টি	৪টি	১০০%	-

৩.১.৫ বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্র.	অনুষদ	২০২১-২০২২ অর্থবছর				
		কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১.	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন	৬টি	৬টি	১৫০জন	১৯১জন	১০০%
২.	সাধারণ ব্যবস্থাপনা	৪টি	৪টি	১০০জন	১৪৫জন	১০০%
৩.	শিল্প ব্যবস্থাপনা	৫টি	৫টি	১২৫জন	২১৬জন	১০০%
৪.	অর্থ ব্যবস্থাপনা	৪টি	৪টি	১০০জন	১৩২জন	১০০%
৫.	বিপণন ব্যবস্থাপনা	৬টি	৬টি	১৫০জন	২২০জন	১০০%
	মোট কোর্স	২৫টি	২৫টি	৬২৫জন	৯০৪জন	১০০%

“ ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষুদ্র নয়, দিনে দিনে বড় হয় ”

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
BSCIC

চতুর্থ অধ্যায়

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

৪.১ বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

বিসিক ১৯৬০ সাল হতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিল্পনগরী স্থাপন কার্যক্রম শুরু করে। এর ফলে উদ্যোক্তারা অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সহজেই শিল্প স্থাপনে সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিসিক শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮০টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১১,৯২২টি প্লট আছে। এর মধ্যে ১০,৭৬১টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫,৯৪৯টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। বিসিকের বাস্তবায়িত ৮০টি শিল্পনগরীর তালিকা পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখানো হলো।

৪.২ বিসিক শিল্পনগরীর সুবিধাদি

- শিল্পনগরীতে শিল্প স্থাপন উপযোগী শিল্প প্লট আগ্রহী উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান;
- শিল্প পরিচালনার জন্য অবকাঠামো সুবিধাদি অর্থাৎ বিদ্যুৎ, গ্যাস, নালা-নর্দমা, রাস্তাঘাট বিদ্যমান;
- অধিকাংশ শিল্পনগরী মহাসড়কগুলোর পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান;
- শিল্প প্লটের মূল্য ৫ বৎসরে ১০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য বিধায় উদ্যোক্তাকে সমুদয় মূল্য এককালীন পরিশোধ করতে হয় না;
- শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহ পরিচালনার জন্য বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীতে স্থাপিত ফরচুন সুজের কারখানায় জুতা তৈরি করছেন শ্রমিকেরা

৪.৩ বিসিক শিল্পনগরীসমূহের প্লট সংক্রান্ত তথ্য

উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক জুন ২০২২ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮০টি শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। ফলে উক্ত খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত শিল্প ইউনিটগুলো পণ্য উৎপাদন এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

শিল্পনগরীর কার্যক্রমের অগ্রগতি (শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)

অঞ্চলের নাম	শিল্পনগরীর সংখ্যা	শিল্প প্লটের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা	অবরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা	শিল্প ইউনিটের বিবরণ				কর্মসংস্থান		
					উৎপাদনরত	নির্মাণাধীন	রুগ্ন/বন্ধ	মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
১	২	৩ (৪+৫)	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৬+৭+৮)	১০	১১	১২
ঢাকা	২৪	৪৩৯৮	৩৮৭৪	৫২৪	২৩৬৪	১৬৪	২৬১	২৭৮৯	২৮৬৫৩৭	১৯৫৪৫২	৪৮১৯৮৯
চট্টগ্রাম	২৩	২৬৪৭	২৫০২	১৪৫	৯৭৮	২৪৩	১৬৮	১৩৮৯	৮০৯২৭	৯২৫৪৯	১৭৩৪৭৬
রাজশাহী	১৯	২৭৯৩	২৪৯৭	২৯৬	৮৮১	৭০	৬৫	১০১৬	৩১৮১৭	১৩৭৪৭	৪৫৫৬৪
খুলনা	১৪	২০৮৪	১৮৮৮	১৯৬	৫৪২	১৫৩	৬০	৭৫৫	২২৩৩৩	৭৭৯০	৩০১২৩
মোট	৮০	১১৯২২	১০৭৬১	১১৬১	৪৭৬৫	৬৩০	৫৫৪	৫৯৪৯	৪২১৬১৪	৩০৯৫৩৮	৭৩১১৫২

টাঙ্গাইল বিসিক শিল্পনগরীতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মেডিকেল অক্সিজেন, ওষুধ, করোনা প্রতিরোধমূলক সামগ্রীসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদন কার্যক্রম

BANGLADESH SMALL AND COTTAGE INDUSTRIES CORPORATION

Location Map of BSCIC District Office, Industrial Estate/Park

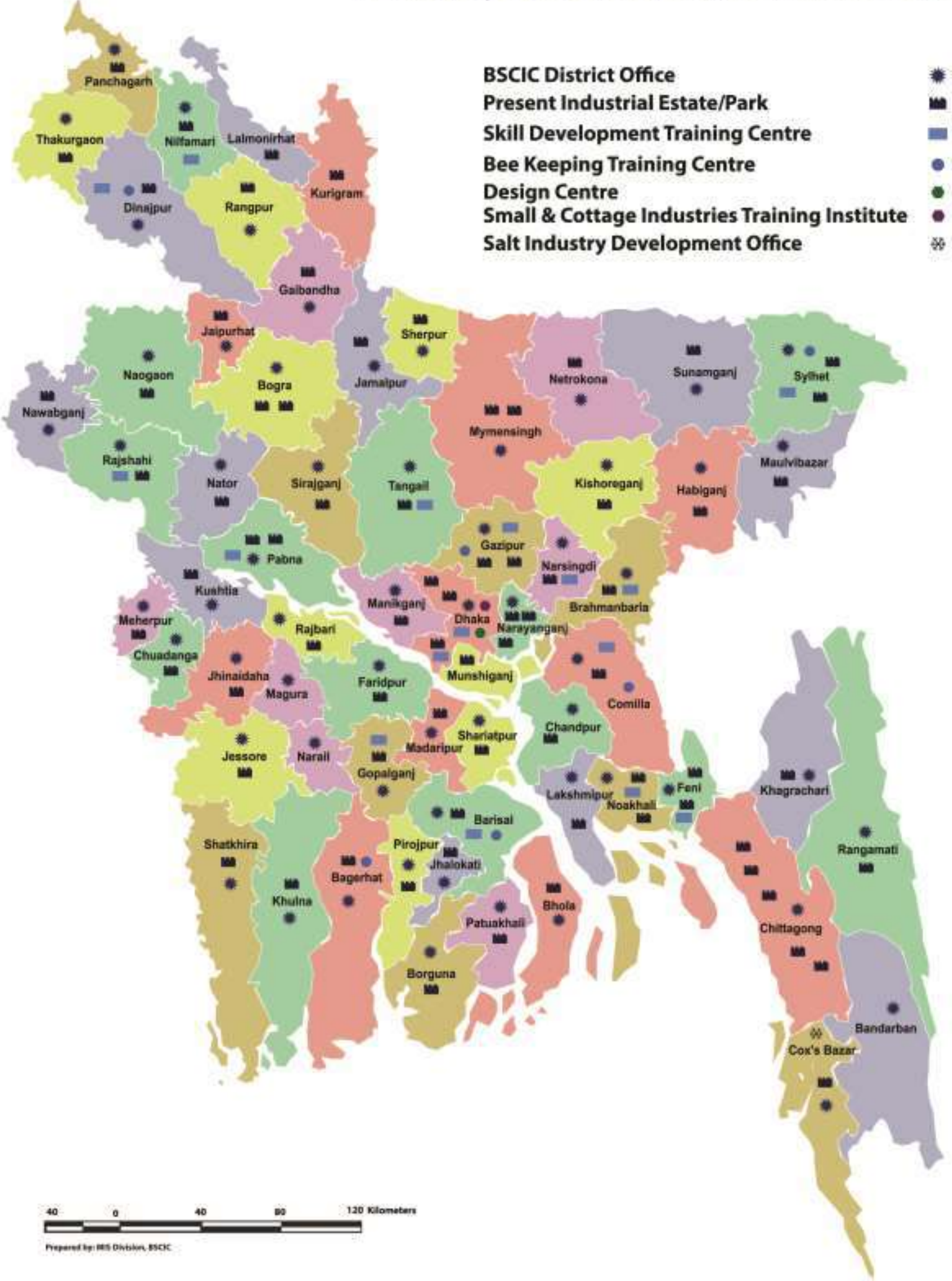
BSCIC District Office
Present Industrial Estate/Park
Skill Development Training Centre
Bee Keeping Training Centre
Design Centre
Small & Cottage Industries Training Institute
Salt Industry Development Office
Panchagarh
Thakurgaon
Nilfamari
Lalmonirhat
Dinajpur
Rangpur
Kurigram
Gaibandha
Jaipurhat
Sherpur
Naogaon
Bogra
Jamalpur
Netrokona
Sunamganj
Sylhet
Nawabganj
Mymensingh
Rajshahi
Nator
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Maulvibazar
Gazipur
Pabna
Narsingdi
Kushtia
Manikganj
Brahmanbaria
Meherpur
Dhaka
Narayanganj
Rajbari
Chuadanga
Munshiganj
Jhinaidaha
Magura
Faridpur
Comilla
Chandpur
Shariatpur
Madaripur
Jessore
Narail
Gopalganj
Lakshmipur
Noakhali
Feni
Khagrachari
Barisal
Shatkhira
Pirojpur
Jhalokati
Rangamati
Bagerhat
Khulna
Bhola
Patuakhali
Chittagong
Borguna
Bandarban
Cox's Bazar
40
0
40
80
120 Kilometers
Prepared by: MIS Division, BSCIC

বিসিক শিল্পনগরীসমূহ ও অন্যান্য কার্যালয়সমূহের অবস্থান

৪.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান

জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে শিল্প খাতের উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিসিকের শিল্পনগরীগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের অবদান সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

ক্র.	বিষয়	সাফল্য
১.	বাস্তবায়িত শিল্পনগরী	৮০টি
২.	শিল্পপ্লট	১১,৯২২টি
৩.	বরাদ্দকৃত প্লট	১০,৭৬১টি
৪.	বরাদ্দকৃত প্লটের বিপরীতে শিল্প ইউনিট	৫,৯৪৯টি
৫.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট	৪,৭৬৫টি
৬.	শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৪৩,২৫৯.৭৭ কোটি টাকা
৭.	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৮.২৫ লক্ষ জন
৮.	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০২১-২০২২ অর্থবছরে)	৭৬,৪১০.১৬ কোটি টাকা
৯.	রফতানিমুখী শিল্প ইউনিট (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৯৬২টি
১০.	রফতানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য (২০২১-২০২২ অর্থবছরে)	৪৬,২৯৩.৩৭ কোটি টাকা
১১.	শিল্পনগরী থেকে সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০২১-২০২২ অর্থবছরে)	৪,৯৩৩.৪৩ কোটি টাকা

বিসিকের অন্যান্য কার্যক্রম

৪.৫ লবণ শিল্প

লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য, যা খাদ্য হিসেবে ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক প্রকার দানাদার পদার্থ। লবণের প্রধান উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$)। লবণ শিল্প দেশের অন্যতম শ্রমনিবিড় শিল্প। লবণ উৎপাদন থেকে মিল পর্যায়ে মোড়কজাত হওয়া পর্যন্ত এ শিল্পের সাথে প্রায় ০৫ (পাঁচ) লক্ষ লোক জড়িত এবং তাদের উপর প্রায় ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ লোক নির্ভরশীল। জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্পের অবদান প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা। বিসিকের লবণ সেল লবণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও আয়োডিনযুক্তকরণ এবং বাজারজাতকরণসহ লবণ শিল্প সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এবং জাতীয় লবণনীতি, ২০২২ অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় বিসিক লবণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন আসছে।

৪.৫.১ লবণ উৎপাদন

সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ব্যবহার করে এবং সৌরতাপকে কাজে লাগিয়ে লবণ উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় কক্সবাজার জেলার সকল উপজেলায় এবং চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় লবণ চাষ হয়ে থাকে। সাধারণত নভেম্বর মাস হতে মে মাস পর্যন্ত সময় লবণ উৎপাদন মৌসুম হিসেবে বিবেচিত। সরকারি উদ্যোগে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিকের মাধ্যমে ১৯৬১ সাল থেকে দেশে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। কক্সবাজারে অবস্থিত বিসিকের লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যালয়ের আওতাধীন ১২টি লবণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, ঋণ বিতরণসহ লবণ চাষে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং নিয়মিতভাবে লবণ উৎপাদন ও মজুত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

কক্সবাজার অঞ্চলের লবণ মাঠে লবণ উৎপাদনের চিত্র

বছরভিত্তিক লবণ উৎপাদনের চিত্র

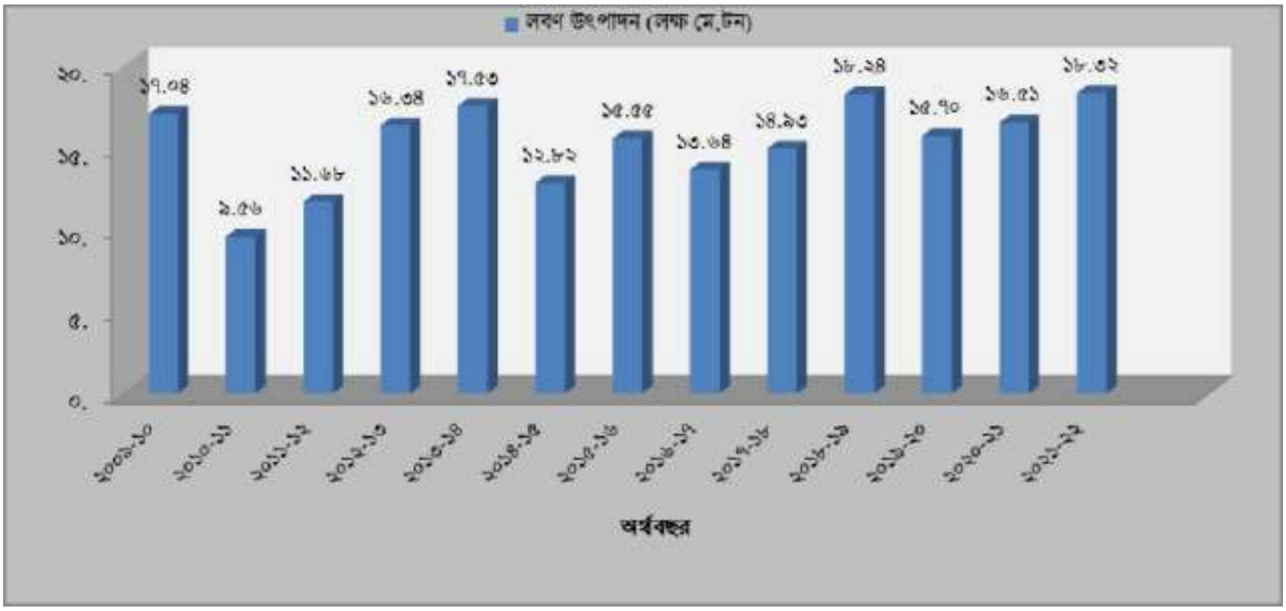

৪.৫.২ সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রম

আশির দশকের পূর্বে বাংলাদেশে আয়োডিন নামক পুষ্টি উপাদানের অভাবে গলগন্ড, বামনত্ব, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, অকাল গর্ভপাত ও অপুষ্টিহীনতা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা জনস্বাস্থ্যমূলক সমস্যায় রূপ নেয়। আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে আয়োডিনযুক্ত লবণের মাধ্যমে আয়োডিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মানবদেহে আয়োডিনের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে আইনটি প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যুগোপযোগী করে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ অনুযায়ী বিসিক ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী লবণ মিলসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, পটাশিয়াম আয়োডেট ও আয়োডিনযুক্তকরণ মেশিন সরবরাহ, কারিগরি সহায়তা এবং মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ভোক্তা পর্যায়ে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

বুদ্ধিদীপ্ত থাকতে চাই
আয়োডিনযুক্ত লবণ খাই

২০২১-২২ অর্থবছরে আয়োডিনযুক্ত লবণের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য

মাস	পরীক্ষিত নমুনা সংখ্যা	২০-৫০ পিপিএমের মধ্যে প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা	২০-৫ পিপিএমের মধ্যে প্রাপ্ত নমুনার শতকরা হার
জুলাই, ২০২১	৩৬৩	২৯৯	৮২.৩৭
আগস্ট, ২০২১	৪৩২	৩৬৩	৮৪.০৩
সেপ্টেম্বর, ২০২১	৬২১	৪৮৮	৭৮.৫৮
অক্টোবর, ২০২১	৭০২	৫৬০	৭৯.৭৭
নভেম্বর, ২০২১	৭৪১	৫৭৯	৭৮.১৪
ডিসেম্বর, ২০২১	৬৯৩	৫২১	৭৫.১৮
জানুয়ারি, ২০২২	৫৫৫	৪৪৬	৮০.৩৬
ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৬৬৮	৫০৯	৭৬.২
মার্চ, ২০২২	৬৭৫	৫৪১	৮০.১৫
এপ্রিল, ২০২২	৬৬৬	৫১০	৭৬.৫৮
মে, ২০২২	৫৮৯	৪৫৪	৭৭.০৮
জুন, ২০২২	৫৭৩	৪৪০	৭৬.৭৯
মোট=	**৭২৭৮**	**৫৭১০**	**৭৮.৪৫**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের ভারুয়াখালী এলাকায় লবণ মাঠ পরিদর্শন করেন।

৪.৬ মৌমাছি পালন কর্মসূচি

বিসিক মৌমাছি পালন কর্মসূচি নামক স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় উদ্যোক্তাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের ওপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রাজস্বখাতে ৪৩৫জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৌমাছি পালন কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি মৌমাছির সহায়তায় ভালোভাবে পরাগায়নের মাধ্যমে শস্য/ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। বিসিকের উন্নয়ন বিভাগ ৬টি মৌমাছি উৎপাদন-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র ও ৬৪ জেলায় স্থাপিত বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে মৌ পালন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১০৬৫৫.৫৫ মে. টন মধু উৎপাদিত হয়েছে।

বিসিকের সহায়তায় মধু উৎপাদন

অর্থবছর	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন)
২০১৩-১৪	৯০.০০	৯১.৪৩
২০১৪-১৫	১০০.০০	৪৮৮.৫৮
২০১৫-১৬	৫০০.০০	১৭৫৩.৬৪
২০১৬-১৭	১০০০.০০	১৫৯২.৭০
২০১৭-১৮	১০০০.০০	১৪২৩.৩৯
২০১৮-১৯	১১০০.০০	১৮০৫.৬৮
২০১৯-২০	১২০০.০০	২৭৬৬.৮০
২০২০-২১	১৩০০.০০	৪৬২২.২০
২০২১-২২	১৫০০.০০	১০৬৫৫.৫৫

বিসিকের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌমাছি পালন কর্মসূচি

৪.৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন

বিসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয়ের সংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। এই কর্মসূচির আওতায় তাদের উৎপাদিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পণ্যের বিপণন সহায়তা প্রদানসহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা সৃষ্টি, তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান, যন্ত্রপাতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে পার্বত্য অঞ্চলের ৩ জেলায় তাঁতবস্ত্র বুনন, পোশাক সেলাই, কাঠের কাজ, বাঁশ ও বেত, বাটিক ছাপা, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন এন্ড ইন্টারনেট ব্রাউজিং, পুঁতি শিল্প এবং ব্লক ও ব্রাশ পেইন্ট বিষয়ে ৪০টি কোর্সে ৪৫২জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৮ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন

বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল করিডোরের অভাবে মূল ভূমি থেকে আলাদা ছিল। ১৯৯২ সালে তিনবিঘা করিডোরের মাধ্যমে এই ছিটমহলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দীর্ঘদিন মূল ভূমি থেকে আলাদা থাকার ফলে এই এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন পর্যায়ের ছিল। তিনবিঘা করিডোরের মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উক্ত এলাকার দুঃস্থ জনগণের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিক ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৯ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও জিডিপিতে অবদান

কুটির শিল্পের সংখ্যা	৬৮,৪২,৮৮৪টি
মাইক্রো শিল্পের সংখ্যা	১,০৪,০০৭টি
ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	৮,৫৯,৩১৮টি
মাঝারি শিল্পের সংখ্যা	৭,১০৬টি
সিএমএসএমই খাতে নিয়োজিত জনবল	প্রায় ২.১০ কোটি
জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান	৩৭.০৭%
জিডিপি'তে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার	১০.৪৪%

সূত্র : অর্থনৈতিক শুমারী ২০১৩ ও বাংলাদেশের জিডিপি ২০২১-২২ (সাময়িক), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৪.১০ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন ১৯৬২ সালে প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপ অনুযায়ী তখন দেশে ১৬,৩৩১টি ক্ষুদ্র এবং ২,৩৪,৯৩৪টি কুটির শিল্প ছিল।

বিসিক ১৯৭৮ সালে ক্ষুদ্র শিল্প এবং ১৯৮০ সালে কুটির শিল্পের উপর দ্বিতীয় দফা জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্র শিল্প ২৪,০০৫টিতে এবং কুটির শিল্প ৩,২১,৭৪৫টিতে উন্নীত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে ১৯৮৫-৮৯ মেয়াদে বিসিকের সর্বশেষ জরিপ পরিচালিত হয় যা ১৯৯১ সনে প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় দেশে ক্ষুদ্র শিল্প ৩৮,২৯৪টি এবং কুটির শিল্প ৪,০৫,৪৭৮টিতে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

পঞ্চম অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের প্রশিক্ষণ

৫.১ বিসিকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। উদ্যোক্তাদের সাধারণত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রতিটি জেলায় অবস্থিত বিসিক জেলা কার্যালয়সমূহে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মনিটরিংয়ে উন্নয়ন বিভাগ কাজ করছে। অন্যদিকে, ঢাকার মতিঝিলস্থ বিসিক ভবনে অবস্থিত নকশা কেন্দ্র, পার্বত্য তিনটি জেলা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ শাখা, বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আইসিটি সেলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো :

৫.২ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ক্র.	কার্যালয়	২০২১-২২ অর্থবছর		
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১।	দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (১৫টি), সাবকন্ট্রাকটিং ও যৌথ উদ্যোগে	৪২৫০জন	৩৫১৫জন	৮৩%
২।	নকশা কেন্দ্র	৯০২জন	৪১৫জন	৪৬%
৩।	রাজস্বখাতে মৌমাছি পালন কর্মসূচি	৪৮০জন	৪৩৫জন	৯১%
৪।	দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মসূচি	৫০জন	৫০জন	১০০%
৫।	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	৪৬৫জন	৪৫২জন	৯৭%
৬।	লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি	১৮৫০জন	২০০৪জন	১০০%
	মোট (ক)	৭৯৯৭জন	৬৮৭১জন	৮৬%

৫.৩ উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ক্র.	কার্যালয়	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১।	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৬২৫জন	৯০৪জন	১০০%
২।	ঢাকা অঞ্চল - বিসিক জেলা কার্যালয় (১৭টি)	২৪০০জন	২৩৯৮জন	৯৯.৯%
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল - বিসিক জেলা কার্যালয় (১৫টি)	২২০০জন	২২৭৬জন	১০০%
৪।	রাজশাহী অঞ্চল - বিসিক জেলা কার্যালয় (১৬টি)	২২৫০জন	২৩০৪জন	১০০%
৫।	খুলনা অঞ্চল - বিসিক জেলা কার্যালয় (১৬টি)	২০৫০জন	২১৩২জন	১০০%
	মোট (খ)	৯৫২৫জন	১০০১৪জন	১০০%

৫.৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ হচ্ছে একটি পরিকল্পিত কার্যক্রম। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও পেশাদারি মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে বিসিক প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে চাহিদা মাফিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করে থাকে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আইসিটি সেল সীমিত পরিমাণে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে।

ক্র.	কার্যালয়		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		অগ্রগতির হার
		প্রশিক্ষণের ধরন	**কোর্স**	**জন**	**কোর্স**	**জন**	
১।	প্রশিক্ষণ শাখা	ইন-হাউজ	২৪	৬৫০	২৩	৮০৫	১০০%
		স্থানীয়	২২	২২	৫৪	১২৪	
		বৈদেশিক	২	৩	৭	১২	
		মোট	**৪৮**	**৬৭৫জন**	**৮৪**	**৯৪১জন**	
২।	আইসিটি সেল		১০	২৫০জন	১২	২৮৫জন	১০০%
৩।	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট		২	৫০জন	৩	৭৫জন	১০০%
	উপ-মোট (গ)		৬০	৯৭৫জন	৯৯	১৩০১জন	১০০%
	সর্বমোট (ক+খ+গ)		**-**	**১৮৪৯৭জন**	**-**	**১৮১৮৬জন**	**৯৮%**

বিসিক প্রশিক্ষণ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

ষষ্ঠ অধ্যায়

উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

বিসিক দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৪টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৬.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০২১-২২ অর্থবছর				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্র.সা.)
			আরএডিপি বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত অর্থ (প্র.সা.)	মোট ব্যয় (প্র.সা.)	অগ্রগতির হার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০২২)	৭১৯২১.৪৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১৯৯৭০.০০	৯৯.৮৫%	৪৯২৭৫.৯২
২.	বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)	৮০২৫.০০	৩৩৯৬.০০	৩৩৯৫.৯৯	৩৩১০.০৪	৯৭.৪৭%	৭৬৬৭.৪৬
৩.	Poverty Reduction through Inclusive & Sustainable Markets (PRISM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)	৩২৪৯০.০০ (জিওবি ২৪৯০.০০) (প্রকল্প সাহায্য (৩০০০০.০০)	১৫.০০ (জিওবি)	৭.৫০	২.৫০	৩৩%	২৪০০২.৮৬ (জিওবি ১৩৫.৫০) (প্রকল্প সাহায্য ২৩৮৬৭.৩৬)
৪.	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২১)	১৭২৭০.০০	৫১৪০.০০	৫১২৮.০০	৫১২০.৬২	৯৯.৬২%	১৬৮৪৩.৫৯
৫.	বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	২৯৫৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৬৬.১৮	৯৭.৬৫%	২৩৫৬৭.৪৬
৬.	বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২)	৪২৮০০.০০	৫৫.০০	৫৫.০০	৩৫.৭৭	৬৫.০৩%	২১৯২২.৩০
৭.	নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	১২৬৫৭.০০	২১০০.০০	২১০০.০০	২০৫৮.৫৯	৯৮%	৯১০৪.৩০
৮.	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী (জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১)	১৩৮৭০.০০	১২.০০	১১.৫০	৬.৭৯	৫৯.০৪%	৭৯৩৬.১৩
৯.	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	৩০৯৫৯.০০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৩৩৭৮.০০	৯৯.৩৫%	২৯৮২৬.৫৭

ক্র.	**প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল**	**প্রকল্প ব্যয় (প্র.সা.)**	**২০২১-২২ অর্থবছর**				**শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্র.সা.)**
			আরএডিপি বরাদ্দ (প্র.সা.)	**অবমুক্ত অর্থ (প্র.সা.)**	**মোট ব্যয় (প্র.সা.)**	**অগ্রগতির হার**	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০.	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	৯৩৬৬.০০	৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০	২১৯৮.৪৬	**৬৫.১৪%**	৫৯৪৯.১০
১১.	বরিশাল বিসিক শিল্প নগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২)	৭১৫৪.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১২০৪.৫৮	**৮৬%**	২৬১১.৮৭
১২.	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	১৬১৫৭৩.০০	৯৯১০.০০	৯৯১০.০০	৯৯০৪.২০	**৯৯.৯৪%**	৬৫৪৮১.৫২
১৩.	বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২০- ডিসেম্বর ২০২২)	৭২৭৬.০০	২৯০০.০০	২৯০০.০০	৭৭৭.৩০	**২৬.৮০%**	১০৮৬.৮০
১৪.	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪)	৯৮৬১.০০	৪৭০৯.০০	৪৭০৯.০০	৪৭০৮.৫৮	**৯৯.৯৯%**	৪৭০৮.৫৮
	মোট	**৪৫৪৭৯৭.৪৫**	**৫৬৭৮৭.০০**	**৫৬৭৬৬.৯৯**	**৫৩০৪১.৫৭**	**৯৩.৪৩%**	**২৭০০৫৩.৯৭**
	জিওবি	**৪২৪৭৯৭.৪৫**	**৫৬৭৮৭.০০**	**৫৬৭৬৬.৯৯**	**৫৩০৪১.৫৭**	**৯৩.৪৩%**	**২৪৬১৮৬.৯৭**
	প্রকল্প সাহায্য	**৩০০০০.০০**	-	-	-	-	**২৩৮৬৭.৩৬**

এডিপি/আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	**প্রকল্প সংখ্যা**	**এডিপি বরাদ্দ**	**আরএডিপি বরাদ্দ**	**ব্যয়িত অর্থ**	**অগ্রগতির হার**
২০১৪-২০১৫	১৮	৬৮৩.২৮	৩৬৪.৬৩	৩২৩.১৪	৮৯%
২০১৫-২০১৬	২২	৮০৯.৫৮	৬৩৯.০৮	৩১৪.৩৯	৪৯%
২০১৬-২০১৭	২৮	৮৭৮.০৯	৩৯২.৭৬	৩২৫.২৩	৮৩%
২০১৭-২০১৮	২৬	৮৪০.৪১	৬২১.৮২	৪৫১.২৭	৭২%
২০১৮-২০১৯	২৭	৫৭৭.৯০	৭৬২.০৬	৭৬৭.৭৫ (প্র: সা-৫.৬৯)	১০০%
২০১৯-২০২০	২৪	৬১৬.৮১	৮৬৮.৯২	৭৫৬.৪০ (প্র: সা-৪.৩২)	৮৭%
২০২০-২০২১	২০	৬০৬.৭৫	৭৩৫.৩৬	৬৩৪.৭৯	৮৬%
২০২১-২০২২	১৪	৫৬৭.৮৭	৫৬৭.৮৭	৫৩০.৪১	৯৩.৪৩%

৬.৩ ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৬.৩.১ বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় ৪০ একর জমিতে ৮০২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শিল্পনগরীটি বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত শিল্পনগরীতে ২৩৪টি প্লটে সম্ভাব্য ২৩৪টি শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ৩৮,০০০জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

৬.৩.২ রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০২১)

'রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২' প্রকল্পটি ১৭২৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত শিল্পনগরীতে ৩০৮টি শিল্পপ্লটে কমবেশি ২৫০টি শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ২,৫০০জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৬.৩.৩ নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)

নরসিংদী জেলায় ১২৬৫৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। শিল্পনগরীটিতে ১৫৭টি প্লটে কমবেশি ১৩৫টি শিল্প কারখানা স্থাপন করা হবে, যার মাধ্যমে ৫,৭৫০জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৬.৩.৪ বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)

প্রকল্পটি ৩০৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। শিল্পনগরীটিতে ৩৬১টি শিল্পপ্লটে কমবেশি ২৫০টি শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ১০,৬৫০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী পরিদর্শন করেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মুহঃ মাহবুবর রহমান

৬.৪ চলমান ১০টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

৬.৪.১ বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১০-জুন ২০২২)

দেশে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিতকরণ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৪০০ একর আয়তন বিশিষ্ট 'বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ' প্রকল্পটি ৭১,৯২১.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, সয়েল টেস্ট ও ডাইক বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়াল ৬৮%, লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৪৫%, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮%, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৫২%, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার (পাম্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৬৫%, ড্রেন নির্মাণ কাজ ২২%, পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন কাজ ৬৮%, গভীর নলকূপ নির্মাণ কাজ ৫২%, রাস্তা নির্মাণ কাজ ৩২% সম্পন্ন হয়েছে। মেইন গেইট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন কাজের জন্য নেসকো কর্তৃক টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি কর্তৃক গ্যাস লাইন নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহের কাজ চলমান। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কমবেশি ৫৭০টি রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প দেশজ শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং এর মাধ্যমে ১ লক্ষ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.২ Poverty Reduction Through Inclusive and Sustainable Market (PRISM) (প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)

প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের একটি যৌথ উদ্যোগ। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প ও এর উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার তৈরি, বাজার সম্প্রসারণ, টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি যথাযথ কর্মকৌশল তৈরির লক্ষ্যে প্রিজমের সূচনা। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভায় প্রকল্পটি সমাপ্তির সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প সমাপ্তির সুপারিশ পরবর্তী স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় উত্থাপন করা হবে এবং এ লক্ষ্যে পিএসসি সভা আহ্বানের চেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

৬.৪.৩ বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)

'বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৯,৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৯.৩৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী মাটি ভরাট কাজ এপ্রিল ২০২২ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে বিক্রয়কৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে বিসিক তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে। শিল্পনগরীতে ২৭১টি প্লটে কম-বেশি ২৫০টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে, যার মাধ্যমে ৬,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৪ বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় 'বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্পটি ৪২,৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য জুন ২০২১ পর্যন্ত ২১,৮১৬.৬১ লক্ষ (দুইশত আঠার কোটি ষোল লক্ষ একষট্টি হাজার) টাকা জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বরাবর জমা প্রদান করা হয়েছে। সিরাজদিখান উপজেলার খারসুর ও মরিচা মৌজায় বিসিক কর্তৃক শিল্পপার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ হতে সম্মতিপ্রাপ্ত ৪০০.৮৯ একর জমি হতে 'বিসিক মুদ্রণ শিল্প পার্ক' স্থাপনের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে প্রস্তাবকৃত ১০০ একর জমি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৩০০.৮৯ একর জমি থেকে বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরীর অনুকূলে ২১,৮১৬.৬১ লক্ষ (দুইশত আঠার কোটি ষোল লক্ষ একষট্টি হাজার) টাকা মূল্যের সমপরিমাণ জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্পনগরীতে ৩৭০টি প্লটে কম-বেশি ৩৬০টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে যার মাধ্যমে ১৮,০০০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৫ বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৪)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ১৩,৮৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০০ একর জমিতে বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ হতে পুনঃপ্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিকল্প জমি (কোনো খাস জমি বা বসতি ব্যতিরেকে জায়গা/বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে জায়গা (বেজা) নির্বাচনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভায় আলোচনা মোতাবেক ২২-০৯-২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার চিত্রকোট ইউনিয়নের খারসুর মৌজায় ১০০ একর জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে জমির নকশা ও মাটির পরিমাণ নির্ণয় করে প্রকল্পটি বিকল্প স্থানে বাস্তবায়নের জন্য স্থান নির্বাচনপূর্বক ডিসেম্বর, ২০২৪ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করে ২৫-১১-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ১৫-১২-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০২-২০২২ তারিখে সংশোধিত ডিপিপির ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩-০৫-২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৭৭টি প্লটে কম-বেশি ৩৭৫টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে এবং ১৫,২০০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৬ বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)

প্রকল্পটি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় ৯,৩৬৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ৩৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ের মাটি ভরাট কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট মাটি ভরাট কাজ ৮২% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯০%, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৭৭%, রিটেইনিং/প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তা, আরসিসি ড্রেন, মেইন গেইট, ডাম্পিং ইয়ার্ড, পানি সরবরাহ লাইন, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার, আরসিসি প্যালাসাইডিং নির্মাণ কাজের টেন্ডার পুনরায় আহ্বানের লক্ষ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৮৪টি শিল্পপ্লটে কম-বেশি ১৪৮টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৭,৫০০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৭ বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (প্রকল্প মেয়াদ : অনুমোদিত জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২)

প্রকল্পটি ৭১৫৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ, বাউন্ডারি ওয়াল (১ম পর্যায়), মেইন গেইট নির্মাণ, পুকুর পাড় প্যালাসাইডিং, ড্রেন-কালভার্ট (১ম পর্যায়) এবং রাস্তা নির্মাণ (১ম পর্যায়) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাউন্ডারি ওয়াল (২য় পর্যায়) নির্মাণ কাজ ৫৩%, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৬০%, ড্রেন-কালভার্ট (২য় পর্যায়) ৩০% ও রাস্তা নির্মাণ (২য় পর্যায়) ৩৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। পানির পাইপ লাইন স্থাপন কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হলে কাজ শুরু করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১১০টি শিল্পপ্লটে কম-বেশি ১০০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২,৫০০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৮ বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ১,৬১,৫৭৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০৮.৩৩ একর জমিতে ‘বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ৩০৮.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি. কর্তৃক ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ৭০% এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৬% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণ প্রতিপালনের প্রেক্ষিতে পুনরায় ২৩-০৬-২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়। পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০২২ অনুযায়ী পূর্ত কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিসিকের পুরকৌশল বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হলে সংশোধিত ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২,১৫৪টি শিল্পপ্লটে কম-বেশি ২,১০০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০,০০০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৯ বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২)

প্রকল্পটি ৭২৭৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান পুরাতন ৮টি শিল্পনগরীর (ময়মনসিংহ, জামালপুর, নরসিংদী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, খাদিমনগর-সিলেট, বগুড়া ও সাতক্ষীরা) বর্তমান অবকাঠামো যেমন : পাম্প হাউজ ও পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার মেরামত, পানির ট্যাংক ও সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি মেরামত এবং অফিস ভবন, সাবমার্সিবল পাম্প, এম এস গেইট ও পানি সরবরাহ লাইন ইত্যাদি পুনর্নির্মাণ ও স্থাপন কাজের জন্য সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ড্রেন-কালভার্ট নির্মাণ কাজ ৮০% এবং রাস্তা নির্মাণ কাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে। অফিস ভবন-১ নির্মাণ কাজের টেন্ডার মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট (অফিস ভবন-২ ও ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন) নির্মাণ কাজের টেন্ডারের প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.৪.১০ বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪)

প্রকল্পের অনুকূলে জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১০-০৫-২০২২ তারিখে জারি করা হয়েছে। ডিপিপিতে উল্লিখিত জমি অধিগ্রহণ বাবদ সংস্থানকৃত মোট ৪৭০৭.৬৯ লক্ষ টাকা ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসনের তহবিলে জমাকরণে অনাপত্তিপত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করে জেলাপ্রশাসক বরাবর ১১-০৫-২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জমির সীমানায় কবরস্থান থাকায় তা বাদ দিয়ে পুনরায় জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন ২৬-০৬-২০২২ তারিখে পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৫০.০০ একর জমি সার্ভেয়ার দ্বারা ডিমার্কেশন করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক চাহিত ছক অনুযায়ী ৫০ একর জমির ১২৮টি দাগের মালিকানা ও জমির পরিমাণসহ অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক তা সরবরাহ করা হবে।

৬.৫ বিসিকের বাস্তবায়িত মনোটাইপ শিল্পনগরীসমূহ

- হোসিয়ারি শিল্পনগরী, পঞ্চবটি, নারায়ণগঞ্জ;
- জামদানি শিল্পনগরী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ;
- চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা;
- এপিআই শিল্পপার্ক, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ;
- বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ।

৬.৫.১ হোসিয়ারি শিল্পনগরী, পঞ্চবটি, নারায়ণগঞ্জ

প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে খ্যাত নারায়ণগঞ্জ শহরের ভগবানগঞ্জ নামক স্থানে হিন্দুধর্মীয় মন্দিরকে ঘিরে হোসিয়ারি শিল্পের উত্থান ঘটে। গেঞ্জি, টি-শার্ট, পলো শার্ট ইত্যাদি হচ্ছে হোসিয়ারি শিল্পের উৎপাদিত অন্যতম পোশাক। ১৯৮৫ সালে সম্পূর্ণ মনোটাইপ হোসিয়ারি শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। হোসিয়ারি শিল্পের সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজারজাতকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নসহ কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা ছিল মূল উদ্দেশ্য। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক ১৯৯০ সালে নারায়ণগঞ্জস্থ এনায়েত নগর ইউনিয়নের শাসনগাঁও নামক গ্রামের হরিহরপাড়া মৌজায় ৫৮.৫২ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে শিল্পনগরীটি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে হোসিয়ারি শিল্পনগরীতে ৭৪১টি শিল্প প্লটে ৭৪০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের বিসিক হোসিয়ারি শিল্পনগরী স্থাপন এ দেশের শিল্পায়ন তথা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটিতে স্থাপিত বিসিকের হোসিয়ারি শিল্পনগরী

৬.৫.২ জামদানি শিল্পনগরী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার পূর্বে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়ায় ২০ একর জমিতে অবস্থিত এ শিল্পনগরী ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জামদানি শিল্পনগরীতে ৪০৭টি শিল্পপ্লটে স্থাপিত কারখানাগুলোতে মসলিনের উপর নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হয়। জামদানি হলো কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত একধরনের পরিধেয়বস্ত্র যার বয়ন পদ্ধতি অনন্য। ২০১৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশের জামদানি শিল্প জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর ইন্টেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউমিনিটির তালিকায় স্থান পায়। এছাড়া সরকার ২০১৬ সালে জামদানিকে একটি ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

অপরূপ নকশা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে জামদানি শাড়িতে

৬.৫.৩ চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক চামড়া শিল্পের উন্নয়নে ‘চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৯৯.৪০ একর জমির মধ্যে ১২১.৬৩ একর জমিতে ১৫৫টি ট্যানারি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ২০৫টি শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট জমির মধ্যে ১৭.৩০ একরে কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি), সিইটিপি সংশ্লিষ্ট ৩টি ইপিএস ও ৩টি সিসিআরইউ এবং ৬০.৪৭ একর জমিতে রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট, ফায়ার স্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি প্রভৃতি রয়েছে। ২০০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ প্রকল্পে শুধুমাত্র ভূমি উন্নয়নপূর্বক কিছু প্লট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হয়েছিল। দৈনিক ২৫,০০০ কিউবিক মিটার তরল বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের (সিইটিপি) টেন্ডার কাজসহ অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ ২০০৮ সালের পর এ সরকারের আমলেই শুরু করা সম্ভব হয়েছিল। সরকারের সঠিক দিকনির্দেশনার আলোকে কারিগরি দিক থেকে জটিল এই সিইটিপি ও এর সংশ্লিষ্ট অঙ্গের নির্মাণ কাজ শেষ করে গত ৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে ট্যানারি হতে উৎপন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক নদীতে নিষ্কাশন করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পে দুইটি আধুনিক ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছিল যেগুলোতে এখন কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। গত ৩০ শে জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রকল্প এলাকাস্থ ট্যানারি শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপন্ন তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত কোম্পানি Dhaka Tannery Industrial Estate Wastage Treatment Plant Company Limited প্রকল্প সমাপ্তির পর ১লা জুলাই ২০২১ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন করে আসছে। আধুনিক কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) স্থাপনের ফলে হাজারীবাগ ও বুড়িগঙ্গা নদীসহ তৎসংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এবং চামড়া শিল্পের ক্ষতিকর দূষণ প্রায় দূরীভূত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩.২৩ মোতাবেক পরিবেশবান্ধব শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সুরক্ষা করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অন্যতম অঙ্গীকার যা বিশেষ দশটি উদ্যোগের মধ্যেও রয়েছে। বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা এবং Dhaka Tannery Industrial Estate Wastage Treatment Plant Company Limited এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

BSCIC TANNERY INDUSTRIAL ESTATE DHAKA

চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা

- ২০১২ সালে চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহ যেমন সিসিআরইউ, ইপিএস, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গানসমূহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়।

- কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহের ট্রিটমেন্ট প্রসেসের কারণে বর্তমানে ট্যানারির তরল বর্জ্য সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে পড়ছে না। সিইটিপির মাধ্যমে ট্যানারির তরল বর্জ্য পরিশোধিত হয়ে নদীতে পড়ছে।

- ২০১৭ সাল থেকে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকাস্থ সকল ট্যানারিসমূহকে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে তা থেকে আয়রন ও অন্যান্য অপদ্রব্য দূরীভূত ও পরিশোধিত করে সরবরাহ দেয়া হচ্ছে।

- ২০১৭ সালের ৮ই এপ্রিল হাজারীবাগস্থ ট্যানারিসমূহকে আধুনিক ও পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চল 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা'-তে স্থানান্তরিত করা বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

- করোনা মহামারিতেও চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন ২০২১-এ শেষ করাও বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

- 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা' প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২৫ হাজারেরও অধিক স্থায়ী কর্মসংস্থান, সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারণসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

- 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা' প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ট্যানারি শিল্পের মতো একটি দূষণপ্রবণ শিল্পে পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে চামড়া খাতকে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকার সিইটিপি

৬.৫.৪ এপিআই শিল্পপার্ক, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পে বর্তমানে দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশের বেশি ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। পাশাপাশি ৪৩টি কোম্পানির বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৯২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় ও রপ্তানিমুখী ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমিতে সিইটিপি এবং অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থাসহ সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই শিল্প পার্কে এ-টাইপ (৩.২৭ একর) ৩০টি, বি-টাইপ (২.৩৫ একর) ০৫টি, এস-টাইপ (বিভিন্ন সাইজের) ৭টি মোট ৪২টি উন্নত শিল্পপ্লট তৈরি করে তাসহ বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সুপারিশক্রমে ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প উদ্যোক্তাগণ শিল্প কারখানার নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। তন্মধ্যে হেলথ কেয়ার কেমিক্যালস লিমিটেডের শিল্প কারখানার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তাদের নির্মিত ল্যাবরেটরিতে ইতোমধ্যে ০৩টি ঔষধের কাঁচামাল পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু হয়েছে। এপিআই শিল্পপার্কটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT (API) INDUSTRIAL PARK
BANGLADESH SMALL & COTTAGE INDUSTRIES CORPORATION (BSCIC)
BAUSIA, GAZARIA, MUNSHIGONJ

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় স্থাপিত বিসিকের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক

৬.৫.৫ বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ

প্রকল্পটি ৩০৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ৫০ একর জমিতে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পটিতে ৩৬১টি শিল্প প্লটে ২৫০টি (সম্ভাব্য) শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১০,৬৫০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরের সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

ক্র.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	বিসিক মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ধামরাই	জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪	১,৭৬,৯৭৩.০০
২.	বিসিক হালকা প্রকৌশল এবং অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বেলাবো, নরসিংদী	জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৬	১,০৫,৩৪৪.০০
৩.	আগর শিল্পের উন্নয়ন, বিসিক, মৌলভীবাজার	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪	৮,৬৮৬.০০
৪.	বিসিক মধুপুর শিল্পপার্ক (আনারস ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ), টাঙ্গাইল	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪	-
৫.	উত্তরাঞ্চল কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পপার্ক, বগুড়া	জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৫	৮০৩৯১.০০
৬.	খাদি শিল্প উন্নয়ন ও প্রসার, কুমিল্লা	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩	৩৫১৪.৫১

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

সপ্তম অধ্যায়

ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

বিসিকের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতেই ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে ঋণ দিয়ে সহায়তা করে আসছে।

৭.১ বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ও ইউএনসিডিএফ ঋণ কর্মসূচি

বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতির বিবরণ দেয়া হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	**ঋণ কর্মসূচির নাম**	২০২১-২০২২ অর্থবছর		
		বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	**আদায়যোগ্য**	**আদায়কৃত**
১.	বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত)	২২৬৬.৫৩	২১৯২.০৪	১৪৫৮.২১
২.	ইউএনসিডিএফ	-	২৫৩.০১	৩০৯.৯২

ক্র.	**বিষয়**	২০২১-২০২২ অর্থবছর		
		পুরুষ	**মহিলা**	**মোট**
১.	বিনিতের মাধ্যমে কর্মসংস্থান	৩৭৩২জন	১৫৩৫জন	৫২৬৭জন

৭.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ

২০ (বিশ) হাজার কোটি টাকার সিএমএসএমই আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ প্রথম পর্যায় (২০২০-২১)

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই ২০ (বিশ) হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ প্রথম পর্যায়ের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৯৬১৪৬টি শিল্প ইউনিটের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক মোট ১৫০৭৯.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা মোট প্যাকেজের শতকরা ৭৫.৪০ ভাগ।

২০ (বিশ) হাজার কোটি টাকার সিএমএসএমই আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ দ্বিতীয় পর্যায় (২০২১-২২)

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই ২০ (বিশ) হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ৭৮২৫২টি ইউনিটের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক মোট ১৪০৪১.৯৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা মোট প্যাকেজের শতকরা ৭০.২৪ ভাগ।

৭.৩ সরকার কর্তৃক বিসিকের অনুকূলে প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের বাজেটের অধীন ‘অপ্রত্যাশিত ব্যয়’ খাত হতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর অনুকূলে বিশেষ অনুদান বাবদ ১০০.০০ (একশত) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

প্রাপ্ত তহবিলের ১ম পর্যায়ের ৫০.০০ কোটি টাকা ৬৪টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৩০শে জুন ২০২১ এর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ের অবশিষ্ট ৫০.০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ কার্যক্রমও সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ঋণ কর্মসূচির সুদের হার গ্রাহক পর্যায়ে ৪% এবং ৬ মাস রেয়াতী সময়সহ ২ বছরে পরিশোধযোগ্য।

প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ঋণপ্রাপ্ত ইউনিট সংখ্যা	পুরুষ উদ্যোক্তার সংখ্যা	নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা	মন্তব্য
১ম পর্যায়ের ৫০.০০ কোটি টাকা (২০২০-২১ অর্থবছর)	৫০.০০ কোটি টাকা	১৬০৮টি	১০৪৯জন	৫৫৯জন	৩০শে জুন ২০২১-এ ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।
২য় পর্যায়ের ৫০.০০ কোটি টাকা (২০২১-২২ অর্থবছর)	৫০.০০ কোটি টাকা	১৭৩৮টি	১০৯৮জন	৬৪০জন	২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

৭.৪ বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ‘বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ’ কর্মসূচির আওতায় বিসিকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২ লক্ষ বেকার যুবকদের (১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত) সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বিসিকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২২ পর্যন্ত বিসিকের প্রশিক্ষিত মোট ১৭৪২৮জন উদ্যোক্তাকে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। সুপারিশের বিপরীতে ৩১৭১জন উদ্যোক্তার মাঝে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক যুব ঋণ কর্মসূচির আওতায় মোট ৫৪.১৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কক্সবাজার জেলা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির সভা

বিসিক জেলা কার্যালয়, যশোর কর্তৃক বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ বিতরণ

মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

অষ্টম অধ্যায়

মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ

উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে বিসিক হতে প্রতিবছর বৈশাখী মেলা, জামদানি মেলা, পৌষ মেলা, বসন্ত মেলা, বিজয় মেলা, স্বাধীনতা মেলাসহ বিভিন্ন ধরনের মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিসিক কর্তৃক ৫২টি অনলাইন মেলাসহ মোট ১০০টি মেলা আয়োজন, ৬৪টি মেলায় অংশগ্রহণ ও ৪টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন করা হয়েছে।

বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মেলা-১৪২৯-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিসিক সংরক্ষিত স্টল ক্যাটাগরিতে বেস্ট রিজার্ভড স্টল হিসেবে গোল্ড ট্রফি অর্জন করে। বিসিকের দৃষ্টিনন্দন এবং আকর্ষণীয় স্টল মেলার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি স্টলে প্রদর্শিত পণ্য ও সেবার মান দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে

৮.১ বিসিক কর্তৃক আয়োজিত মেলা

ক্র.	মেলার নাম	মেলা আয়োজনের সময়কাল	মেলা আয়োজনের স্থান	মেলায় স্টলের সংখ্যা	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	২৩-২৭ এপ্রিল ২০২২, ০৫ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	১২	১.৫
২.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৯-২৮ এপ্রিল ২০২২, ১০ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ	৩০	১৭
৩.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-১৮ এপ্রিল ২০২২, ০৫ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর	২০	১.৫
৪.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-২০ এপ্রিল ২০২২, ০৭ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, লালমনিরহাট	৩৯	৬.৫
৫.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-১৬ এপ্রিল ২০২২, ০৩ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, নওগাঁ	৩৫	০.৫

ক্র.	মেলার নাম	মেলা আয়োজনের সময়কাল	মেলা আয়োজনের স্থান	মেলায় স্টলের সংখ্যা	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
৬.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-১৬ এপ্রিল ২০২২, ০৩ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, দিনাজপুর	২৭	০.৫
৭.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-২০ এপ্রিল ২০২২, ০৭ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩০	৬.৪১
৮.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-১৮ এপ্রিল ২০২২, ০৫ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, গাইবান্ধা	৩০	১১.২৫
৯.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	২৮ এপ্রিল-১৩ মে ২০২২, ১৬ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, কুড়িগ্রাম	৪০	২৪
১০.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪ এপ্রিল ২০২২, ০১ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, শরিয়তপুর	১৫	০.৫
১১.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-১৫ এপ্রিল ২০২২, ০২ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ	১০	২.০২
১২.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪ এপ্রিল ২০২২, ০১ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, নেত্রকোণা	২২	০.৬
১৩.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪ এপ্রিল-০২ মে ২০২২, ১৯ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, নরসিংদী	৫৩	০.৯
১৪.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪ এপ্রিল ২০২২, ০১ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, ফেনী	২০	০.৭
১৫.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪ এপ্রিল ২০২২, ০১ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী	২০	২০.১
১৬.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪ এপ্রিল ২০২২, ০১ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, চাঁদপুর	১৮	১.১
১৭.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-১৬ এপ্রিল ২০২২, ০৩ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, পিরোজপুর	২০	০.৭
১৮.	বৈশাখী গ্রামীণ মেলা-১৪২৯	১৪-১৬ এপ্রিল ২০২২, ০৩ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালী	৫	২.৩
১৯.	বিসিক উদ্যোক্তা হাট	১৪ এপ্রিল ২০২২, ০১ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, নাটোর	৯	০.৪৫
২০.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-২৩ এপ্রিল ২০২২, ১০ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, পাবনা	২০	১.৩২
২১.	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-১৬ এপ্রিল ২০২২, ০৩ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, রংপুর	৪৭	১৪.৬১
২২	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-১৮ এপ্রিল ২০২২, ০৫ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, বগুড়া	৪১	২০.৯৬
২৩	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১৪-২৮ এপ্রিল ২০২২, ১৫ দিন	বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগ	৭৫	২৩.৭

ক্র.	**মেলার নাম**	**মেলা আয়োজনের সময়কাল**	**মেলা আয়োজনের স্থান**	**মেলায় স্টলের সংখ্যা**	**মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)**
২৪	বৈশাখী মেলা-১৪২৯	১০-২৮ এপ্রিল ২০২২, ১৯ দিন	বিসিক প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	৩২	২৬.০২
২৫	স্বাধীনতা দিবস মেলা ২০২২	২৬-৩১ মার্চ ২০২২, ০৬ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	২০	৭.৪৫
২৬	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পণ্য মেলা-২০২২	২৬ মার্চ-০৪ এপ্রিল ২০২২, ১০ দিন	বিসিক সিআইডিপি, রাঙ্গামাটি	৪০	২৫
২৭	বিসিক শিল্প মেলা-২০২২	২৪ মার্চ-২৪ এপ্রিল ২০২২, ৩১ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, ভোলা	৬৫	৯৮.৪৫
২৮	বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা মেলা-২০২২	১৭-৩১ মার্চ ২০২২, ১৪ দিন	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা	৩৩	১৩.৯১
২৯	বিসিক চামড়াজাত পণ্য, মধু এবং হস্ত ও কারুশিল্প মেলা (২)-২০২২	১৩-১৬ মার্চ ২০২২, ০৪ দিন	বিসিক প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	৩১	৮.৫৬
৩০	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২২	১০-২৪ মার্চ ২০২২, ১৫ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল	৫০	৪১.১১
৩১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা ২০২২	০৯ মার্চ-০৮ এপ্রিল ২০২২, ৩০ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, রাজশাহী	৫০	১০০
৩২	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা	০৭-০৯ মার্চ ২০২২, ০৩ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ	২৫	৩.২৩
৩৩	বিসিক চামড়াজাত পণ্য, মধু এবং হস্ত ও কারুশিল্প মেলা-২০২২	৬-১০ মার্চ ২০২২, ০৫ দিন	বিসিক প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	৫৩	১৪.২৫
৩৪	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা	০১-২৫ মার্চ ২০২২, ২৪ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ	৪৪	৮০
৩৫	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা	০৮ জানুয়ারি-০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ৩০ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, শেরপুর	৮০	৩০০
৩৬	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা ২০২২	০৪-১৪ জানুয়ারি ২০২২, ১১ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, রংপুর	৫৭	৯৫.২
৩৭	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা ২০২২	০৩-০৭ জানুয়ারি ২০২২, ০৫ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, নওগাঁ	২৫	৪.৮৫
৩৮	বিজয় দিবস মেলা ও প্রদর্শনী ২০২১	১৫-২০ ডিসেম্বর ২০২১, ০৬ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩৪	১২.০২
৩৯	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা	০১-৩১ ডিসেম্বর ২০২১, ৩১ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৩	১৯০.৭

ক্র.	মেলার নাম	মেলা আয়োজনের সময়কাল	মেলা আয়োজনের স্থান	মেলায় স্টলের সংখ্যা	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
৪০	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা (২) ২০২১	২১-২৫ নভেম্বর ২০২১, ০৭ দিন	বিসিক প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	৪৫	১৪.৫০২
৪১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা ২০২১	১৪-১৮ নভেম্বর ২০২১, ০৫ দিন	বিসিক প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	৫১	১৭.০৪
৪২	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা ২০২১	০৭ নভেম্বর-০৬ ডিসেম্বর ২০২১, ৩০ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, নাটোর	৫৩	৫০
৪৩	বিসিক হেমন্ত মেলা ২০২১	০৭-১১ নভেম্বর ২০২১, ০৫ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩০	১১.৪৫
৪৪	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা	০৫ নভেম্বর-০৪ ডিসেম্বর ২০২১, ৩০ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, সিলেট	৫০	৩০০
৪৫	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা	২৭ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর ২০২১, ৬৬ দিন	বিসিক জেলা কার্যালয়, বরিশাল	৯৫	৪৫
৪৬	বিসিক হেমন্ত উদ্যোক্তা হাট-২০২১	২৬ অক্টোবর-৫ নভেম্বর ২০২১, ১১ দিন	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা	৫৩	২০.৭২
৪৭	বিসিক শরৎ উদ্যোক্তা হাট (২) ২০২১	১০-১৪ অক্টোবর ২০২১, ০৫ দিন	বিসিক প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	৪৬	১৪.৫৭
৪৮	বিসিক শরৎ উদ্যোক্তা হাট ২০২১	০৩-০৭ অক্টোবর ২০২১, ০৫ দিন	বিসিক প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	৭১	২২.৪৯

৮.২ বিসিক কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন মেলা

ক্র.	মেলা আয়োজনের সময়কাল	মেলা আয়োজনের স্থান	মেলায় স্টলের সংখ্যা	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১	১-১০ জুলাই ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৩	০.২৬
২	০১-১৫ জুলাই ২০২১	কুষ্টিয়া	৯৩	৬.২৭
৩	০১-১৫ জুলাই ২০২১	খুলনা	১৪৬	২.৮৩
৪	০১-১৫ জুলাই ২০২১	ঝিনাইদহ	২৭	২.৭৩
৫	০৫-১৯ জুলাই ২০২১	বগুড়া	২৭৪	২৩.০০
৬	০৫-২০ জুলাই ২০২১	ঠাকুরগাঁও	৩১	২.৪৯
৭	০৬-১৫ জুলাই ২০২১	সিরাজগঞ্জ	১৮৪	৫.৮০
৮	০৬-২০ জুলাই ২০২১	রংপুর	১৪৮	১.২০
৯	১০-১৬ জুলাই ২০২১	লক্ষ্মীপুর	৮৪	১.৩১

ক্র.	মেলা আয়োজনের সময়কাল	মেলা আয়োজনের স্থান	মেলায় স্টলের সংখ্যা	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১০	১০ জুলাই-১০ আগস্ট ২০২১	জামালপুর	১৬০	৩২.২৯
১১	১১-২০ জুলাই ২০২১	ভোলা	৫২	৪.৮৭
১২	১১-২০ জুলাই ২০২১	রাজবাড়ি	৪৮	২.১৫
১৩	১১-২৮ জুলাই ২০২১	ফরিদপুর	৯৭	২০.৪২
১৪	১১-২৫ জুলাই ২০২১	লালমনিরহাট	৪৫	১৫.২০
১৫	১১-২৫ জুলাই,২০২১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬৩	৬২.৭৪
১৬	১২-২৬ জুলাই ২০২১	গাইবান্ধা	১০৮	৫.২৫
১৭	১২-২৬ জুলাই ২০২১	রাংগামাটি	৫৯	০.৯৭
১৮	১৩-১৯ জুলাই, ২০২১	পাবনা	৬৯	০.৫০
১৯	১৩-২৭ জুলাই, ২০২১	মাদারীপুর	১৮	৬.৭৯
২০	১৩-২৭ জুলাই, ২০২১	নোয়াখালী	১৩০	২০.১০
২১	১৪-২৮ জুলাই ২০২১	শেরপুর	৬৫	৪.৮০
২২	১৫-২০ জুলাই ২০২১	মাগুরা	৫০	২.৮০
২৩	১৫-২০ জুলাই ২০২১	মেহেরপুর	৩৬	৫.৮৬
২৪	১৫-৩০ জুলাই, ২০২১	কুড়িগ্রাম	৪৯	১.১৫
২৫	২০-৩০ জুলাই ২০২১	সাতক্ষীরা	৫১	৩.১২
২৬	২৫-৩১ জুলাই, ২০২১	ঝালকাঠি	৩০	৫.০০
২৭	২৬ জুলাই-৯ আগস্ট, ২০২১	ফেনী	১৫৭	৪.৩০
২৮	০৫-১৪ আগস্ট , ২০২১	শরিয়তপুর	২৮	১.২০
২৯	০৭-২২ আগস্ট, ২০২১	কুষ্টিয়া	১৭৭	৮.৯৩
৩০	০৯-৩০ আগস্ট, ২০২১	কুমিল্লা	১৪৬	৩০.০০
৩১	১৬-৩০ আগস্ট, ২০২১	খুলনা	১৮৬	৬.৪৪
৩২	১৯ আগস্ট-২ সেপ্টেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	৫৮	১.০০
৩৩	২২-২৯ আগস্ট, ২০২১	গাজীপুর	১০৭	৪.২৯
৩৪	২২-৩১ আগস্ট, ২০২১	চট্টগ্রাম	৪২	২.১০
৩৫	২৬ আগস্ট-৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১	সিলেট	৫৭	৬.৮৪
৩৬	২৬ আগস্ট-৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১	কিশোরগঞ্জ	১৯	১.২৮
৩৭	১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	চাঁদপুর	১০৭	২.২০

ক্র.	মেলা আয়োজনের সময়কাল	মেলা আয়োজনের স্থান	মেলায় স্টলের সংখ্যা	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
৩৮	১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	নরসিংদী	১৩০	১৬২.০০
৩৯	১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	দিনাজপুর	১৪৩	৪.০০
৪০	১-১০ সেপ্টেম্বর ২০২১	বান্দরবান	৪৫	১.৪৫
৪১	৫-২০ সেপ্টেম্বর ২০২১	বাগেরহাট	২২	০.৪০
৪২	৫-২০ সেপ্টেম্বর ২০২১	ফরিদপুর	১১০	১১.২০
৪৩	১২-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬৫	৪৩.৪০
৪৪	১২-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১	নারায়ণগঞ্জ	১০৭	০.৫২
৪৫	১৫-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১	ঢাকা	৯০	১.০০
৪৬	১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১	কিশোরগঞ্জ	২৭	১.৪৯
৪৭	২০ সেপ্টেম্বর-০৪ অক্টোবর ২০২১	কুষ্টিয়া	১৪৮	৭.২৩
৪৮	৫ অক্টোবর-১৯ অক্টোবর ২০২১	টাঙ্গাইল	১০৭	০.৬৭
৪৯	৫ অক্টোবর-১৯ অক্টোবর ২০২১	মানিকগঞ্জ	১১৩	১.১০
৫০	৬ অক্টোবর-২০ অক্টোবর ২০২১	নেত্রকোণা	৮৩	৬.৪৮
৫১	৬ অক্টোবর-২০ অক্টোবর ২০২১	রংপুর	১৯২	২.০০
৫২	৬ অক্টোবর-২০ অক্টোবর ২০২১	খুলনা	১০৩	৪.৭৫

৮.৩ বিসিক কর্তৃক মেলায় অংশগ্রহণ

ক্র.	মেলার নাম	আয়োজনকারী	মেলার তারিখ
১	৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা	এসএমই ফাউন্ডেশন	২০-২৭ নভেম্বর ২০২১
২	বিজয় সুবর্ণ জয়ন্তী মেলা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর	১৫-১৮ ডিসেম্বর ২০২১
৩	২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	১-৩১ জানুয়ারি ২০২২
৪	লালন মেলা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া	১৫-১৭ মার্চ ২০২২
৫	মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণজয়ন্তী মেলা	স্থানীয় জেলা প্রশাসন	১৭-২৩ মার্চ ২০২২

৮.৪ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন ও পণ্য প্রদর্শনীর বিবরণ

ক্র.	মেলার নাম	মেলা আয়োজনের সময়কাল	মেলা আয়োজনের স্থান	স্টলের সংখ্যা	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১.	ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন ২০২২	২৮-৩০ জুন ২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩০	৬.০৮
২.	ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন ২০২২	২৬-২৮ জুন ২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, ঢাকা	৪৫	২৩.৮৫
৩.	ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন ২০২২	২২-২৪ জুন ২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, রাজশাহী	৩০	৬.০৯
৪.	ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন ২০২২	১৮-২০ জুন ২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, খুলনা	৩০	৪.৩০

বৈশাখী মেলা-১৪২৯-এর উদ্বোধন শেষে মেলার স্টল পরিদর্শন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানাসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বিসিক কর্তৃক আয়োজিত ‘বিসিক চামড়াজাত পণ্য, মধু এবং হস্ত ও কারুশিল্প মেলা ২০২২’ পরিদর্শনে বিসিক চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবর রহমান

“ স্বদেশি পণ্য
কিনে হোন ধন্য ”

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

নবম অধ্যায়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

৯.১ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বিভিন্ন প্রকার শিল্পের উপকরণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সীমাহীন প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের দেশে বৃক্ষের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। বৃক্ষ আমাদের পরিবেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং অন্যতম বনজ সম্পদ। জীবজগৎকে ছায়া দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে বৃক্ষ। বিস্তৃত বনাঞ্চলের বৃক্ষ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুকে ঘনীভূত করে বৃষ্টিপাত ঘটায়। বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে বৃক্ষ অক্সিজেন সরবরাহ করে যা মানুষ ও অন্য প্রাণিকুল শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য গ্রহণ করে। বৃক্ষ থেকে প্রাপ্ত কাঠ, পাতা, ফল ও বীজ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত ও ব্যবহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব কারণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিসিকের আওতাধীন কার্যালয়সমূহে ফলদ, বনজ ও ঔষধিসহ মোট ১২৭৩৩টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ তে বৃক্ষরোপণ করেন মাননীয় শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা

৯.২ মেলা আয়োজন

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিপণন ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিসিক বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্যমেলার আয়োজন করে থাকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সরাসরি বিভিন্ন জেলায় ২৫টি মেলা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৩টি মেলাসহ মোট ৫০টি মেলা আয়োজন করা হয়েছে। নভেল করোনাভাইরাস (COVID-19) প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ উদ্যোক্তাদের শিল্পখাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিসিক দেশব্যাপী অনলাইন পণ্যমেলার আয়োজন করে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সারাদেশে মোট ৯৩টি অনলাইন পণ্য মেলা আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া ১৭-২৩ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণজয়ন্তী মেলা এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী : স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ শীর্ষক উন্নয়ন মেলায় বিসিকের ৬৩টি জেলা কার্যালয় অংশগ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিঝিলস্থ বিসিক ভবনে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী ‘হস্ত ও কুটিরশিল্প মেলা’ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

৯.৩ উদ্যোক্তা মেলা আয়োজন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজশাহীতে ১৫ই জানুয়ারি, ২০২১ থেকে মাসব্যাপী ‘বিসিক-ঐক্য উদ্যোক্তা মেলা-২০২১’ অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফরিদপুর ও হবিগঞ্জ জেলায় মাসব্যাপী বিসিক শিল্প মেলা-২০২১ এবং বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি) প্রাঙ্গণে ১৭ই মার্চ ২০২১ থেকে ১০ দিনব্যাপী স্বাধীনতা মেলা-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়।

শুভ উদ্বোধন
বিসিক শিল্প মেলা-২০২১

মহান স্বাধীনতা দিবস ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মেলার আয়োজন

৯.৪ ৭ই মার্চ ২০২২ তারিখে বিসিকে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

৭ই মার্চ বাঙালি জাতির জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে (তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান) বিশাল জনসমুদ্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করেছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। জাতির পিতার একাত্তরের ৭ই মার্চ দেয়া এই ঐতিহাসিক ভাষণ পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্রে রূপ নেয়। তাছাড়া ৭ই মার্চের ভাষণকে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ‘বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের আলোচনায় সভায় বক্তব্য রাখছেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মুহঃ মাহবুবর রহমান

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিক চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবর রহমান। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিসিকের পরিচালক (অর্থ) জনাব স্বপন কুমার ঘোষ। এ সময় বিসিক পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ, বিসিক সচিবসহ বিসিকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

৯.৫ মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় শিল্পোদ্যোক্তাদের নিবন্ধন প্রদান

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিনিয়োগকারীদের এক ছাতার নিচে সব ধরনের সেবা নিশ্চিত করতে ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন- ২০১৮’ সংসদে পাস হয় এবং এর ‘ক’ তফসিলে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) অন্তর্ভুক্ত হয়। বিসিকের নিজস্ব সেবা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ নিয়ে গত ১৩ই জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখে বিসিক ‘BSCIC One Stop Service’ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং উক্ত তারিখ হতেই বিসিক তার অভ্যন্তরীণ সেবাসমূহ দ্বারা ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার সেবাসমূহের কার্যক্রম শুরু হবে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও ম্যানুয়ালি বিসিক কর্তৃক ১৫১৮৮জন মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোক্তাকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হয়েছে। তন্মধ্যে বিসিক ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে মোট ৫৮১৬টি প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে শিল্প নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

বিসিক জেলা কার্যালয় খুলনা কর্তৃক ২৫জন শিল্পোদ্যোক্তাকে নিবন্ধন সনদ বিতরণ করা হয়

৯.৬ বিসিকের প্রাক্তন কর্মকর্তা-কর্মচারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ও সংবর্ধনা প্রদান

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন বাঙালির হাজার বছরে শ্রেষ্ঠ অর্জন। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাওয়া একমুঠো মুক্তো বা বদান্যতার উপহার নয়, এর রয়েছে সুদীর্ঘ রক্তঝরা ইতিহাস। এক সাগর রক্ত ও ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা। মুক্তিসেনার রক্তে রঞ্জিত এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল এ স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে অনেক সংগ্রামী চেতনা বিজড়িত। মুক্তিকামী মানুষ সব হারিয়ে অর্জন করেছে স্বাধীন সার্বভৌম স্বপ্নের একটি দেশ-বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বা মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে যে অবদান, যে ত্যাগ তা মূল্যায়ন করা ও শ্রদ্ধা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই বীরদের সরকারের পক্ষ থেকে ভাতা দেওয়া ও আবাসনের ব্যবস্থা করা ছাড়াও স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মনেপ্রাণে ভালোবাসা, সম্মান ও যথাযথ মূল্যায়ন করা আমাদের সকলের কর্তব্যও বটে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিসিক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে। ৭ই মার্চের অনুষ্ঠানে বিসিক থেকে অবসরগ্রহণকারী দুইজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। বর্ণিত অনুষ্ঠানে তাঁরা বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থানরত বিসিকের অবসরপ্রাপ্ত ৪৬জন বীর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বিসিক তাঁদেরকে বড় আকারে সংবর্ধনা দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
ঐতিহাসিক ৭ই

বিসিকের চাকুরি হতে অবসরপ্রাপ্ত দুইজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মাননা ও সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান

৯.৭ স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিরাপদ রক্ত সরবরাহ করে দেশের মানুষের জীবন রক্ষার অংশ হিসেবে বিসিক কর্তৃক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বিসিক প্রধান কার্যালয়, বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা ও জেলা কার্যালয়, ঢাকার ১৫জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ১৭ই আগস্ট ২০২১ তারিখে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন যা কোয়ান্টাম ল্যাবে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.৮ গ্রুপ ঋণ বিতরণ

বিসিক জন্মলগ্ন থেকেই শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে বিভিন্ন ধরনের ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিসিক ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) নামে একটি ঋণ কার্যক্রম চালু করে।

মুজিব জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিসিক জেলা কার্যালয় রাজশাহী, নোয়াখালী, সিলেট, নেত্রকোণা, পাবনা, সুনামগঞ্জ, নরসিংদী, রংপুর থেকে ১০জন উদ্যোক্তার সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন করে গ্রুপ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রণোদনা প্যাকেজ এর
রাজশাহী জেলার উদ্যোক্তাদের মাঝে
ঋণের চেক
জনাব এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান (লিটন)
Sonali Bank Limited

বিসিক জেলা কার্যালয়, রাজশাহীর আয়োজনে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়রের উপস্থিতিতে গ্রুপ ঋণ বিতরণ

৯.৯ দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য উপকরণ বিতরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

দেহের বৃদ্ধি, শক্তি ও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি প্রাণীর খাদ্য অপরিহার্য। মানবদেহকে সুস্থ-সবল রাখার জন্যও খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য দেহ গঠন করে ও দেহে শক্তি এবং তাপ উৎপাদন করে। ফলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম এবং সবল হয়। অপরদিকে খাদ্যের অভাব হলে দেহ গঠন ব্যাহত হয়, শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, দেহ সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় না। খাদ্যের অভাবে ধীরে ধীরে মানুষ ও জীব মারাও যায়। বৈশ্বিক মহামারি করোনা পরিস্থিতিতে নিম্ন আয়ের মানুষ প্রায় কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং খাদ্য সংকটে তাদের জীবনযাত্রা ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

মুজিব শতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিতভাবে বিসিক জেলা কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১২,৭৪০জন দুঃস্থের মাঝে খাদ্য সামগ্রী এবং বিসিক জেলা কার্যালয় নোয়াখালী, বগুড়া ও রংপুরের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

৯.১০ বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহপূর্বক বিসিক লাইব্রেরিতে ‘বঙ্গবন্ধু কর্ণার’ স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, ত্যাগ ও অবদান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান তরুণ প্রজন্মসহ সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিসিকের বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

বিসিক জেলা কার্যালয়, যশোরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

৯.১১ গৃহহীনদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ

বিসিক কর্তৃক গৃহহীনদের জন্য ২টি গৃহ/বাসস্থান নির্মাণ বাবদ ৬,৫০,০০০/- (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ১২-০৮-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.১২ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনে বিসিক সম্পাদিত অন্যান্য কার্যক্রম

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিসিকের প্রকাশিত সকল ডায়েরি, ক্যালেন্ডারসহ যাবতীয় স্টেশনারিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে;
- মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিসিকের মনোগ্রাম সংবলিত মাস্ক তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে;
- বিসিকের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ‘শিল্পায়নে বাংলাদেশ; বঙ্গবন্ধুর ভাবনা’ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সকল সভা-সেমিনারে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও কর্মময় জীবন তুলে ধরা হয়েছে;
- ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচির আওতায় পরিচ্ছন্ন বিসিক শিল্পনগরী বিনির্মাণ করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

দশম অধ্যায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন

১০.১ বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সাল হতে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা ও কার্যক্রম পরিদর্শন ও উদ্বোধনকালে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বিসিক সংশ্লিষ্ট ৫টি প্রতিশ্রুতি ও ১৩টি নির্দেশনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

১০.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি - ৫টি

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. টাঙ্গাইল জেলায় শিল্প পার্ক স্থাপন (প্রকল্প)	৩০-০৬-২০১২	▪ প্রকল্প এলাকায় গাছ কাটা ও মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ▪ প্রকল্পের ৯ম স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ০৪-০৪-২০২২ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।
২. চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন (প্রকল্প)	১৮-০২-২০১২	▪ ‘বিসিক শিল্পনগরী, সন্দীপ, চট্টগ্রাম’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ২১-০৩-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ০৫-১০-২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ▪ শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত স্থানটি দুই ফসলি হওয়ায় একই উপজেলার নতুন জায়গা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। ▪ তৎপ্রেক্ষিতে, সন্দীপ উপজেলার অন্য কোনো স্থানের অধিগ্রহণ উপযোগী জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুনর্নির্ধারণের জন্য ২৪-০৪-২০২২ তারিখে প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, চট্টগ্রামকে আহ্বায়ক করে ০৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়/কার্যক্রম	**প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ**	**প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি**
৩. রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা (প্রকল্প)	২৪-১১-২০১১	▪ প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১-এ সমাপ্ত হয়েছে। পিসিআর শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আগ্রহী শিল্প-উদ্যোক্তাদের মধ্যে জমি বরাদ্দের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ▪ পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের স্বার্থে বিসিক শিল্পনগরী রাজশাহী-২ তে ১০টি প্লট সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত ১০টি প্লটে পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩১.৩২ কোটি টাকার প্রাক্কলন করা হয়েছে।
৪. সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা।	০৯-০৪-২০১১	▪ প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ▪ প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৬৮%, লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৪৫%, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮%, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৫২%, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার (পাম্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৬৫%, ড্রেন নির্মাণ কাজ ২২%, পানির পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ ৬৭%, গভীর নলকূপ নির্মাণ কাজ ৫২% এবং রাস্তা নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়ালের অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং মেইন গেইট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
৫. ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন (প্রকল্প)	২৯-০৩-২০১৮	▪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ‘বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও’ শীর্ষক প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ০৩রা এপ্রিল ২০২২ তারিখ প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেন। ▪ ০৫ই এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের নিমিত্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০ই মে ২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও বরাবর জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৪৭০৭.৬৯ লক্ষ টাকা হস্তান্তর করা হয়। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা - ১৩টি

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	০৬-০৯-২০১৬	▪ নীলফামারীতে বেজার (BEZA) অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এখনো সমাপ্ত হয়নি। বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শেষ হলে বেজা থেকে জমি বরাদ্দ নিয়ে ‘বিসিক শিল্পনগরী, নীলফামারী’ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি বেজার বাইরে বিসিকের অনুকূলে জমি বরাদ্দ নিয়ে ‘বিসিক শিল্পনগরী, নীলফামারী’ প্রতিষ্ঠার জন্য জেলা প্রশাসন, নীলফামারীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ▪ ভবিষ্যতেও বিসিকের বিভিন্ন এলাকায় নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হবে। ▪ যে সব এলাকায় বেজার কর্মকান্ড নেই বা বেজা থেকে জমি পাওয়া যাচ্ছে না সে সব এলাকায় বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে বেজার অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। ▪ অধিকন্তু, বিসিক শিল্পনগরী/ পার্ক স্থাপন করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেজার জায়গা না পাওয়া যাওয়ায় এই নির্দেশনাটি থেকে অব্যাহতির জন্য ০১/০৪/২০২১ তারিখে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	১১-০৫-২০১৬	▪ ০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ▪ সভার সিদ্ধান্তানুসারে মধুপুর উপজেলায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় উদ্যোক্তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের নিজস্ব জায়গা মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে মধুপুর, টাঙ্গাইলে জায়গা নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় এবং পরবর্তীকালে মধুপুর উপজেলার গারোবাজার সংলগ্ন মহিষমারা মৌজায় জায়গা নির্বাচন করা হলেও বন বিভাগের আপত্তির জন্য জমি পাওয়া যায়নি। ▪ এ প্রেক্ষিতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক মধুপুর উপজেলার মধুপুর পৌরসভা সংলগ্ন আলোকদিয়া ইউনিয়নের আশুরা-সীতারাম-কালামাঝি মৌজার ১০০ (একশত) একর জমি পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি বরাদ্দের সম্মতিপ্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৫-৬-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া ও ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

বিষয়/কার্যক্রম	**প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ**	**প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি**
৩. নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	■ নতুনভাবে স্থাপিত মনোটাইপ শিল্পনগরীসমূহের লে-আউট প্ল্যানে সিইটিপি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গা সংস্থান রাখা হয়। ■ তাছাড়া নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোক্তাগণ কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে বরাদ্দকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাদের লে-আউট প্ল্যানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদেরকে অবহিত করা হয়েছে। ■ বিসিকের ৮০টি শিল্পনগরীতে স্থাপনযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্‌প ইউনিটের সংখ্যা ২০১টি, ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে ১৩৬টি, চালু আছে ১৩০টি, বন্ধ আছে ০৬টি এবং ইটিপি নির্মাণাধীন ১৬টি। ■ অবশিষ্ট ৪৯টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়কে বন্ধ ইটিপি চালু, ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ও নির্মাণাধীন ইটিপির নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ■ মালিকানা হস্তান্তর এবং নতুন শিল্প প্লট বরাদ্দের মাধ্যমে স্থাপিত কারখানাগুলো ইটিপি স্থাপনযোগ্য হলে নিজ উদ্যোগ ও খরচে ইটিপি স্থাপনের শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়। ■ যেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেনি এবং যেসকল শিল্প ইটিপি বন্ধ রেখে পরিবেশ দূষণ করছে সেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪. নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	■ ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০টি শিল্প পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ■ ১০০টি প্রকল্পের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে ৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে ১৭টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হলেও ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ■ উল্লেখ্য, ১টি প্রকল্প (বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ■ এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত যেমন ট্যানারি, হালকা প্রকৌশল, কৃষিজাত পণ্য, অ্যাপারেল/গার্মেন্টস-এর জন্য পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্কসহ উপজেলা পর্যায়ে বিসিক কার্যালয় স্থাপনের প্রকল্প মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৫. বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	■ বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ নিয়ে যারা শিল্প স্থাপন করছেন না জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির মাধ্যমে তাদের প্লট বাতিল করে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১৬৫টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ■ সরকার হতে রাজস্ব খাতে যে বরাদ্দ প্রদান করা হয় তার মাধ্যমে শিল্পনগরীর রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদির উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
৬. শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	■ ২০২১-২২ অর্থবছরে বিসিক কর্তৃক ৫২টি অনলাইন মেলাসহ মোট ১০০টি মেলা আয়োজন, ৬৪টি মেলায় অংশগ্রহণ ও ৪টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন করা হয়েছে। ■ দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ উদ্যোক্তাদের শিল্পখাতের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিসিক দেশব্যাপী সরাসরি ও অনলাইন পণ্যমেলার আয়োজন করে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সারাদেশে মোট ৯৩টি অনলাইন পণ্য মেলা সম্পন্ন করা হয়েছে। ■ ২৯-৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে দুবাই-এ আয়োজিত Expo-Dubai ২০২০-এর Annual Investment Congress (AIM)-এ মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিসিক ও শিল্প মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করেছে।

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		▪ এছাড়া বিদেশে ২০ মার্চ-৪ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গো সুরাজকুন্ড মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। ▪ বিসিকের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘বিসিক অনলাইন মার্কেট’ (www.bscic-emarket.gov.bd) ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে উদ্বোধন হয়েছে।
৭. শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।	০৬-০৯-২০১৬	▪ বিসিক কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২৩জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও ৩৪জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ▪ বিসিকের সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৪২২টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ০৩/১১/২০২১ তারিখে ২১৯টি এবং ১৮/০১/২০২২ তারিখে ৭০টিসহ মোট ৩৭৪টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্রের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ৭০টি শূন্য পদ পূরণের ছাড়পত্র পাওয়া যায়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ▪ এছাড়াও ৩য়-৬ষ্ঠ গ্রেডের ৩৮টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮. মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন।	১২-০৪-২০০৯	▪ প্রকল্পটি জুন ২০২১-এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯. চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ এবং সিইটিপি দ্রুত বাস্তবায়ন	১২-০৪-২০০৯	▪ প্রকল্পটি জুন ২০২১-এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০. “রুগ্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে।”	২২-০৫-২০১৮	▪ বিসিকের বিদ্যমান ৮০টি শিল্পনগরীতে ৫৯৪৯টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে মোট ১০,৭৬১টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৯৪টি ইউনিট মালিকানা দ্বন্দ্ব, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সমস্যা, আর্থিক সংকট, মামলা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বন্ধ/রুগ্ণ অবস্থায় আছে। ▪ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৪টি রুগ্ণ/বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে ।

বিষয়/কার্যক্রম	সিদ্ধান্ত/প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১১. রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন	০৭-১১-২০১৭	▪ **'বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী'** শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গত ১৮-১০-২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ▪ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CETP স্থাপনের সম্ভাব্যতা, পানির উৎস, শিল্পনগরীতে ব্যবহৃত পানি পরিবেশসম্মতভাবে ডিসচার্জ করার পর্যাপ্ত সুবিধা, গ্যাসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়াদি যাচাইকরণের নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে গঠিত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ▪ কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী-নওগাঁ/রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্রের জন্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় ১২৪.২১০১ একর জমির মূল্যসহ সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। ▪ প্রকল্প এলাকার লে-আউট ডিজাইন, ড্রইং এবং পূর্তকাজের প্রাক্কলনের জন্য প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান। ▪ **'বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম'** শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থাপনের জন্য মিরসরাই বেজা হতে জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বেজা থেকে জানানো হয় বেজা থেকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়। ▪ এ পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনের বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে অনাপত্তিপত্র পাওয়া গেছে। ▪ বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় ১৬-০৭-২০২১ তারিখে মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি অধিগ্রহণের সম্মতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর ৩১-০৭-২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বিষয়/কার্যক্রম	সিদ্ধান্ত/প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১২. সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	০৬-১১-২০১৮	▪ ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর ০৭/০৪/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ▪ সভার সিদ্ধান্তানুসারে ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’-এর পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত ও আর্থসামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ০৭/০২/২০২২ তারিখে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ▪ ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী অর্থায়নের সম্মতির জন্য ০২/০৩/২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ৩১/০৩/২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৯/০৬/২০২২ তারিখে বিসিক থেকে অর্থ বিভাগে অর্থছাড়ের অনুমোদনের জন্য পূর্ববর্তী পত্রসহ চাহিত সকল তথ্য প্রেরণ করা হয়। ▪ ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ০৩/০৩/২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ▪ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে। ▪ উক্ত ডিপিপিতে শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান (৬.৫৯ একর জায়গা) রাখা হয়েছে।
১৩. চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।	০৬-১১-২০১৮	পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাস্তবায়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বরাবর চিঠি দিয়ে জানানোর জন্য গত ০৮-১২-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

একাদশ অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক

২০১৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে '২০৩০ এজেন্ডা' এমন একটি কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নের কাজ করবে, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' অর্জনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। এগুলো বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনে রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৬ সাল হতে বিসিক সরকার কর্তৃক বন্টনকৃত কার্যক্রম অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে বিসিকের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো।

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	**কর্মসূচিসমূহ**	**ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার**
লীড হিসেবে	৯.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা।	১. অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (জানুয়ারি ২০০৮-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		২. বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৩. রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৪. বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	৭৯.৬৮%
		৫. নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৬. বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	৬৩.৫২%
		৭. মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	**কর্মসূচিসমূহ**	**ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার**
		৮. বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২)	৩৬.৫০%
		৯. বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (জুলাই ২০১০-জুন ২০২২)	৬৮.৬০%
		১০. বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১১. জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১২. বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৩. বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব (জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৪. বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৫. ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৬. গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১০-জুন ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৭. বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭)	প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে।
	৯.৩ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় এদের অঙ্গীকার করা।	বিনিত ঋণ কর্মসূচি	২০২১-২০২২ অর্থবছরে- লক্ষ্যমাত্রা : ২৬০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণকৃত : ২২৬৬.৫৩ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য : ২১৯২.০৪ লক্ষ টাকা আদায়কৃত : ১৪৫৮.২১ লক্ষ টাকা আদায়ের হার : ৬৭%

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচিসমূহ	ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতির হার
	৯.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশেষ সকল দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নসহ (সংযোজন কাজের মাধ্যমে) শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা, যাতে সেগুলো বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারা প্রসারণ ঘটতে পারে।	১. চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (জানুয়ারি ২০০৩-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		২. বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)	৪০.৫০%
		৩.বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৪. বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২)	৫১.২২%
		৫. বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী (জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৪)	৫৭.২২%
কো-লীড হিসেবে	৮.২ উচ্চ মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বপ্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন।	১. বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		২. শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর-২য় পর্যায় (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৩. বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২)	১৪.৯৩%
		৪. তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
এসোসিয়েট হিসেবে	১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যে কোনো ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।	১. Poverty Reduction through Inclusive & Sustainable Markets (PRISM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)	৭৪%
	২.২ ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি খর্বকায় বিকাশরুদ্ধ শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তনদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান।	১. আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		২. সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ-৩য় পর্যায় (জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৮)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
BSCIC

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৭-০৩-২০১৯ তারিখে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিসিকের কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.৮ : সামষ্টিক অর্থনীতি : উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৩৬)	৬৪ জেলায় বিসিকের ঋণ প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ	বর্তমানে ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচি চালু আছে।	বিসিকের ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) কর্মসূচির মাধ্যমে ২২.৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
৩.১১ : তরুণ যুব সমাজ : তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৪৪)	তরুণ উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণয়ন	তরুণ উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সৃষ্টি, বেকার সমস্যা লাঘব ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে তরুণ উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	তরুণ উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৯)	বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী প্রকল্প, মুন্সিগঞ্জ	বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জুন ২০২১ পর্যন্ত ২১৮১৬.৬১ লক্ষ (দুইশত আঠার কোটি ষোল লক্ষ একষট্টি হাজার) টাকা জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বরাবর জমা প্রদান করা হয়েছে। বিসিক হতে ২২-০৩-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বরাবর ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার অনুরোধসহ পত্র প্রেরণ করা হয়ে। ইউ.এন.ও, সিরাজদিখান ২৭-০৫-২০২২ তারিখ টেলিফোনে বিসিক, চেয়ারম্যানকে অবহিত করে অন্যত্র জমি বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজদিখান উপজেলার খারসুর ও মরিচা মৌজায় বিসিক কর্তৃক শিল্পপার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ হতে সম্মতিপ্রাপ্ত ৪০০.৮৯ একর জমি হতে 'বিসিক মুদ্রণ শিল্প পার্ক' স্থাপনের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে প্রস্তাবকৃত ১০০ একর জমি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৩০০.৮৯ একর জমি থেকে বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরীর অনুকূলে ২১৮১৬.৬১ লক্ষ টাকা মূল্যের সমপরিমাণ জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র : নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৯)	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী প্রকল্প, মুন্সিগঞ্জ	বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ হতে পুনঃপ্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিকল্প জমি (কোনো খাস জমি বা বসতি ব্যতিরেকে জায়গা/বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে জায়গা) নির্বাচনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভায় আলোচনা মোতাবেক ২২-০৯-২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার চিত্রকোট ইউনিয়নের খারসুর মৌজায় ১০০ একর জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে জমির নকশা ও মাটির পরিমাণ নির্ণয় করে প্রকল্পটির বিকল্প স্থানে বাস্তবায়নের জন্য স্থান নির্বাচনপূর্বক ডিসেম্বর, ২০২৪ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করে ২৫-১১-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ১৫-১২-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০২-২০২২ তারিখে সংশোধিত ডিপিপির ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩-০৫-২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৯)	বিসিক কেমিক্যাল পল্লি প্রকল্প, মুন্সিগঞ্জ	৩১০ একর জমির উপর স্থাপিত 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ' প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ১,৬১,৫৭৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০৮.৩৩ একর জমিতে 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ১.৬৭ একর খাল শ্রেণিভুক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব থেকে বাদ দিয়ে মোট ৩০৮.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব ২২-১০-২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন হয়। জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক প্রকল্পের জমির দখল ১২-১১-২০২০ তারিখে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ৭০% ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ ৫% সম্পন্ন হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (৩য় সংশোধিত)	চলমান অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২১-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া স্থাপনের লক্ষ্যে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ চেয়ারম্যান, বিসিক-এর সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিবেন।	প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ	চলমান বিসিক শিল্পপার্ক সিরাজগঞ্জের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, সয়েল টেস্ট ও ডাইক বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৬৮%, লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৪৫%, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৭%, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৫২%, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ ৬৫%, ড্রেন নির্মাণ কাজ ২১%, পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন কাজ ৬৫%, গভীর নলকূপ নির্মাণ কাজ ৫২%, রাস্তা নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। মেইন গেইট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন কাজের জন্য নেসকো কর্তৃক টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি কর্তৃক গ্যাস লাইন নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহের কাজ চলমান।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা	চলমান বিসিক শিল্পনগরী বরগুনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব	চলমান বিসিক শিল্পনগরী ভৈরবের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২২-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	ঝালকাঠি বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	-	প্রকল্পটি জুন ২০১৯-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	Poverty Reduction Through Integrated & Sustainable Markets (PRISM)	চলমান প্রিজম প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভায় প্রকল্পটি সমাপ্তির সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প সমাপ্তির সুপারিশ পরবর্তী স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় উত্থাপন করা হবে এবং এ লক্ষ্যে পিএসসি সভা আহ্বানের চেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই সম্প্রসারণ	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই সম্প্রসারণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৯-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২১-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১-এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে এর অর্থ বিসিকের তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ শীঘ্রই অপসারণ করা হবে। প্রকল্পের ৯ম স্টিয়ারিং কমিটির সভার নির্দেশনার আলোকে আরডিপিপি প্রণয়ন করে ২৪-০৩-২০২২ তারিখে বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ হতে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	নরসিংদী শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	নরসিংদী শিল্পনগরী সম্প্রসারণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২২-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ের মাটি ভরাট কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট মাটি ভরাট কাজ ৬২% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৬৫%, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৫০% এবং রিটেইনিং/প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ কাজ ৪৮% সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তা ও আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজের পুনর্মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিপ টিউবওয়েল, পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন এবং পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার ও পাম্প হাউস নির্মাণ কাজের পুনঃদরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬১)	মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২১-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৯)	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৮)	উত্তরাঞ্চলে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিসিক শিল্পপার্ক প্রকল্প, বগুড়া	উত্তরাঞ্চলে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিসিক শিল্পপার্ক বগুড়া স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে ৫০ একর জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন করে ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুমোদন প্রাপ্তির পর প্রকল্প বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।	গত ১৪-০২-২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯৩ একর জায়গায় ‘বিসিক উত্তরাঞ্চল কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পপার্ক, বগুড়া’ স্থাপনের নিমিত্ত পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৩-১০-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২৫-১১-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলে সভার সিদ্ধান্তানুসারে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২২-০৬-২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৮)	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, ঠাকুরগাঁও	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের অনুবৃত্তিক্রমে ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর বিশিষ্ট খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী স্থাপনের ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০৩-০৪-২০১৯ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে প্রকল্পটি ৫০ একরে উন্নীত করার জন্য ডিপিপি ফেরত এনে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান। ৫০ একর বিশিষ্ট ‘বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।	ঠাকুরগাঁও জেলায় ‘বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও’ শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লিখিত জমি অধিগ্রহণ বাবদ সংস্থানকৃত মোট ৪৭০৭.৬৯ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও বরাবর জমা প্রদান করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৮)	বিসিক আনারস প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ-এ অধিগ্রহণকৃত ৫ একর জমির উপর ৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'আনারসসহ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিসিক শিল্পনগরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	গত ০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তানুসারে মধুপুর উপজেলায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিমিয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় উদ্যোক্তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের নিজস্ব জায়গা মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে মধুপুর, টাঙ্গাইলে জায়গা নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় এবং পরবর্তি সময়ে মধুপুর উপজেলার গারোবাজার সংলগ্ন মহিষমারা মৌজায় জায়গা নির্বাচন করা হলেও বন বিভাগের আপত্তির জন্য জায়গা পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষিতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক মধুপুর উপজেলার মধুপুর পৌরসভা সংলগ্ন আলোকদিয়া ইউনিয়নের আশুরা-সীতারাম-কালামাঝি মৌজার ১০০ (একশত) একর জমি পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি বরাদ্দের সম্মতিপ্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৫-৬-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া ও ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৮)	রংপুর কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, রংপুর	এই প্রকল্পটির স্থান নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ হতে কমিটি করা হয়েছে।	স্থান চিহ্নিতকরণ বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় 'বিসিক শিল্পপার্ক, রংপুর' স্থাপনের নিমিত্ত স্থান পরিদর্শন করেছেন। রংপুর জেলায় শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত রংপুর জেলার রামনাথপুর এবং হাজরাহাটি মৌজায় ১০০ একর অফসলি/পতিত জমি বরাদ্দের সম্মতি প্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ০৬-০১-২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের সম্মতিপত্র ও সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন পাওয়ার পর ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৮)	জয়পুরহাট কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, জয়পুরহাট	এই প্রকল্পটির স্থান নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ হতে কমিটি করা হয়েছে।	স্থান চিহ্নিতকরণ বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। জমি চিহ্নিত করে জেলা প্রশাসন থেকে জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্র সংগ্রহ এবং পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলিটি করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৯)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিসিক শিল্পনগরী-২	বেজা (BEZA) থেকে জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বেজা থেকে জমি পেতে বিলম্ব হওয়ায় বেজার বাইরে সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলিটি করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৮)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, ভাংগা, ফরিদপুর	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, ভাংগা, ফরিদপুর স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক দ্রুত ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ।	‘বিসিক নগরকান্দা শিল্পপার্ক, ফরিদপুর’ শীর্ষক প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলায় ৫০০.০০ একর জায়গার মৌজা ম্যাপ, দাগ নম্বর পাওয়া গিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলিটি করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৯)	কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায় লবণ শিল্প উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গবেষণা ইনস্টিটিউট ও শিল্পনগরী স্থাপন প্রকল্প	কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায় লবণ শিল্প উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গবেষণা ইনস্টিটিউট ও শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ হতে ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিপিপি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। পরামর্শক নিয়োগের জন্য দৈনিক পত্রিকায় EoI নোটিশ জারি করা হলে ১৫টি প্রতিষ্ঠান EoI দাখিল করেছে। পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক EoI যাচাই-বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৫/০৭/২০২২ তারিখে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে RFP দাখিলের আহ্বান জানানো হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৯)	ঢাকা বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প কেরানীগঞ্জ-২	দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	০১) ১১-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : ক) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে গত ০৬-০৩-২০১৭ তারিখে জারিকৃত 'প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা'-এর আলোকে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট তহবিল থেকে বরাদ্দ নিয়ে প্রস্তাবিত কেরানীগঞ্জ-২ শিল্পনগরীর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। খ) ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চূড়ান্ত হওয়ার পর বিসিক কেরানীগঞ্জ-২ শিল্পনগরীর প্রকল্প প্রস্তাব পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। ০২) কেরানীগঞ্জ উপজেলায় বেজার আওতাধীন ৪০.০০ (চল্লিশ) একর জায়গা বিসিকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত ০৪ঠা অক্টোবর ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্পটি ২০২১-২২ অর্থবছরের সবুজপাতাভুক্ত নয়।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	বিসিক শিল্পনগরী সন্দ্বীপ প্রকল্প, চট্টগ্রাম	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুসাপুর ইউনিয়নে ১০ একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।	'বিসিক শিল্পনগরী, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম' প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর ২১/০৩/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ০৫/১০/২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত স্থানটি দুই ফসলি হওয়ায় একই উপজেলার নতুন জায়গা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	**কার্যক্রম**	**গৃহীত কার্যক্রম**	**২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
			তৎপ্রেক্ষিতে, সন্দ্বীপ উপজেলার অন্য কোনো স্থানের অধিগ্রহণ উপযোগী জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুনর্নির্ধারণের জন্য ২৪/০৪/২০২২ তারিখ প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, চট্টগ্রামকে আহ্বায়ক করে ০৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, পিরোজপুর	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, পিরোজপুর স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ হতে দুত ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	পিরোজপুর জেলা সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিসিক চেয়ারম্যান কমিটি কর্তৃক পিরোজপুর সদর উপজেলার শিকদার মল্লিক ইউনিয়নে ৩০৯.৭৩ একর জমিতে ‘বিসিক শিল্পপার্ক, পিরোজপুর’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। পরামর্শক নিয়োগের জন্য দৈনিক পত্রিকায় EoI নোটিশ জারি করা হলে ১৫টি প্রতিষ্ঠান EoI দাখিল করেছে। পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক EoI যাচাই-বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৮/০৬/২০২২ তারিখ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে RFP দাখিলের আহ্বান জানানো হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, মাগুরা	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, মাগুরা স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ হতে দুত ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	জমি বরাদ্দের জন্য ২৩-০৩-২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে ১৯৩.৬ একর জমির প্রাপ্যতা বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সম্মতিপত্র পাওয়া গিয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। পরামর্শক নিয়োগের জন্য দৈনিক পত্রিকায় EoI নোটিশ জারি করা হলে ১৫টি প্রতিষ্ঠান EoI দাখিল করেছে। পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক EoI যাচাই-বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৮/০৬/২০২২ তারিখ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে RFP দাখিলের আহ্বান জানানো হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এবং হালকা প্রকৌশল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যশোর	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, যশোর স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ হতে দ্রুত ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	যশোর জেলার ফতেপুর মৌজায় ১০০ একর জমিতে ৪০,৮৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে ‘বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যশোর’ শিরোনামে ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে প্রকল্পের ডিপিপির ওপর ২৫-০৭-২০১৯ তারিখ যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিপিতে চিহ্নিত প্রাপ্তিতে সমস্যা দেখা দিলে ১৩-০২-২০২১ তারিখ বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় নতুন জমি পরিদর্শন করেছেন। জেলা প্রশাসন থেকে নতুন জমি বরাদ্দের সম্মতি পাওয়া গেছে। ড্রইং-ডিজাইন ও প্রাক্কলনের জন্য পুরকৌশল শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুতই ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	বিসিক শিল্পপার্ক প্রকল্প, গাজীপুর	জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে।	গাজীপুর জেলার সদর উপজেলায় ১০ একর জমি চেয়ে জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। জমি পাওয়া যায়নি। উদ্যোক্তাদের চাহিদা এবং অধিগ্রহণযোগ্য অফসলি/একফসলি জমি প্রাপ্তির ভিত্তিতে ভিত্তিতে গাজীপুর জেলায় শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক অটোমোবাইল শিল্পনগরী প্রকল্প, চট্টগ্রাম	বিসিক অটোমোবাইল শিল্পনগরী প্রকল্প, চট্টগ্রাম শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	‘বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থাপনের নিমিত্ত বেজা হতে ৩২২.৭০ একর জমিতে ১৭২৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ০৮-০১-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মিরসরাই বেজা হতে জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বেজা থেকে জানানো হয় বেজা থেকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			এ পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় ১৬/০৭/২০২১ তারিখে মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি অধিগ্রহণের সম্মতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর ৩১/০৭/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হলেও অদ্যাবধি জমির সম্মতি পাওয়া যায়নি।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	বিসিক শিল্পনগরী ঝিনাইদহ-২ প্রকল্প	দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	জমির মৌজা রেট ও শিল্প নগরী স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ হতে বিদ্যুতের সম্মতি পত্র পাওয়া গেছে। গ্যাসের ব্যয় প্রাক্কলন ও সম্মতিপত্রের জন্য সুন্দরবন গ্যাস কো. লি. বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যয় প্রাক্কলন পাওয়া যায়নি। ড্রইং, ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন পাওয়া সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, নড়াইল	ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১৩/১০/২০২০ তারিখে ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পটি সবুজপাতাভুক্ত করে পুনরায় প্রেরণের জন্য বলা হয়। ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। পরামর্শক নিয়োগের জন্য দৈনিক পত্রিকায় EoI নোটিশ জারি করা হলে ১৫টি প্রতিষ্ঠান EoI দাখিল করেছে। পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক EoI যাচাই-বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৮/০৬/২০২২ তারিখে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে RFP দাখিলের আহ্বান জানানো হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	বিসিক চামড়া শিল্পনগরী (২য় ফেজ), ঢাকা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।	‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর ০৭/০৪/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার কার্যবিবরণীর ৬.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পের আর্থসামাজিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি কারিগরি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। TAPP-এর পরিবর্তে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তানুসারে ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’-এর পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত ও আর্থসামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ০৭/০২/২০২২ তারিখে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী অর্থায়নের সম্মতির জন্য ০২/০৩/২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ৩১/০৩/২০২২ তারিখ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৯/০৬/২০২২ তারিখ বিসিক থেকে অর্থ বিভাগে অর্থছাড়ের অনুমোদনের জন্য পূর্ববর্তী পত্রসহ চাহিত সকল তথ্য প্রেরণ করা হয়। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ০৩/০৩/২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (৪র্থ পর্যায়)	দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত ২৮-০১-২০২১ তারিখ ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় গত ০৬-১০-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত বিসিক পরিচালনা পর্ষদের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিআইডিডি প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম বর্তমানে রাজস্বখাতের আওতায় 'লবণ সেল' গঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৯)	বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন	বিসিকের ৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়নের বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।	বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিসিকের ৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র : নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৫৮)	উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি	উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রসারণ বিভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং প্রতিমাসে এমআইএস বিভাগে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার চৌফলদণ্ডী এলাকায় বিসিকের ১০ একর জমিতে উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ চাষের প্রযুক্তি পাইলটিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ২০১৮-১৯ লবণ মৌসুমে ৮৬ মে.টন, ২০১৯-২০ লবণ মৌসুমে ১১৪ মে.টন, এবং ২০২০-২১ লবণ মৌসুমে ১৭০ মে.টন লবণ উৎপাদন হয়েছে। ৩ বছর পাইলটিং প্রযুক্তির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
৩.২৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা **সূত্র :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৮০)	পরিবেশ সুরক্ষা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানানোর জন্য ৪ আঞ্চলিক পরিচালককে পুনরায় পত্র দিতে হবে।	বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প ইউনিট ২০১টি। এর মধ্যে ৩০শে জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৩৬টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপিত হয়েছে। স্থাপিত ইটিপিগুলোর মধ্যে ১৩০টি চালু, ৬টি বন্ধ রয়েছে। ১৬টি নির্মাণাধীন। অবশিষ্ট ৪৯টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তাগাদা দেয়া হচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
BSCIC

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের জুলাই মাস হতে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বিসিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় প্রথমবারের মতো সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী বিসিকে কর্মরত জাতীয় শুদ্ধাচার চর্চা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২২’প্রাপ্ত ৪জন হলেন প্রকৌশলী নাসরীন রহিম, উপমহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত), শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা, বিসিক প্রধান কার্যালয়; জনাব মো. জাফর ইকবাল ভুঁইয়া, উপমহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত), লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, কক্সবাজার; জনাব দিপক কুমার সরকার, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সংযুক্ত : পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ), বিসিক প্রধান কার্যালয়; এবং জনাব মো. ফারুক হোসেন, অফিস সহায়ক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বিসিক প্রধান কার্যালয়। মনোনীত প্রত্যেককে একটি ক্রেস্ট, একটি সনদপত্র ও ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

র প্রত্যয়ে”
ংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ও
শুদ্ধাচার পুরস্
হবুবর রহমান
দ জাকির
টর শি

২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করছেন বিসিক চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবর রহমান

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বিসিকের অর্জনসমূহ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

চতুর্দশ অধ্যায়

কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বিসিকের অর্জনসমূহ

১৪.১ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য

জিআই হলো ভৌগোলিক নির্দেশক চিহ্ন যা কোনো পণ্যের একটি নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থলের কারণে এর খ্যাতি বা গুণাবলি নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত জিআইতে উৎপত্তিস্থলের নাম (শহর, অঞ্চল বা দেশ) অন্তর্ভুক্ত থাকে। জিআই (GI)-এর পূর্ণরূপ হলো (Geographical Indication) ভৌগোলিক নির্দেশক। WIPO (World Intellectual Property Organization) হলো জিআই পণ্যের স্বীকৃতি দানকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) কর্তৃক জিআই পণ্য নিবন্ধনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কোনো একটি দেশের মাটি, পানি, আবহাওয়া এবং ঐ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে সেটিকে ঐ দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেই পণ্য শুধু ঐ এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে পণ্যগুলো বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে, ঐ অঞ্চল বাণিজ্যিকভাবে পণ্যটি উৎপাদন করার অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা পায়। যেমন : ঢাকাই জামদানি এক সময় শুধু ঢাকার কারিগররাই উৎপাদন করতে পারতেন। আর ঢাকার আবহাওয়াও এ জামদানি তৈরির জন্য উপযোগী ছিল। ফলে যুগের পর যুগ তারা এ জামদানি তৈরি করে এসেছে যা পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত।

২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জিআই পণ্য সর্বমোট ১১টি যা এখন থেকে বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পাবে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জিআই পণ্য হিসেবে ২০১৬ সালে স্বীকৃতি পেয়েছিল জামদানি। এরপর ২০১৭ সালে ইলিশ, ২০১৯ সালে খিরসাপাতি আম, ২০২০ সালে ঢাকাই মসলিন এবং ২০২১ সালে রাজশাহী সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি, কালিজিরা চাল, দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাল এবং নেত্রকোনার সাদামাটি মোট ৫টি পণ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০২২ সালে নতুন নিবন্ধিত জিআই পণ্য হলো বাগদা চিংড়ি ও বাংলাদেশের ফজলি আম যা বাংলাদেশের দশম ও এগারতম পণ্য হিসেবে জিআই সনদ লাভ করে। বাংলাদেশের জিআই পণ্যের নিবন্ধন ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ‘ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩’ প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্য হিসেবে জামদানির নিবন্ধন সনদ লাভ করে। পরবর্তীকালে সংস্থাটি দেশের সপ্তম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে রংপুরের শতরঞ্জির জিআই সনদ অর্জন করে। বর্তমানে বিসিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শীতল পাটির জিআই সনদ নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১৪.২ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২১-২২	বিসিক ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে অনলাইনে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ শেষে ই-সার্টিফিকেট প্রদান	গতানুগতিক পদ্ধতির ‘প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন’ সেবাটি ই-সার্ভিসে রূপান্তর করা হলে প্রশিক্ষণার্থীগণ যে কোনো স্থান ও স্বল্প সময়ে শিল্প নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। সে সাথে সেবাটি স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অনলাইনে এবং মোবাইল ফোন ও Tab-এর মাধ্যমে যে কোনো স্থান হতে নিবন্ধনের তথ্য সংগ্রহ করা এবং আবেদন প্রক্রিয়ার status প্রশিক্ষণার্থীগণ সহজেই জানতে পারবেন।	ই-সার্ভিসে রুপান্তরের ফলে প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহীতার TCV (Time, Cost, Visit) ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। বিসিকের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সেবার মান ও সক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি করবে যা বিসিক-এর ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার পাশাপাশি বিসিক প্রদত্ত সেবা সহজে ও দ্রুততম সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২১-২২	সাবকন্ট্রাক্টিং সেলের কার্যক্রমকে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের অন্তর্ভুক্তকরণ	উদ্যোক্তাদের জন্য সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সাবকন্ট্রাক্টিং সেলের কার্যক্রমকে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে উদ্যোক্তাগণ মোবাইল ফোন অথবা কম্পিউটার ব্যবহার করে সহজেই যে কোন স্থান থেকে সাবকন্ট্রাক্টিং সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবেন।	উক্ত সার্ভিসের আওতায় সাবকন্ট্রাক্টিং তালিকাভুক্তি এবং সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ কার্যক্রম বিদ্যমান থাকায় উদ্যোক্তাগণ নিম্নোক্ত সুবিধা লাভ করতে পারবে : ▪ উদ্যোক্তাগণ ঘরে বসে অনলাইনে আবেদন এবং সংযোগপত্র লাভ করতে পারবেন। ▪ যাতায়াতের ভোগান্তি হ্রাস পাবে। ▪ কর্মসম্পাদনের ধাপ হ্রাস পাবে। ▪ অনলাইন পেমেন্ট সুবিধা থাকায় ব্যাংক পেমেন্টের ঝামেলা পোহাতে হবে না। উদ্যোক্তাদের সময় এবং অর্থের সাশ্রয় হবে।
২০২১-২২	অনলাইন ঠিকাদার নিবন্ধন প্রক্রিয়া	অনলাইনে ঠিকাদার নিবন্ধন প্রক্রিয়া যা পূর্বের পদ্ধতির তুলনায় সহজ এবং দ্রুততর সময়ে নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে।	ফলে ঠিকাদারগণ নিম্নোক্ত সুবিধা লাভ করবেন : ▪ ঠিকাদারগণ ঘরে বসে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। ▪ যাতায়াতের ভোগান্তি হ্রাস পাবে। ▪ কর্মসম্পাদনের ধাপ হ্রাস পাবে। ▪ অনলাইনে নিবন্ধন ফি প্রদানের সুবিধা থাকায় ব্যাংকে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ফি প্রদানের ঝামেলা থাকবে না। ▪ ঠিকাদারদের সময় এবং অর্থের সাশ্রয় হবে।
২০২১-২২	৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য বিসিকের নিজস্ব ডোমেইন-এ পদবি/নাম অনুযায়ী ওয়েবমেইল আইডি খোলা	কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন অফিসিয়াল ডকুমেন্টস বিসিকের নিজস্ব ডোমেইন-এর ওয়েবমেইলের মাধ্যমে প্রেরণ ও গ্রহণ করবেন।	নিজস্ব ওয়েবমেইল ব্যবহারের ফলে অফিসের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ও অফিসিয়াল ডকুমেন্টস প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ই-মেইল আইডি ব্যবহারের ফলে কার্যসম্পাদন সহজ ও ভুল হওয়ার প্রবণতা কম হবে। এছাড়া কোনো কর্মকর্তা বদলি হলে অথবা কোনো কর্মকর্তার স্থলাভিষিক্ত হলে পূর্বের কর্মকর্তার নির্দিষ্ট আইডি ব্যবহারের ফলে সহজেই তার কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

১৪.৩ বিসিকের ইনোভেশন ও সুশাসন বিষয়ক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের জন্য অনলাইন ভিত্তিক ডেটাবেইজ কার্যক্রম (জিআইএস) চলমান;
- ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান;
- ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান;
- সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ কার্যক্রম (ই-সার্ভিস) চলমান;
- ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা (ওজিডি) ওয়েবসাইটে প্রদান কার্যক্রম চলমান;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারাবলে তথ্য সরবরাহ কার্যক্রম চলমান;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান;
- বিসিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম চলমান;
- বিসিক অনলাইন মার্কেট কার্যক্রম চলমান ও
- পণ্য ডিসপ্লে অ্যান্ড সেলস সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

১৪.৪ গবেষণা কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থবছরে বিসিক সম্পাদিত ০২টি গবেষণা কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- “বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়”
- “Foundry and Light Engineering Industries of Bogura : Present Scenario and Future Challenges”

১৪.৫ বিভিন্ন তহবিল হতে অনুদান প্রদান

বিসিকের বিভিন্ন অনুদান তহবিল হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৩৩জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ১৮,৭৮,০০০.০০ (আঠারো লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে আর্থিক বিশেষ অনুদান তহবিল হতে চিকিৎসা বাবদ ৪১জনকে ৪,৬০,০০০.০০ (চার লক্ষ ষাট হাজার) টাকা, মেয়ের বিবাহ বাবদ ১০জনকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা, দাফন-কাফন বাবদ ১২জনকে ১,২০,০০০.০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা, করোনাকালীন মৃত্যু বাবদ ৪জনকে ৮০,০০০.০০ (আশি হাজার) টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। এছাড়াও হিতৈষী তহবিল হতে ১জনকে ১,২০,০০০.০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা এবং কল্যাণ তহবিল হতে শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ১৬৫জনকে ৯,৯৮,০০০.০০ (নয় লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

১৪.৬ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিসিকের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব; রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২, নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ ও বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ শীর্ষক ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিসিকের নলগোলাস্থ জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে বিসিকের ১৬২ ডেসিমেল জমি পুনরুদ্ধার;
- ১০১৯২জনকে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ৬৮৭১জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৯৭টি কোর্সে ১৩০১জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৭৮৪১টি শিল্প ইউনিট নিবন্ধন প্রদান;
- ১২৩জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান এবং ৩৪জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান;
- ৫২টি সরাসরি ও ৫২টি অনলাইন মেলা আয়োজন এবং ৬৪টি মেলায় অংশগ্রহণ;
- ১৮.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন যা গত ৬১ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড;
- ১০৬৫৫.৫৫ মেট্রিক টন মধু উৎপাদন;
- ৬৩২১৪জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তাকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই ২০ (বিশ) হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের দ্বিতীয় পর্যায়ের (২০২১-২০২২ অর্থবছর) আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ৭৮২৫২টি ইউনিটের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক মোট ১৪০৪১.৯৬ কোটি টাকা বিতরণ, যা মোট প্যাকেজের ৭০.২৪%;
- বিসিকের অনুকূলে বিশেষ অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত ১০০.০০ (একশত) কোটি টাকার ১ম পর্যায়ের ৫০.০০ কোটি টাকা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৬৪টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে বিতরণ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২য় পর্যায়ের অবশিষ্ট ৫০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ;
- কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বিসিকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২২ পর্যন্ত বিসিকের প্রশিক্ষিত মোট ১৮৭৩৭জন উদ্যোক্তাকে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হলে ৪৯৫২জন উদ্যোক্তার মাঝে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক যুব ঋণ কর্মসূচির আওতায় মোট ৫৮.৮৯ কোটি টাকা বিতরণ;
- বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২২.৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ;
- ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) সংরক্ষিত স্টল ক্যাটাগরিতে গোল্ড ট্রফি অর্জন।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
BSCIC

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

১৫.১. পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের নবদিগন্তে বাংলাদেশ। বিজয় অর্জনের ৫১ বছরের পথচলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। একাত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যেমন একটি স্বাধীন দেশ বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পেয়েছে, ঠিক তেমনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অচিন্তনীয় মেধা, অবিচল আস্থা ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃপ্ত শপথে অসম্ভব ও দুরূহ কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নের নেতৃত্বে সৃষ্টি হচ্ছে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বিলম্বে হলেও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে সকল মানদণ্ডে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা ২০২৬ সালে চূড়ান্তভাবে উন্নীত হবে। যে অর্থনৈতিক উন্নতি ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে, তার সুফল আরও অধিক মাত্রায় জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছাতে হবে এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্যিকারের সুখী-সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫শে জুন ২০২২ তারিখ পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেন এবং তা ২৬শে জুন ২০২২ তারিখ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পদ্মা সেতুর উদ্বোধন আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথপরিক্রমায় একটি বিশেষ দিন এবং জাতীয় আত্মমর্যাদার মাইলফলক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ় নেতৃত্বের ফসল এ সেতু। পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে দেশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বাধা দূর হয়েছে এবং একটি সমন্বিত ও একীভূত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে যা দেশের জিডিপি আনুমানিক ১.২% বৃদ্ধি করবে। অন্যদিকে পদ্মা সেতুতে রেল চলাচল শুরু হলে জিডিপি আনুমানিক আরও ১.০% বৃদ্ধি করবে। পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যা ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধিকন্তু আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও পদ্মা সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে; বিশেষ করে বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল (বিবিআইএন) মোটরযান চুক্তির বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এ সেতুর ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মংলা ও পায়রা বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, সেতুর দুই ধারে রেল সংযোগ, ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে ও রেল সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্পূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে পদ্মা সেতু। ফলে ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এসব দেশে রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, খুলনা, যশোর ও বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে শিল্পায়ন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কি.মি. (১৭,০০০ বর্গ মাইল) বা দেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চলজুড়ে ৫ কোটি জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। এ সেতু নির্মাণে নদীশাসনের ফলে ১৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ৯ হাজার হেক্টর জমি নদীভাঙন থেকে রেহাই পাবে। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের সঙ্গে বিভিন্ন জেলার সরাসরি যোগাযোগ শ্রমের গতিশীলতা বাড়াবে। এ সেতুকেন্দ্রিক আনুমানিক ২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও অর্থায়ন ত্বরান্বিত করবে এবং সেতুর উভয় পাশেই ব্যাপক হারে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ ঘটবে, যা সচল রাখবে দেশের অর্থনীতির চাকা।

সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ ৮ হাজার অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৪১.৮৬% এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ৩০.২৩%। অধিকন্তু এসডিজি অর্জন ও রূপকল্প ২০৪১ (কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা) বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো টেকসই উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য অবলুপ্তি করা। ক্রমবর্ধনশীল শ্রমশক্তি এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে সরকারি এবং বেসরকারি, উভয় ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধিরই প্রয়োজন রয়েছে।

শিল্পোদ্যোক্তারা দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিনিয়োগে প্রস্তুত। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প কারখানা স্থাপনে পরিকল্পিত জায়গার জোগান দেওয়া সম্ভব না হলে যত্রতত্রভাবে শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে, পরিবেশ বিনষ্ট করবে। এ বাস্তবতায় এবং সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহযোগিতায় বিসিক পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণে পরিকল্পিত শিল্প পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে ২০০০ (দুহাজার) একর জায়গায় মোট ৬টি পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে আনুমানিক ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে) প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫৭ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন অ্যাক্ট' উপস্থাপন করেন, যার মাধ্যমে 'ইপসিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) নামে আত্মপ্রকাশ করে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিকের মাধ্যমেই মূলত দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরিকল্পিত শিল্পনগরী স্থাপন করে বিসিক দেশে অনুকরণযোগ্য শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সারা দেশে ২১৯৪.৪ একর জায়গায় বিসিকের ৮০টি শিল্পনগরী রয়েছে। যেখানে প্রায় ৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল শিল্পনগরীতে মোট ৬৩ হাজার ৩১৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে এবং সরকারকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৩ হাজার ৩৭০ কোটি টাকার ভ্যাট-ট্যাক্স প্রদান করা হয়। বিসিক শিল্পনগরীতে বস্ত্র, ঔষধ, ইলেক্ট্রনিক্স ও হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, মোটর গাড়ি সংযোজন, বাইসাইকেল সংযোজন, অটোমোবাইল, চামড়া ও পাদুকা, খাদ্য ও বেকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ইতোমধ্যে যেসকল শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প থেকে বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়েছে তার মধ্যে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, ওয়ান ফার্মা, জেনিথ ফার্মা, গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস, প্রাণ-আরএফএল, বিআরবি ক্যাবলস, হ্যামকো ব্যাটারিজ, ফকির অ্যাপারেলস, ওয়েল গ্রুপ, ন্যাশনাল ফ্যান ইন্ডাস্ট্রিজ, রাজশাহী সিল্ক, ফরচুন সুজ, আলীম অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, গ্লোব ইন্ডাস্ট্রিজ, কিয়াম মেটাল, ফুলকলি, বনফুল, লক্ষ্মীপুরের লাভ ক্যান্ডি, মেরিডিয়ান চিপস, মতিন টেক্সটাইল, বগুড়ার ফাউন্ড্রি ও হালকা প্রকৌশল শিল্প, ফেবিয়ান এক্সেসরিজ, বেঙ্গল বিস্কুট অন্যতম। বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানি আয়ের ১১% বিসিক শিল্পনগরীগুলো হতেই অর্জিত হয়ে থাকে। এসকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পদ্মা সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলায় বিসিক শিল্পনগরীর তথ্য নিম্নরূপ :

ক্র.	শিল্পনগরীর নাম (স্থাপনকাল)	জায়গার পরিমাণ (একর)	স্থাপিত শিল্প খাতসমূহ
০১	ফরিদপুর শিল্পনগরী (১৯৮৭)	১৫.৬	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বনজ শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, ট্যানারি, চামড়া ও রাবার শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, সেবা খাত।
০২	রাজবাড়ী শিল্পনগরী (১৯৬৪)	১৫.২৮	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প।
০৩	মাদারীপুর শিল্পনগরী (১৯৮১)	১৬.৩৩	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বনজ শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, কাচ ও সিরামিক শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, সেবা খাত, বিবিধ শিল্প।
০৪	মাদারীপুর শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (২০২১)	২১.৩৬	প্লট বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্র.	শিল্পনগরীর নাম (স্থাপনকাল)	জায়গার পরিমাণ (একর)	স্থাপিত শিল্প খাতসমূহ
০৫	গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী (১৯৯৫)	১০.৫	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বনজ শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, কাচ ও সিরামিক শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, সেবা খাত, বিবিধ শিল্প।
০৬	গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (২০২১)	৫০.০০	প্লট বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৭	শরীয়তপুর শিল্পনগরী (২০০০)	১৩.৬৭	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, বিবিধ শিল্প।
০৮	খুলনা শিল্পনগরী (১৯৬১)	৪৪.১	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বনজ শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প।
০৯	বাগেরহাট শিল্পনগরী (১৯৯৫)	১৯.৩	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, বিবিধ শিল্প।
১০	সাতক্ষীরা শিল্পনগরী (১৯৮৮)	১৪.৫৩	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, বনজ শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, বিবিধ শিল্প।
১১	যশোর শিল্পনগরী (১৯৬২)	৫০.০৪	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, বনজ শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, কাচ ও সিরামিক শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প।
১২	ঝিনাইদহ শিল্পনগরী (১৯৯৫)	১৫.৭০	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, ট্যানারি, চামড়া ও রাবার শিল্প, কাচ ও সিরামিক শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, বিবিধ শিল্প।
১৩	কুষ্টিয়া শিল্পনগরী (১৯৬৩)	১৮.৪৯	পাট ও পাটজাত শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প।
১৪	মেহেরপুর শিল্পনগরী (২০০৩)	১০.০০	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, বনজ শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, প্রকৌশল শিল্প।
১৫	বরিশাল শিল্পনগরী (১৯৬০)	১৩০.৬১	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, বনজ শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, ট্যানারি, চামড়া ও রাবার শিল্প, কাচ ও সিরামিক শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, সেবা খাত।
১৬	স্বরূপকাঠি শিল্পনগরী (১৯৬১)	২৪.৭৪	বনজ শিল্প।
১৭	পটুয়াখালী শিল্পনগরী (১৯৮২)	১৫.৪০	বস্ত্র শিল্প, বনজ শিল্প, কাচ ও সিরামিক শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প।
১৮	ভোলা শিল্পনগরী (১৯৯২)	১৪.৪৫	বনজ শিল্প।
১৯	ঝালকাঠি শিল্পনগরী (২০১৯)	১১.০৮	বনজ শিল্প।
২০	বরগুনা শিল্পনগরী (২০২১)	১০.২০	প্লট বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২১	চুয়াডাঙ্গা শিল্পনগরী (২০২১)	২৫.১২	প্লট বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক বিসিকের চলমান ৪টি প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ :

০১. বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (চলমান)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ৩০৮.৩৩ একর জায়গায় 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে আনুমানিক ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

০২. বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (চলমান)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ৫০ একর জায়গায় 'বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে আনুমানিক ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

০৩. বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (চলমান)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ১০০ একর জায়গায় 'বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে আনুমানিক ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

০৪. বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (চলমান)

বরিশাল সদর উপজেলায় ৩৭.৫৯ একর জায়গায় 'বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে আনুমানিক ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক বিসিকের প্রস্তাবিত ৭টি প্রকল্প

০১. বিসিক নগরকান্দা শিল্প পার্ক, ফরিদপুর

পদ্মা সেতু চালু হওয়া ও প্রস্তাবিত বিভাগীয় শহর ফরিদপুরকে কেন্দ্র করে দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পায়নে নবযাত্রা শুরু হবে। এসব দিক বিবেচনায় বিসিক ফরিদপুর জেলার নগরকান্দায় ৫০০ একর জায়গা নিয়ে একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে শিল্প পার্ক স্থাপনে জেলা প্রশাসক হতে জমি প্রাপ্তির সম্মতি পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ২.৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

০২. বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যশোর

ফাউন্ড্রি শিল্প, হালকা প্রকৌশল ও অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অন্যতম বড় হাব হচ্ছে যশোর জেলা। এসব প্রতিষ্ঠান যাতে পরিবেশবান্ধব শিল্প এলাকায় গড়ে উঠতে পারে সেজন্য বিসিক যশোর জেলায় ৪১০.০৮ একর আয়তনের একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে শিল্প পার্ক স্থাপনে জেলা প্রশাসক হতে জমি প্রাপ্তির সম্মতি পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এবং হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতে আনুমানিক ২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

০৩. বিসিক শিবচর শিল্প পার্ক, মাদারীপুর

৩৫০ একর জায়গায় প্রস্তাবিত শিল্প পার্কটি একটি মাল্টি-সেক্টরাল শিল্প পার্ক হিসেবে গড়ে উঠবে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গায় পরিণত হবে। এ বাস্তবতায় প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে শিল্প পার্ক স্থাপনে জেলা প্রশাসক হতে জমি প্রাপ্তির সম্মতি পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ১.৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

০৪. বিসিক শিল্প পার্ক, নড়াইল

পদ্মা সেতুর ফলে ঢাকা থেকে নড়াইল যোগাযোগ সহজ হবে। অধিকন্তু মংলা বন্দর চালু হওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, দেশের রপ্তানিখাত সমৃদ্ধ হবে। এ বাস্তবতায় নড়াইল জেলায় ৩৫০ একর আয়তনের একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে বিসিক। ইতোমধ্যে শিল্প পার্ক স্থাপনে জেলা প্রশাসক হতে জমি প্রাপ্তির সম্মতি পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ১.৫-২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

০৫. বিসিক শিল্প পার্ক, মাগুরা

পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জেলার মতো মাগুরা জেলায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে। এ বিবেচনায় বিসিক ইতোমধ্যে ১৯৩.৬ একর আয়তনের জায়গায় শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে শিল্প পার্ক স্থাপনে জেলা প্রশাসক হতে জমি প্রাপ্তির সম্মতি পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

০৬. বিসিক শিল্প পার্ক, পিরোজপুর

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পিরোজপুর জেলায় পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের লক্ষ্যে ৩০৯.৭৩ একর জায়গায় শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শিল্প পার্ক স্থাপনে জেলা প্রশাসক হতে জমি প্রাপ্তির সম্মতি পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ১.৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

০৭. বিসিক জাজিরা শিল্প পার্ক, শরীয়তপুর

শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বেজা'র নিকট ৩০০ একর জমি চাওয়া হয়েছে। জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে শিল্প পার্ক স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে বিসিক বেজা কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। শিল্প পার্কটি স্থাপিত হলে প্রায় ১.৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে হালকা প্রকৌশল শিল্প, খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, বনজ শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, কাচ ও সিরামিক শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, ট্যানারি, চামড়া, রাবার শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, অটোমোবাইল শিল্প, সেবা খাত, বিবিধ শিল্প গড়ে উঠবে যেখানে প্রায় ১৪-১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু বিসিকের প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় পদ্মাসেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে 'বিসিক ঝিনাইদহ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প, ঝিনাইদহ'; 'বিসিক ভাঙ্গা শিল্প পার্ক, ফরিদপুর'; 'বিসিক রাজারহাট চামড়া শিল্প পার্ক, যশোর'; 'বিসিক শিল্প পার্ক, বাগেরহাট'; 'বিসিক চর ফ্যাশন শিল্প পার্ক, ভোলা' স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল :

বিসিকের সাংগঠনিক সক্ষমতা ব্যবহার করে সমন্বিতভাবে একই সময়ে প্রস্তাবিত ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষ কর্মসূচির অধীন প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে ৬টি জেলার জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে জমি অধিগ্রহণের জন্য সম্মতিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ড্রইং, ডিজাইনসহ প্রাক্কলনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক ৮০০০ (আট হাজার) কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়বে এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ২০২৩ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বছরভিত্তিক বিশেষ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন পড়বে।

বিসিক দেশের কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ অনুযায়ী দেশে কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পোদ্যোক্তা প্রায় ৯৯.৯৩ শতাংশ। দেশের প্রায় ৭ দশমিক ৭৬ মিলিয়ন সিএমএসএমই রয়েছে এবং ব্যক্তিখাতের মধ্যে তাদের অবদান প্রায় ৯০ শতাংশ। জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ২৫ শতাংশ, শিল্প উৎপাদনে ৯০ শতাংশ, মোট উৎপাদনে ৪৫ শতাংশ, শিল্প কর্মসংস্থানে ৮০ শতাংশ, সামগ্রিক কর্মসংস্থানে ৩৫.৫ থেকে ৫০ শতাংশ, রপ্তানিতে অবদান ৭৫ শতাংশ। এ খাত শিল্পায়নের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে থাকে। পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পায়নের যে বিকাশ ত্বরান্বিত হবে সেখানে সিএমএসএমই খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। দেশের সিএমএসএমই খাতের বিকাশে পরিবেশসম্মত টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পদ্মা সেতুকে ঘিরে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাতে যেন কোনোভাবেই পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে সেদিকে মনোযোগ প্রদান করে বিসিকের প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকর সহযোগিতা প্রত্যাশিত।

১৫.২ বিসিকের মহাপরিকল্পনা (২০২১-৪১)

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনাটি ২০২১-৪১ অর্থাৎ ২০ (বিশ) বছরে বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিকের রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যকে সরকারের সকল ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমান্তরালে রেখে মৌলিক, যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং ফলপ্রসূ ১৩ (তেরো)টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।

বিসিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য (Objectives)

- সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব ঘটানো;
- দেশের শিল্পায়নের জন্য অপরিহার্য কার্যক্রমসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান;
- দেশে চলমান সুপরিকল্পিত উন্নয়নের স্রোতধারায় বিসিকের যথাযথ ভূমিকা পালন নিশ্চিতকরণ;
- বিসিকের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও ভাবমূর্তি উন্নয়ন;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন;
- বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি;
- রপ্তানি বহুমুখীকরণ;
- পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তাকরণ ।

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ (Flagship Programs)

১। শিল্প নিবন্ধন ও ইনকিউবেশন সেন্টারের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

এ কার্যক্রমের আওতায় দুটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

(ক) শিল্প নিবন্ধন এবং (খ) ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন

- ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ, ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫ লক্ষ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১ কোটি কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প নিবন্ধন প্রদান;
- সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি এবং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে শিল্প নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পলিসি অ্যাডভোকেসি করা;
- ২০২২ সালের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের ০৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিসিক বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন।

২। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বিশেষায়িত শিল্প পার্ক স্থাপন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে বিসিকে 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন অধিশাখা' গঠন;
- ২০৪১ সালের মধ্যে ১ কোটি উদ্যোক্তার মধ্যে ৫০% নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ;
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষায়িত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ইনকিউবেশন সেন্টার চালু;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু;
- বিনিত ঋণসহ অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমে নারী উদ্যোক্তদের জন্য কোটা সুবিধা, হ্রাসকৃত সুদের হার ও গ্রেস পিরিয়ড প্রদান;
- পণ্য বাজারজাত করার জন্য উদ্যোক্তা মেলা/উদ্যোক্তা হাট/অনলাইন মেলার আয়োজন।

৩। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

- ২০২৫ সালের মধ্যে বিদ্যমান ১৫টি জেলার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন এবং অবশিষ্ট ৪৯টি জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- ২০৩০ সালের মধ্যে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন ;
- টেকনোপ্রেনিউর (Technopreneur) তৈরির জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি এবং প্রশিক্ষণ কোর্স (কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, গ্রাফিকস ডিজাইন ও থ্রিডি প্রিন্টিং, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ড্যাটা অ্যানালাইসিস ইত্যাদি) আয়োজন ;
- বর্তমানে চলমান প্রশিক্ষণ মডিউল যুগোপযোগীকরণ এবং উদ্যোক্তাদের চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন;
- বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নকল্পে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়াসহ ১ কোটি উদ্যোক্তা তৈরিকরণ।

৪। শিল্প ঋণ বিতরণ ও তদারকি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

- বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) কর্মসূচির ঋণ তহবিল ২০২৫ সালের মধ্যে ৩,৫০০ কোটি, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫,০০০ কোটি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১৫,০০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ;
- বিনিত ঋণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ ও মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ক্রেডিট অফিসার নিয়োগ এবং এর কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-এর তালিকাভুক্ত নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিকের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- বিসিক কর্তৃক 'এমএসএমই ব্যাংক' প্রতিষ্ঠাকরণ।

৫। 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের' মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ

এ কার্যক্রমের আওতায় দুটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

(ক) ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের' মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান;

(খ) সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সাবকন্ট্রাক্টিং কার্যক্রম জোরদারকরণ।

- ২০২৫ সালের মধ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বিসিকের নিজস্ব ২৮টি সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার নিম্নোক্ত ১৩টি সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় আনয়ন;

- ২০২২ সালের মধ্যে বিসিকের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট প্রতিষ্ঠাকরণ;
- সাবকন্ট্রাক্টিং গেজেট বিধিমালা-১৯৮৯, পিপিআর ২০০৮ এবং সাবকন্ট্রাক্টিং সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনসমূহকে সামঞ্জস্য করে এ বিষয়ক সকল বাধাসমূহ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে সাবকন্ট্রাক্টিং আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

৬। ‘বিসিক অনলাইন মার্কেট’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পণ্য/সেবা বিক্রয় ও বাজারজাতকরণে সহায়তাকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে দেশব্যাপী প্রায় ৭ লক্ষ, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ সিএমএসএমই উদ্যোক্তাকে বিসিক অনলাইন মার্কেটে যুক্তকরণ;
- বিসিকের ৬৪ জেলায় ‘বিসিক বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র’ স্থাপন এবং তা ‘বিসিক অনলাইন মার্কেট’-এর সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্কের পণ্য সংগ্রহ ও বিতরণের জেলা সংযোগ বিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ‘বিসিক অনলাইন মার্কেট’ বিসিকের শতভাগ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন এবং একটি পৃথক অনলাইন মার্কেটিং অধিশাখা প্রতিষ্ঠাকরণ।

৭। উদ্যোক্তাদের পণ্য/সেবার প্রচার ও বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য উদ্যোক্তা মেলা/উদ্যোক্তা হাট আয়োজন

- প্রতি বছর অন্তত ১৫জন উদ্যোক্তাকে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;
- বিসিক কর্তৃক ইপিবি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক মিশন ও দূতাবাসের সহায়তায় বিদেশে মেলা/প্রদর্শনী/উদ্যোক্তা হাট/ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনে অংশগ্রহণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে বিসিকের ৬৪টি জেলায় পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র (Product Display cum Sales Centre) স্থাপন;
- নিবন্ধিত উদ্যোক্তা/আগ্রহী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের একক বা কনসোর্টিয়ামের সহায়তায় বিসিক কর্তৃক মেলা/ প্রদর্শনী/উদ্যোক্তা হাট/ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন এবং এর মাধ্যমে প্রতি বছর ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব অর্জন;
- প্রতিবছর ১০% হারে অধিক মেলা আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ;
- ২০২২ সাল হতে মেলা/প্রদর্শনী/উদ্যোক্তা হাট/ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনে আবেদন গ্রহণ, স্টল বরাদ্দ ও মেলা সংক্রান্ত তথ্য/ডাটাবেজ সংরক্ষণ বিসিকের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পাদন।

৮। সারাদেশব্যাপী ১০০টি আধুনিক সুবিধা সংবলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন

- ২০৪১ সালের মধ্যে সারাদেশে ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০টি আধুনিক সুবিধা সংবলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন;
- মহাপরিকল্পনাটি ৩টি মেয়াদে অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি (২০২১-২৫), মধ্যমেয়াদি (২০২৫-৩০) ও দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৪১) পরিকল্পনা হিসেবে বাস্তবায়ন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে ৫,০০০ একর জমিতে ১০টি শিল্পনগরী স্থাপন করে ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০টি পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের রপ্তানি আয় ১০০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ।

৯। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

- ২০২৫ সালের মধ্যে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের জন্য ‘বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (২)’ প্রকল্প স্থাপন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও দুটি চামড়া শিল্পপার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ;
- উন্নত সিইটিপি, লেদার ইনস্টিটিউট এবং চামড়াজাত পণ্য তৈরির জন্য ২০০ একর জায়গায় আরও একটি শিল্পপার্ক স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। চামড়া শিল্প মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশের নিম্নলিখিত বৃহত্তর জেলাগুলোতে পর্যায়ক্রমে কাঁচা চামড়ার প্রাচুর্যের ভিত্তিতে আরও চামড়াজাত পণ্য শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে :
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, খুলনা (২০২৫-২৬)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিলেট (২০২৫-২৬)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বরিশাল (২০২৭-২৮)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রংপুর (২০২৭-২৮)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ময়মনসিংহ (২০২৮-২৯)
- বিসিক কর্তৃক ২০৩০-৪১ মেয়াদে অঞ্চলভিত্তিক নিম্নলিখিত ১৩টি চামড়া সংরক্ষণাগার স্থাপন :
  ১। ঢাকা আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী);
  ২। ফরিদপুর আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর);
  ৩। ময়মনসিংহ আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ);
  ৪। জামালপুর আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ);
  ৫। কুমিল্লা আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (কুমিল্লা, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর)
  ৬। চট্টগ্রাম আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান);
  ৭। খুলনা আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর)
  ৮। ঝিনাইদহ আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (যশোর, মেহেরপুর, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ঝিনাইদহ);
  ৯। সিলেট আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ)
  ১০। বরিশাল আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা);
  ১১। বগুড়া আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, নাটোর);
  ১২। রাজশাহী আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (রাজশাহী, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ);
  ১৩। রংপুর আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট)
- পরিবেশ বিষয়ক মান নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বিতভাবে বিশেষ নিরীক্ষা ইউনিট গঠন এবং নিয়মিত পরিবেশগত Compliance ইস্যু সমাধানে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, এবং Conformity সনদ প্রদান করা;
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যেমন লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG), আইএসও প্রভৃতি হতে পরিচ্ছন্ন উপায়ে Traceability নিশ্চিত করে চামড়াজাত শিল্প পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনকারী ক্লাস্টারসমূহকে বিসিক জেলা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্তকরণ এবং ক্লাস্টারসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও অবকাঠামো উন্নয়ন;
- চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা কারখানার সুপারভাইজার, পণ্যের নকশা কারক, টেকনিশিয়ান, অপারেটরদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স চালুকরণ এবং বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র ও নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- এ শিল্পের কঠিন বর্জ্য অপসারণ করার পদ্ধতি ও পুনর্ব্যবহার করার সম্ভাবনা বিষয়ে বিশেষ গবেষণা পরিচালনাকরণ।

১০। রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ

- ১০ টি রপ্তানিযোগ্য পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং পণ্য উন্নয়ন (Product Development) বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ;
- পণ্য বৈচিত্রকরণ (Product Diversification), মান নিয়ন্ত্রন ও রপ্তানি কমপ্লায়েন্স বিষয়ক কর্মসূচি আয়োজন;
- পণ্যভিত্তিক রপ্তানি তথ্য ও রপ্তানি বাজার সম্পর্কিত ড্যাটাবেইজ প্রণয়ন;
- রপ্তানি বৈচিত্রকরণের লক্ষ্যে একক পণ্যভিত্তিক (মনোটাইপ) শিল্প পার্ক স্থাপন;
- বিসিক শিল্প পার্কসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের লক্ষ্যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগের কোম্পানিসমূহকে শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান;
- নতুন নতুন শিল্প পার্ক স্থাপনে সবুজ শিল্পায়নের ধারণা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ;
- সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উৎপাদিত দেশীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পণ্যসমূহের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা;
- দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যসমূহের ভৌগোলিক নির্দেশক সনদ (GI) প্রাপ্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাজার সম্প্রসারণ;
- নতুন শিল্প পার্কসমূহে ইটিপি, কঠিন বর্জ্য পরিশোধন, পরিবেশগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ এবং চামড়াজাত শিল্প খাতের লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG) সনদের ন্যায় সকল খাতের জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অর্জনের দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশীয় শিল্পের শক্তিশালী ভাবমূর্তি সৃষ্টিকরণ।

১১। আয়োডিন অভাবজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসকরণে সর্বজনীন লবণ আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে লবণ উৎপাদন কেন্দ্র কক্সবাজারে একটি লবণ গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিউট স্থাপন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে চট্টগ্রামে একটি পরিবেশবান্ধব লবণ শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় লবণ সংরক্ষণ ও আপদকালীন কাজে ১-২ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বাফার গুদাম স্থাপন;
- ২০৪১ সালের মধ্যে সর্বজনীন লবণ আয়োডিনযুক্তকরণ ৯০% এ উন্নীতকরণ;
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন লবণ চাষের উপযুক্ত জমি বিসিকের আওতায় এনে প্রকৃত লবণ চাষীদের মধ্যে বরাদ্দকরণ;
- লবণ চাষে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

১২। মধু উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারকরণ

- বিসিকের ধামরাই শিল্পনগরীতে অবস্থিত মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের আদলে দেশের সম্ভাবনাময় আরও ১০টি স্থানে ২০২৫ সালের মধ্যে মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন;
- বিসিকের উন্নয়ন শাখার আওতায় মৌচাষ ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে মধু উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ;
- আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছর ১৫ টন মধু উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের পরিকল্পনা গ্রহণ।

১৩। বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ

- বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগকে শক্তিশালীকরণ এবং প্রতি বছর জাতীয় শিল্পনীতির আলোকে ২-৩ টি শিল্প খাতের (সাব সেক্টর স্টাডি) ওপর আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- শিল্পখাতভিত্তিক সম্ভাবনাময় পণ্য/ব্যবসার প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন;
- বিসিক শিল্পনগরীর অবদান বিষয়ক পরিসংখ্যান নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

- নিয়মিতভাবে বিসিক শিল্পনগরীসহ সারাদেশের সফল সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ওপর কেইস স্টাডি পরিচালনা;
- সম্ভাবনাময় সিএমএসএমই পণ্যের বাজার চাহিদা নিরূপণের জন্য গবেষণা পরিচালনা;
- বিসিকের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির ওপর অ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা;
- নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা;
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিসিক বার্তা (বিসিক বুলেটিন) প্রকাশ নিশ্চিতকরণ;
- বিসিক শিল্পনগরী, শিল্প পার্ক ও অন্যান্য অবকাঠামোগত নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটির জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিপিপি প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ফিজিবিলিটি রিপোর্ট ও প্রজেক্ট সম্পাদন প্রতিবেদনের তুলনামূলক স্টাডি;
- দেশব্যাপী কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের তথ্য-উপাত্ত অনলাইন ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ।

১৫.৩ বিসিকের চ্যালেঞ্জসমূহ

- শিল্পনগরীর খালি ও অব্যবহৃত প্লটসমূহের ১০০% বরাদ্দ প্রদান;
- রুগ্‌ণ/বন্ধ শিল্প ইউনিটসমূহ চালুকরণ;
- মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নতুন শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিটসমূহে শতভাগ ইটিপি স্থাপন ও
- Leather Working Group (LWG) সার্টিফিকেটের যোগ্যতা অর্জনে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

১৫.৪ সুপারিশসমূহ

- বিসিকের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত (এমআইএস, এপিএ, ঋণ, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ও অন্যান্য) আদান-প্রদান ও সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল ডেটাবেজ সফটওয়্যার/সার্ভার স্থাপন;
- ই-ফাইলিং/এপিএ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসকল বিভাগ/শাখায় উক্ত কার্যক্রমসমূহের অর্জনের হার বেশি, সেসকল বিভাগ/শাখাকে বছর শেষে পুরস্কৃতকরণ;
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রবিধান প্রণয়ন;
- ৬৪ জেলায় 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা;
- শূন্যপদে নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা;
- রুগ্‌ণ/বন্ধ শিল্প ইউনিট দ্রুত চালুর পদক্ষেপ নেয়া ও
- বিসিক প্রস্তাবিত নতুন অর্গানোগ্রাম দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

১৫.৫ উপসংহার

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের ঐতিহ্য ও দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সুরক্ষায় বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশকে শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বিসিক নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছে এবং শিল্প স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে সামগ্রিক সহায়তা করতে দেশব্যাপী শিল্পনগরী ও শিল্পপার্ক স্থাপনের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিসিকের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০টি শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, জাতীয় আয় বাড়বে এবং বাংলাদেশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নত দেশের স্তরে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। লবণ উৎপাদন ও আয়োডিন মিশ্রিত ভোজ্য লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিসিক লবণ চাষিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মনিটরিং করছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে বিসিক নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

ফটোগ্যালারি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

ষোড়শ অধ্যায়

ফটোগ্যালারি

বিসিক ভবনে (তেজগাঁও, ঢাকা) স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতার ম্যুরালে বিসিকের কর্মকর্তাবৃন্দের শ্রদ্ধা নিবেদন

ডিসেম্বর ২০২১ মাসে বাস্তবায়িত রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ পরিদর্শনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, রাজশাহীর মাননীয় মেয়র, বিসিক

বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ পরিদর্শনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, শিল্প সচিব এবং বিসিক চেয়ারম্যান

বিসিকের সিরাজগঞ্জ শিল্পপার্ক পরিদর্শন শেষে মতবিনিময় সভায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী, শিল্প সচিব ও বিসিক চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

এপিআই শিল্পপার্ক সংশ্লিষ্টদের সাথে
মতবিনিময় সভা
প্রধান অতিথি : জনাব জাকিয়া সুলতানা সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক

বিসিকের এপিআই শিল্পপার্ক পরিদর্শন শেষে মতবিনিময় সভায় শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা

বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী পরিদর্শনে বিসিক চেয়ারম্যান

রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ পরিদর্শনে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব শেখ ইউসুফ হারুন, রাজশাহীর জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

২৪-০২-২০২২ খ্রি. তারিখে ইতালির রাষ্ট্রদূত জনাব Enrico Nunziata বিসিক চামড়া শিল্পনগরীস্থ সিইটিপি ও ট্যানারি পরিদর্শন করেন। এ সময় জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়; জনাব মোস্তাক আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, DTIEWTPCL, মোঃ মাহফুজুর রহমান রিজোয়ান, নির্বাহী প্রকৌশলী, চামড়া শিল্পনগরী, বিসিক এবং DTIEWTPCL-এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন

চামড়া শিল্পনগরী, সাভারের আধুনিক কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও এর সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহ পরিদর্শনে বিসিক চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

জুন ২০২২ মাসে বাস্তবায়িত টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জে বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী

জুন ২০২২ মাসে বাস্তবায়িত বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব

কক্সবাজারে বিসিকের সহায়তায় লবণ উৎপাদন কার্যক্রমে কর্মরত লবণ চাষিগণ

বিসিক লবণ পয়েন্ট
(বিনামূল্যে লবণ বিতরণ)

হাট ইজারাদারদের সহায়তায় যশোরসহ সারাদেশে গুরুত্বপূর্ণ কোরবানির পশুর হাটগুলোতে বিসিক লবণ পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ ক্রেতা ও চামড়া ব্যবসায়ীদের মাঝে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত লিফলেটসহ বিনামূল্যে শিল্প লবণ বিতরণ করা হয়

বিসিক জেলা কার্যালয়, যশোরে স্থাপিত বঙ্গাবন্ধু কর্নার উদ্বোধন

ঋণের চেক বিতরণ
আয়োজনেঃ বিসিক জেলা কার্যালয়
নোয়াখালী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় নোয়াখালী জেলায় ঋণ বিতরণ

বিসিক জেলা কার্যালয়, সিলেট আয়োজিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ শীর্ষক সেমিনার

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় বিসিক জামদানি শিল্পনগরীতে শৈল্পিক বুননে ব্যস্ত জামদানির কারিগর ও শিল্পীরা

পরিশিষ্ট-ক

বিসিকের ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র অর্জন

ক্র.নং	বিষয়	প্রদত্ত নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
০১	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	৭০	৫৮.৯২
০২	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	৩০	২৫.২৫
মোট		১০০	৮৪.১৭

ক্র. নং	সংযোজনীসমূহ	প্রদত্ত নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	সংযোজনী- ৪	১০	৮.২৯
২.	সংযোজনী- ৫	১০	৭.৩৬
৩.	সংযোজনী- ৬	৪	৩.৬৩২
৪.	সংযোজনী- ৭	৩	৩.০
৫.	সংযোজনী- ৮	৩	২.৯৬৪
মোট		৩০	২৫.২৫

সেকশন ৩

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র (সংশোধিত ও অনুমোদিত)

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০১৯-২০	২০২০-২১*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
[১] পরিবেশবান্ধব মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শিল্পপ্লটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	২১	[১.১] ৫টি শিল্পনগরী স্থাপন	[১.১.১] রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত	%	১.০০	০	৬৫	১০০	৯০	৮৫	৭৫	৭০	১০০	১.০	
			[১.১.২] বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত	%	১.০০	১২	১৮	৬০	৫০	৪০	৩০	২৫	–	০.০	
			[১.১.৩] বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত	%	১.০০	০	৪৫	১০০	৮৫	৭৫	৬৫	৫৫	৭৩	০.৭৮	
			[১.১.৪] বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত	%	১.০০	৭৯	৮৩	১০০	৯৭	৯৫	৯৩	৯০	১০০	১.০	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০১৯-২০	২০২০-২১*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
			[১.১.৫] নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত	%	১.০০	১.৫	৫২	১০০	৯০	৮৫	৭৫	৬৫	৯৯	০.৯৯	
		[১.২] ১টি শিল্প পার্ক স্থাপন	[১.২.১] সিরাজগঞ্জ শিল্পপার্ক স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত	%	১.০০	৫০	৫২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৭৫	০.৭৫	
		[১.৩] ১টি শিল্প পার্ক ও ১টি শিল্পনগরীর খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন	[১.৩.১] আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের প্রণীত ডিপিপি	তারিখ	তারিখ	১.০০	_	_	৩১-১২-২১	৩১-০১-২২	২৮-০২-২২	৩১-০৩-২২	৩০-০৪-২২	-	০.০	
			[১.৩.২] ‘বিসিক হালকা প্রকৌশল ও অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পনগরী, যশোর’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রণীত ডিপিপি	তারিখ	তারিখ	১.০০	-	-	২৮-০২-২০২২	৩১-০৩-২০২২	৩০-০৪-২০২২	৩১-০৫-২০২২	২০-০৬-২০২২	-	০.০	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০১৯-২০	২০২০-২১*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		[১.৪] প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন	[১.৪.১] প্রণয়নকৃত প্রজেক্ট প্রফাইল	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	৪৫৩	৩৮০	৪৫৭	৪৪০	৪১০	৩৮০	৩৫০	৫১১	১.০	
		[১.৫] সাব-সেক্টর স্টাডি প্রণয়ন ও প্রকাশ	[১.৫.১] প্রণয়নকৃত ও প্রকাশিত সাব-সেক্টর স্টাডি	সমষ্টি	সংখ্যা	২.০০	৩৪	২৪	৪২	৩৬	৩০	২৪	২০	৪৪	২.০	
		[১.৬] বিপণন সমীক্ষা	[১.৬.১] প্রণয়নকৃত বিপণন সমীক্ষা	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	৩৯০	২৮৩	৩৫০	৩২৫	৩০০	২৮৩	২৭০	৩৯৮	১.০	
		[১.৭] পণ্যের নকশা নমুনা উন্নয়ন	[১.৭.১] উন্নয়নকৃত পণ্যের নকশা নমুনা	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	৪১৩	৩১৪	৪৪০	৪০০	৩৫০	৩১৪	২৯০	৪৪০	১.০	
		[১.৮] কারিগরি তথ্য সংগ্রহ	[১.৮.১] সংগৃহীত কারিগরি তথ্য	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	৪৮	৫২	৬০	৫৭	৫৪	৫২	৪৫	৬০	১.০	
		[১.৯] রুগ্ণ/বন্ধ শিল্প ইউনিট চালুকরণে সহায়তা প্রদান	[১.৯.১] চালুকৃত শিল্প ইউনিট	সমষ্টি	%	১.০০	-	১৭.৯	২৫	২৩	২০	১৭.৯	১৫	৭.২৭	০.০	২০২১-২২ অর্থবছরের শুরুতে রুগ্ণ/বন্ধ শিল্প ইউনিট ছিল ৬০৫টি। লক্ষ্যমাত্রা= ৬০৫*২৫%=১৫২টি চালুকৃত শিল্প ইউনিট ৪৪ টি।
		[১.১০] শিল্পনগরীর অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দকরণ	[১.১০.১] আবেদনের ভিত্তিতে খালি প্লট বরাদ্দকৃত	সমষ্টি	%	১.০০	-	-	৮১	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫০.৯২	০.০	২০২১-২২ অর্থবছরের শুরুতে বরাদ্দযোগ্য খালি প্লট ছিল ৩২৪টি। লক্ষ্যমাত্রা=৩২৪ *৮১%=২৬৩ টি মোট বরাদ্দকৃত প্লট ১৬৫ টি।
		[১.১১] শিল্প ইউনিট নিবন্ধন	[১.১১.১] নিবন্ধিত শিল্প ইউনিট	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	২২৪৭	৩১০৫	৪৭৪০০০	৪০০০০০	৩৫০০০০	৩০০০০০	২৫০০০০	৭৮৪১	০.০	
		[১.১২] বিদ্যমান মামলা নিষ্পত্তিকরণ	[১.১২.১] নিষ্পত্তিকৃত মামলা	সমষ্টি	%	১.০০	-	৩.৩১	১০	৯	৮	৭	৬	৮.৫২	০.৮৫	২০২১-২২ অর্থবছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১২টি।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০১৯-২০	২০২০-২১*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		[১.১৩] ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান	[১.১৩.১] প্রদানকৃত সেবা	গড়	%	১.০০	-	-	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৯৮.৩৬	১.০	মোট আবেদন সংখ্যা ৭৫১৮টি সেবা প্রদান ৭৩৯৫টি
		[১.১৪] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিসিকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি	[১.১৪.১] রোপণকৃত বৃক্ষ	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	-	-	৪৫০০	৪২০০	৩৯০০	৩৭০০	৩৫০০	৭৪০১	১.০	
		[১.১৫] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিসিকের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ	[১.১৫.১] নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র	তারিখ	তারিখ	১.০০	-	-	৩০-০৯-২০২১	১৫-১০-২০২১	৩১-১০-২০২১	১৫-১১-২০২১	৩০-১১-২০২১	১৮-০৯-২১	১.০	
[২] মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি	১৬	[২.১] উদ্যোক্তা তৈরিতে বিসিক-এ প্রশিক্ষণ	[২.১.১] বিসিকে প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা	সমষ্টি	সংখ্যা	৩.০০	৮৬৫৪	৬১৮৪	৯০৫০	৮০০০	৭০০০	৬১৮৪	৬০০০	১০১৯২	৩.০	
		[২.২] দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিসিক-এ প্রশিক্ষণ	[২.২.১] বিসিক-এ প্রশিক্ষিত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	৩.০০	৬৩২০	৩৪৭১	৫৪২৫	৪৫০০	৩৮০০	৩৪৭১	৩০০০	৪৪৩২	২.৬৭	
		[২.৩] মৌ চাষিদের প্রশিক্ষণ	[২.৩.১] প্রশিক্ষিত মৌ চাষি	সমষ্টি	সংখ্যা	৩.০০	-	২২২	৪০০	৩৫০	৩০০	২২২	২০০	৪৩৫	৩.০	
		[২.৪] লবণ চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আয়োডিনযুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	[২.৪.১] প্রশিক্ষিত লবণ চাষি ও লবণ মিলে কর্মরত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	২.০০	৫০০	২১০০	২০০০	১৯৪০	১৯০০	১৮৫০	১৮০০	২০০৪	২.০	
		[২.৫] বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত)-এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ	[২.৫.১] বিতরণকৃত ঋণ	সমষ্টি	কোটি টাকায়	২.০০	৯.১০	৯.৭৯	১৪.৮৫	১৩.০০	১১.৫০	৯.৭৯	৯.৫০	২২.৫২	২.০	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০১৯-২০	২০২০-২১*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		[২.৬] কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৫০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ	[২.৬.১] বিতরণকৃত ঋণ	ক্রমপুঞ্জীভূত	কোটি টাকায়	২.০০	-	-	৫০.০০	৪৫.০০	৪০.০০	৩৫.০০	৩০.০০	৫০.০০	২.০	
		[২.৭] সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন	[২.৭.১] সংযোগ স্থাপিত সাব-কন্ট্রাকটিং	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	৬৩	৬৩	৬৬	৬৫	৬৪	৬৩	৬০	৬০	০.৬	
[৩] মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পপণ্য বিপণনে সহায়তা	১২	[৩.১] শিল্প মেলার আয়োজন	[৩.১.১] আয়োজিত শিল্প মেলা	সমষ্টি	সংখ্যা	৫.০০	১৪	১৭	২০	১৯	১৮	১৭	১৫	৪৬	৫.০	এছাড়াও অনলাইনে আয়োজিত মেলার সংখ্যা ৫২টি
		[৩.২] বিশেষ পণ্য (জামদানি ও চামড়াজাত) মেলা আয়োজন	[৩.২.১] আয়োজিত পণ্য মেলা	সমষ্টি	সংখ্যা	৩.০০	-	০	৩	২	১	-	-	২	২.৭	
		[৩.৩] ক্রেতা বিক্রেতা সম্মিলন	[৩.৩.১] আয়োজিত ক্রেতা বিক্রেতা সম্মিলন	সমষ্টি	সংখ্যা	৩.০০	৪	৪	৪	৩	২	১	-	৪	৩.০	
		[৩.৪] গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	[৩.৪.১] প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	-	-	২	১	-	-	-	২	১.০	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০১৯-২০	২০২০-২১*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
[৪] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১১	[৪.১] দেশে বিসিকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	[৪.১.১] বিসিকের প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	২.০০	-	১৭৪৩	৯৭২	৯৪৫	৯২০	৯০০	৮৫০	১৩০১	২.০	
		[৪.২] কর্মকর্তাদের এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.২.১] ১০ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মকর্তাকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	-	-	২৫০	২৪৫	২৪০	২৩৫	২৩০	২৬১	১.০	
		[৪.৩] পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্যপদে পদোন্নতি	[৪.৩.১] প্রদত্ত পদোন্নতি	সমষ্টি	%	১.০০	-	২৫.২৬	৬০	৫০	৪০	২৫	২০	২৮.৫৬১	০.৭৭	২০২১-২২ অর্থবছরের শুরুতে প্রকৃত পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ ছিল ১১৯টি। লক্ষ্যমাত্রা= ১১৯*০.৬০= ৭২জন মোট পদোন্নতি প্রাপ্ত ৩৪জন।
		[৪.৪] বিসিকের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন	[৪.৪.১] ৬৪টি জেলায় বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণীত	তারিখ	তারিখ	১.০০	-	-	৩১-০৩-২০২২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২	-	০.০	
		[৪.৫] সকল কর্মকর্তার আইএপি বাস্তবায়ন	[৪.৫.১] আইএপি’র ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	-	-	৪	৩	২	-	-	৪	১.০	
		[৪.৬] শূন্য পদে শতভাগ নিয়োগ প্রদান	[৪.৬.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	তারিখ	তারিখ	১.০০	-	০৪-০৩-২০২১	৩১-০৩-২০২২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	১৬-০৬-২০২২	-	০.০	
			[৪.৬.২] নিয়োগ প্রদানকৃত	সমষ্টি	%	১.০০	৬৬	৬.৩৫	৬০	৫০	৪০	৩০	২৫	৫০.৮৩	০.৯১	২০২১-২২ অর্থবছরের শুরুতে নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ছিল ২৪২টি লক্ষ্যমাত্রা=২৪২*০.৬০= ১৪৬জন নিয়োগকৃত ১২৩জন
		[৪.৭] ই-জিপি’র মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	[৪.৭.১] ই-জিপি’র মাধ্যমে সম্পাদিত ক্রয় কার্য	সমষ্টি	%	১.০০	-	-	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৮০	১.০	মোট ৪৯টি টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ই-জিপিতে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে ৩৯টি।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০১৯-২০	২০২০-২১*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		[৪.৮] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম	[৪.৮.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	%	১.০০	-	৬১	৩০	২৫	২০	১৫	১০	৩.০৫২	০.০	২০২১-২২ অর্থবছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত ২৫টি।
		[৪.৯] সেমিনার/ কর্মশালার আয়োজন	[৪.৯.১] আয়োজিত সেমিনার/ কর্মশালা	সমষ্টি	সংখ্যা	১.০০	-	-	৬	৫	৪	৩	২	৫	০.৯	
[৫] স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ	১০	[৫.১] লবণ উৎপাদন সহায়তা	[৫.১.১] উৎপাদিত লবণের পরিমাণ	সমষ্টি	লক্ষ টন	৪.০০	১৫.৭০	৩.৩৮	১৫.৭৫	১৫.৫০	১৪.৫০	১৩.৫০	১২.০০	১৮.৩২	৪.০	
		[৫.২] মধু উৎপাদন সহায়তা	[৫.২.১] উৎপাদিত মধুর পরিমাণ	সমষ্টি	টন	৩.০০	-	২১৫৬.৯৪	১৫০০	১৪০০	১৩০০	১২০০	১১০০	১০৬৫৫.৫৫	৩.০	
		[৫.৩] ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রণ নিশ্চিতকরণ	[৫.৩.১] আয়োডিন মিশ্রিত লবণের পরিমাণ	সমষ্টি	লক্ষ টন	৩.০০	৮.০৬	৪.০৭	৮.৯০	৮.৫০	৮.০০	৭.৫০	৭.০০	৯.০১	৩.০	
মোট নম্বর															**৫৮.৯২**	

সংযোজনী ৪ : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা………………………………… ২২													
[১.১] নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	[১.১.১] সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		৩.০	
						অর্জন	০	১	১	১	৩		
[১.২] নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.২.১] বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০		৪.৫	
						অর্জন	০	১০০	১০০	১০০	৭৫		
[১.৩] সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	[১.৩.১] অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	১	১		২.০	
						অর্জন	-	-	১	১	২		
[১.৪] শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৪.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ শাখা)	২ (৪০জন)	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	-	১ (২০)	-	১ (২০)		২.০	
						অর্জন	-	১ (২০)	-	১ (২০)	২ (৪০)		
[১.৫] কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/ মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ /পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	[১.৫.১] উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	সচিব, বিসিক, ঢাকা	৩ ও ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২	লক্ষ্যমাত্রা	১ (৩০.০৯.২১)	১ (৩১.১২.২১)	১ (৩১.০৩.২২)	-		১.৩৩	
						অর্জন	১ (২৮.০৯.২১)	১ (০৭.১২.২১)	-		২		
[১.৬] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	[১.৬.১] কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট ও আইসিটি সেল প্রধান	২০.০৬.২১ ও ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২	লক্ষ্যমাত্রা	২০.০৬.২১	১৫.১০.২১	১৫.০১.২২	১৫.০৪.২২		০.৭৫	
						অর্জন	১৭.০৬.২১	-	১৬.০১.২২	১৩.০৪.২২	১৭.০৬.২১ ১৬.০১.২২ ১৩.০৪.২২		
[১.৭] আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	[১.৭.১] ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	আহ্বায়ক, শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটি	১৭.০৬.২১ ও ৩০.১০.২১ ৩০.০১.২২ ৩০.০৪.২২	লক্ষ্যমাত্রা	১৭.০৬.২১	৩০.১০.২১	৩০.০১.২২	৩০.০৪.২২		৩.০	
						অর্জন	১৭.০৬.২১	-	৩০.০১.২২	২৮.০৪.২২	১৭.০৬.২১ ৩০.০১.২২ ২৮.০৪.২২		
[১.৮] শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.৮.১] প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	আহ্বায়ক, শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটি	৩১.০৫.২২	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩১.০৫.২২		০	
						অর্জন	-	-	-	৩০.০৬.২২	৩০.০৬.২২		

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ৮													
[২.১] ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[২.১.১] ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প	৩১.০৭.২১ ৩১.০৩.২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.২১	-	৩১.০৩.২২	-		১.০	
						অর্জন	১৯.০৭.২১	-	-		১৯.০৭.২১		
[২.২] প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	[২.২.১] সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প	PSC (২৩) PIC (৪০)	লক্ষ্যমাত্রা	PSC (০৩) PIC (০৫)	PSC (০৬) PIC (১০)	PSC (০৭) PIC (১০)	PSC (০৭) PIC (১৫)		২.০	
						অর্জন	PSC (০৭) PIC (১৩)	PSC (১৩) PIC (৮)	PSC (৫) PIC (১৩)	PSC (১) PIC (৯)	PSC (২৬) PIC (৪৩)		
[২.৩] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	[২.৩.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০	৩০	৫০	১০০		১.৮৭	
						অর্জন	১৯.০০	৫৭.০০	৪৬.৫০	৯৩.৪০	৯৩.৪০		
[২.৪] প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	[২.৪.১] প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প ও প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প)	৩১-১২-২১ ৩০-০৬-২২	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১-১২-২১	-	৩০-০৬-২২		২.০	
						অর্জন	-	২২-১১-২১ ৩০-১২-২১	-	০৮-০৫-২২ ৩০-০৬-২২	২য় কোয়ার্টার ২২-১১-২১ ৩০-১২-২১ ৪র্থ কোয়ার্টার ০৮-০৫-২২ ৩০-০৬-২২		
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম…………… ২০													
[৩.১] বিসিকে মৌ-পালন কেন্দ্রে উৎপাদিত মধুর মূল্য ও মজুদের পরিমাণ ওয়েবসাইটে প্রকাশ (প্রতি ৩ মাস অন্তর)	[৩.১.১] ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪	তারিখ	মহাব্যবস্থাপক, উন্নয়ন, ঢাকা ও আহ্বায়ক, শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটি	৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩১.০৫.২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৯.২১	৩১.১২.২১	৩১.০৩.২২	৩১.০৫.২২		৩.০	
						অর্জন	১৪.১০.২১	৩০.১২.২১	৩০.০৩.২২	৩১.০৫.২২	১৪.১০.২১ ৩০.১২.২১ ৩০.০৩.২২ ৩১.০৫.২২		
[৩.২] ভোজ্য লবণে আয়োডিনযুক্তকরণের মনিটরিং/তদারকিকরণ (লবণ মিলসমূহে)	[৩.২.১] মনিটরিং/তদারকিকরণের প্রদানকৃত প্রতিবেদন	৪	সংখ্যা	প্রকল্প পরিচালক, সিআইডিডি	১২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০	৩০	৩০	৩০		৪.০	
						অর্জন	৩৯	৪৬	৪২	৪০	১৬৭		

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
[৩.৩] বিসিক শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা	[৩.৩.১] আয়োজিত সভা	৪	সংখ্যা	আহ্বায়ক, শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটি	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	১	১		৪.০	
						অর্জন	-	-	১	১	২		
[৩.৪] দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক নির্দেশনা বোর্ড স্থাপন	[৩.৪.১] স্থাপিত বোর্ড	৪	সংখ্যা	সচিব, বিসিক, ঢাকা ও উপনিয়ন্ত্রক (বাজেট)	৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩	২	২	২		৪.০	
						অর্জন	৩	৩	-	৩	৯		
[৩.৫] ঋণ বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং/তদারকিকরণ (ত্রৈমাসিক)	[৩.৫.১] মনিটরিং/তদারকিকরণের প্রদানকৃত প্রতিবেদন	৪	সংখ্যা ও তারিখ	ব্যবস্থাপক, ঋণ প্রশাসন বিভাগ	৪ ও ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২	লক্ষ্যমাত্রা	১ (৩০.০৯.২১)	১ (৩১.১২.২১)	১ (৩১.০৩.২২)	১ (৩০.০৬.২২)		৩.০	
						অর্জন	১ (১৮.০৯.২১)	১ (২৫.১২.২১)	-	১ (২৩.০৫.২২)	৩ (১৮.০৯.২১) (০৩.১০.২১) (২৩.০৫.২২)		
প্রাপ্ত নম্বর												**৪১.৪৫**	
অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)												**৮.২৯**	

সংযোজনী ৫ : ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান			
							১০০%	৮০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	২৯	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৩-০৫-২২	৩	বিসিক কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ার জন্য তৈরিকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অটোমেশন সিস্টেমটি প্রদানের জন্য প্রস্তুত।
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	৩১-০১-২২	৫	ঠিকাদার নিবন্ধন সফটওয়্যারটি ঠিকাদারদের সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত।
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	১৬-০৯-২১	৫	সেবা ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসাবে ১৬-০৯-২০২০১ তারিখে ‘বিসিক অনলাইন মার্কেট’ চালু।
			[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	২৪-০৮-২১	৪	
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৪.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	৩৯.৫৬৩	০	
			[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	২	২.৪	
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২১	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	৪	৪.০	
				[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	৪	২.০	
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	৭	৩.০	
				[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	৭০	২.৪	

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান			
							১০০%	৮০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	৪	৩.০	
				[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২	_	০	
				[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২	-	২৪-০৫-২২	৩	
প্রাপ্ত নম্বর											**৩৬.৮০**	
অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)											**৭.৩৬**	

সংযোজনী ৬ : অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	৫	[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	সংখ্যা	৫	-	-	৪	৩	-	-	-	৩	৪.৫	
পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন	২০	[২.১] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[২.১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	-	-	৯০%	৮০%	৭০ %	৬০ %	-	৬৬.৬৭	৬.২	
		[২.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.২.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৫	-	-	৪	৩	২	১	-	৪	৫.০	
		[২.৩] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৩	-	-	৪	৩	২	১	-	৪	৩.০	
		[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা	[২.৪.১] সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	-	-	২	১	-	-	-	২	৪.০	
প্রাপ্ত নম্বর														**২২.৭০**	
অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)														**৩.৬৩**	

সংযোজনী ৭ : সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০%	৯০%	৮০ %	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
প্রাতিষ্ঠানিক	১০	[১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.১.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	৫	-	-	১০০ %	৯০%	৮০ %	৭০ %	-	১০০.০০	৫.০	
		[১.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.২.১]ওয়েব সাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৫	-	-	৪	৩	-	-	-	৪	৫.০	
সক্ষমতা অর্জন	১৫	[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	১০	-	-	৪	৩	২	১	-	৪	১০.০	
		[২.২] সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.২.১] অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৫	-	-	২	১	-	-	-	২	৫.০	
প্রাপ্ত নম্বর														**২৫.০০**	
অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)														**৩.০০**	

সংযোজনী ৮ : তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
প্রাতিষ্ঠানিক	১০	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত	%	১০	-	-	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০	১০.০	
সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫	[১.২] স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	৩	-	-	৩১-১২-২০২১	১০-০১-২০২২	২০-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২	-	২৩-১২-২১	৩.০	
		[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	৩	-	-	১৫-১০-২০২১	১৫-১১-২০২১	১৫-১২-২০২১	-	-	১১-১১-২১	২.৭	
		[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালক তৈরি/ হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালক প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩	-	-	৩১-১২-২০২১	১০-০১-২০২২	২০-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২	-	২৩-১২-২১	৩.০	
		[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	৩	-	-	৩	২	১	-	-	৩	৩.০	
		[১.৬] তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	-	-	৩	২	১	-	-	৩	৩.০	
প্রাপ্ত নম্বর														**২৪.৭০**	
অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)														**২.৯৬৪**	

পরিশিষ্ট-খ

বিসিকের বাস্তবায়িত ৮০টি শিল্পনগরীর তালিকা

ক্র.	শিল্পনগরীর নাম	ক্র.	শিল্পনগরীর নাম	ক্র.	শিল্পনগরীর নাম
০১	বিসিক হোসিয়ারী শিল্পনগরী, নারায়ণগঞ্জ	২৭	বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৫৪	বিসিক শিল্পনগরী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০২	বিসিক জামদানী শিল্পনগরী, নারায়ণগঞ্জ		বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট (সম্প্রসারণ), চট্টগ্রাম	৫৫	বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা
০৩	বিসিক শিল্পনগরী, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ	২৮	বিসিক শিল্পনগরী, ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম		বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা (সম্প্রসারণ)
০৪	বিসিক শিল্পনগরী, নরসিংদী	২৯	বিসিক শিল্পনগরী, ষোলশহর, চট্টগ্রাম	৫৬	বিসিক শিল্পনগরী, সিরাজগঞ্জ
০৫	বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ	৩০	বিসিক শিল্পনগরী, পটিয়া, চট্টগ্রাম	৫৭	বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া
	বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ (সম্প্রসারণ)	৩১	বিসিক শিল্পনগরী, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম		বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া (সম্প্রসারণ)
০৬	বিসিক শিল্পনগরী, টাঙ্গাইল	৩২	বিসিক শিল্পনগরী, নোয়াখালী	৫৮	বিসিক শিল্পনগরী, জয়পুরহাট
০৭	বিসিক শিল্পনগরী, জামালপুর	৩৩	বিসিক শিল্পনগরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	৫৯	বিসিক শিল্পনগরী, রংপুর
০৮	বিসিক শিল্পনগরী, শেরপুর	৩৪	বিসিক শিল্পনগরী, চাড়ীপুর, ফেনী	৬০	বিসিক শিল্পনগরী, গাইবান্ধা
০৯	বিসিক শিল্পনগরী, কিশোরগঞ্জ	৩৫	বিসিক শিল্পনগরী, নিজকুঞ্জরা, ফেনী	৬১	বিসিক শিল্পনগরী, কুড়িগ্রাম
১০	বিসিক শিল্পনগরী, নেত্রকোণা	৩৬	বিসিক শিল্পনগরী, লক্ষীপুর	৬২	বিসিক শিল্পনগরী, লালমনিরহাট
১১	বিসিক শিল্পনগরী, ফরিদপুর	৩৭	বিসিক শিল্পনগরী, কুমিল্লা	৬৩	বিসিক শিল্পনগরী, সৈয়দপুর, নীলফামারী
১২	বিসিক শিল্পনগরী, রাজবাড়ী	৩৮	বিসিক শিল্পনগরী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	৬৪	বিসিক শিল্পনগরী, দিনাজপুর
১৩	বিসিক শিল্পনগরী, মাদারীপুর	৩৯	বিসিক শিল্পনগরী, চাঁদপুর	৬৫	বিসিক শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও
১৪	বিসিক শিল্পনগরী, মাদারীপুর (সম্প্রসারণ)	৪০	বিসিক শিল্পনগরী,ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৬	বিসিক শিল্পনগরী, পঞ্চগড়
১৫	বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ	৪১	বিসিক শিল্পনগরী, কক্সবাজার	৬৭	বিসিক শিল্পনগরী, খুলনা (শিরোমনি)
১৬	বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ (সম্প্রসারণ)	৪২	বিসিক শিল্পনগরী, রাঙ্গামাটি	৬৮	বিসিক শিল্পনগরী, বাগেরহাট
১৭	বিসিক শিল্পনগরী, শরীয়তপুর	৪৩	বিসিক শিল্পনগরী, খাগড়াছড়ি	৬৯	বিসিক শিল্পনগরী, সাতক্ষীরা
১৮	বিসিক শিল্পনগরী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৪৪	বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেট	৭০	বিসিক শিল্পনগরী, যশোর
১৯	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই, ঢাকা	৪৫	বিসিক শিল্পনগরী, খাদিমনগর, সিলেট	৭১	বিসিক শিল্পনগরী, ঝিনাইদহ
	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই (সম্প্রসারণ), ঢাকা	৪৬	বিসিক শিল্পনগরী, হবিগঞ্জ	৭২	বিসিক শিল্পনগরী, কুষ্টিয়া
২০	বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, সাভার	৪৭	বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	৭৩	বিসিক শিল্পনগরী, মেহেরপুর
২১	বিসিক এপিআই শিল্প পার্ক, মুন্সীগঞ্জ	৪৮	বিসিক শিল্পনগরী, মৌলভীবাজার	৭৪	বিসিক শিল্পনগরী, বরিশাল
২২	বিসিক শিল্পনগরী, টংগী, গাজীপুর	৪৯	বিসিক শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জ	৭৫	বিসিক শিল্পনগরী, স্বরূপকাঠি
২৩	বিসিক শিল্পনগরী, কোনাবাড়ী, গাজীপুর	৫০	বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী	৭৬	বিসিক শিল্পনগরী, পটুয়াখালী
২৪	বিসিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৫১	বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-২	৭৭	বিসিক শিল্পনগরী, ভোলা
২৫	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৫২	বিসিক শিল্পনগরী, নাটোর	৭৮	বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি
				৭৯	বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা
২৬	বিসিক শিল্পনগরী, মানিকগঞ্জ	৫৩	বিসিক শিল্পনগরী, নওগাঁ	৮০	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা

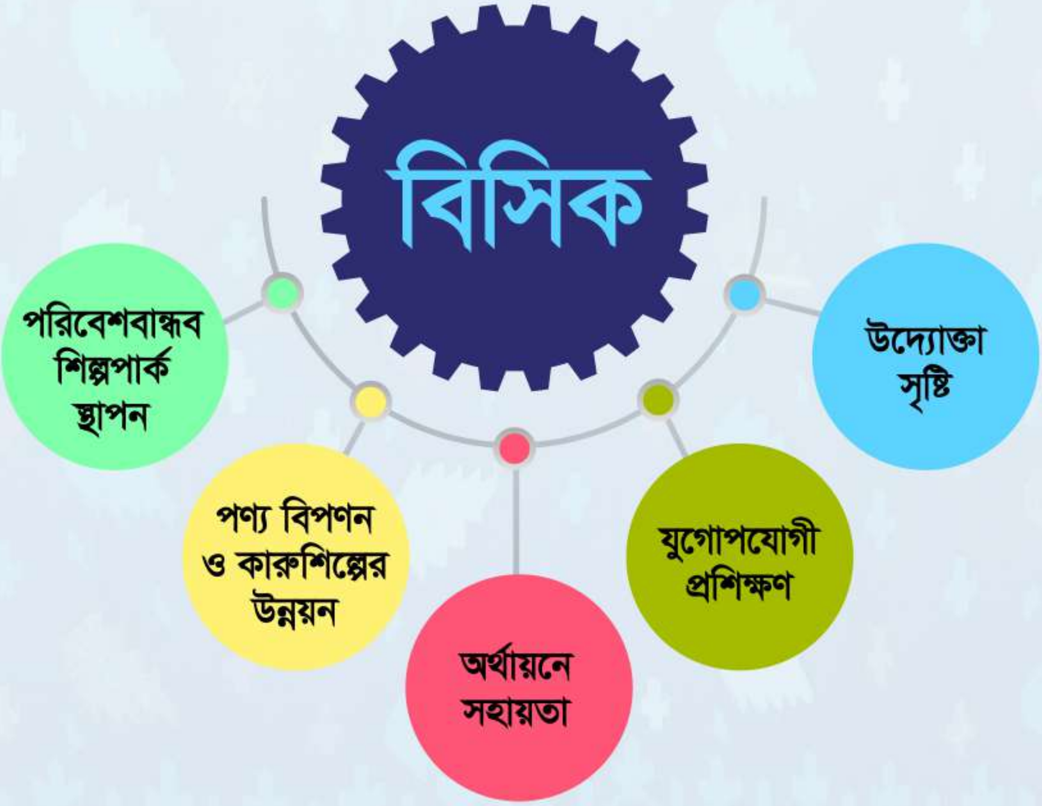

বিসিক

পরিবেশবান্ধব শিল্পপার্ক স্থাপন

পণ্য বিপণন ও কারুশিল্পের উন্নয়ন

অর্থায়নে সহায়তা

যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ

উদ্যোক্তা সৃষ্টি

বিসিকের কর্মকান্ড